# দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্ট

১৮৩০—১৮৪০

# শিক্ষা

## সংস্কৃত কলেজ

( ৮ মে ১৮৩০ । ৭ বৈশাখ ১২৩৭ )

সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগকে ইঙ্গরেজী শিক্ষা করাণ বিষয়ে পূর্ব্বে চন্দ্রিকায় এক পত্র প্রকাশ হইয়াছিল তাহাতে কালেজাধ্যক্ষ মহাশয়েরা কিছুই মনোযোগ করেন নাই কিন্তু মনোযোগ করা পরামর্শসিদ্ধ হয় যেহেতু ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস করিতে সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের কোনমতেই বাঞ্ছা নাই তৎ প্রমাণ দেখুন বৈদ্য ছাত্রদিগকে ইঙ্গরেজী পড়াইতে নিতান্ত বলপ্রকাশ করাতে তাঁহারা একেবারে সকলেই কালেজ ত্যাগ করিয়াছেন ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় কেননা সংস্কৃত কালেজের যে কএক কেলাস অর্থাৎ শ্রেণী আছে তন্মধ্যে বৈদ্যক কেলাস এদেশের উপকারজনক ছিল যেহেতু এক্ষণে বৈদ্যক শাস্ত্রের সুপণ্ডিত দুষ্প্রাপ্য এ জন্য পণ্ডিত চিকিৎসক অত্যল্প পাওয় যায় সুচিকিৎসক না থাকলে যে অমঙ্গল তাহা বর্ণন নিষ্প্রয়োজনক অতএব ভরসা হইয়াছিল কালেজের দ্বারা অনেক উত্তম চিকিৎসক হইবেক কারণ বহুবিবেচকগণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে অধ্যাপক তৎ কর্তৃক ছাত্র সকল সুশিক্ষিত হইতেছিলেন এক্ষণে সে অধ্যাপক কালেজের কর্ম্ম রহিত হইয়াছেন সুতরাং সে আশা নিরাশা হইল যদি বল সেই অধ্যাপকের নিকট সেই সকল ছাত্র অধ্যয়ন করিলে উত্তম চিকিৎসক হইতে পারিবেক তাহা সুদূরপরাহত কারণ ঐ অধ্যাপকের এক স্থানে বেতন স্থির ছিল জীবনোপায়ে নিশ্চিন্ত হইয়া অধ্যাপনা করিতেন ছাত্রেরাও দিনযাপনোপযোগি ব্যয়ে নিরুদ্বেগে অধ্যয়ন করিতেন এক্ষণে তাহার বিপরীতে কি প্রকারে সম্ভবে অতএব কালেজের দ্বারা দেশের উপকার যাহাতে হইত তাহা রহিত হইল যদ্যপি এমত কহ যে যাঁহারা স্মৃত্যাদি শাস্ত্রাভ্যাস করিতেছেন ইহাতে কি দেশের উপকার নাই উত্তর কিছুমাত্র উপকার নাই এমত কহি না ইহাতে সর্ব্বসাধারণের উপকারের সম্ভাবনা স্বীকার করিতে পারি না কেননা যে সকল ছাত্র বিদ্বান হইয়া সুখ্যাতিপত্র প্রাপ্তিপূর্ব্বক কালেজহইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন তাঁহারদিগকে প্রায়শ্চিত্ত দির কোন ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেই কহেন আমারদিগের সে সকল গ্রন্থ পাঠ হয় নাই ইহাতে ধর্ম্ম শাস্ত্রের কোন কর্ম্ম তাঁহারদিগের দ্বারা হইতে পারিবেক না কেবল দায়াদি শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞান হইলে দেশের কি উপকার তবে তাঁহারদের নিজের উপকার কিঞ্চিৎ স্বীকার করা যায় প্রথমতঃ যত দিবস কালেজে থাকেন যত টাকা বেতন পান এই এক উপকার। দ্বিতীয় যদ্যপি কোন স্থানে অর্থাৎ আদালতের পাণ্ডিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারেন তবে উপকার হইবেক ইহাও অত্যল্প লোকের হওনের সম্ভাবনা আছে অতএব এক্ষণে সংস্কৃত কালেজের দ্বারা মহোপকার স্বীকার করিতে পারি না...সং চং।

( ৩০ এপ্রিল ১৮৩১ । ১৮ বৈশাখ ১২৩৮ )

...আমরা শুনিলাম সংস্কৃত কালেজের স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের ছাত্রেরদিগের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজী পড়িতেছেন তাঁহারা সংপ্রতি এক দরখাস্ত করিয়াছেন যে আমারদিগের শিষ্য যজমানেরা কহেন যে তোমরা যদি কালেজে ইংরাজী বিদ্যাভ্যাস কর তবে তোমারদিগের দ্বারা আমরা কোন কর্ম্ম করাইব না এতাবন্মাত্র শুনিয়াছি...। [ সমাচার চন্দ্রিকা, ২৬ এপ্রিল ১৮৩১ ]

( ১৪ মে ১৮৩৪ । ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১ )

সংস্কৃত কালেজ।—জ্ঞানান্বেষণ পত্রের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গেল যে গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক ও ছাত্রেরদের আগামি জুন মাসের প্রথমাবধি বর্ত্তন কর্ত্তন হইবে।

( ২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯ । ২১ মাঘ ১২৪৫ )

কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের দুরবস্থা।—দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু।...সংপ্রতি সংবাদ সৌদামিনী নামক অভিনব পত্রদৃষ্টে দৃষ্ট হইল যে ঐ সংস্কৃত কালেজের সেক্রেটরি শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন কার্য্যান্তরানুরোধে ঐ পদ পরিত্যাগ করাতে অনেকে তৎকর্ম্মাভিলাষী আছেন তাহার মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞ পক্ষপাতহীন বিবেচক কাপ্তান মার্শেল সাহেব এবং কলিকাতা নগরের প্রধান বংশ্য ও ইংরাজী পারসী সংস্কৃত বাঙ্গলাতে বিজ্ঞ শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ মিত্র এবং সদ্বিবেচক শ্রীযুক্ত বাবু রসময় দত্ত এবং অন্য২ উপযুক্ত প্রধান লোক তৎকর্ম্মে চেষ্টা করিতেছেন তথাপি সংস্কৃত কালেজের কমিটির সাহেবেরা ঐ পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিরদিগের প্রতি অনবধান করিয়া ঐ কালেজের অনেক সামান্য বৈদ্যছাত্রকে ঐ ভারি কর্ম্মে পদস্থ করিতে মনস্থ করিয়াছেন ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যেহেতুক যে কর্ম্মে শ্রীযুক্ত কাপ্তান প্রাইশ সাহেব পরে শ্রীযুক্ত টাট সাহেব পরে শ্রীযুক্ত কাপ্তান ট্রায়র সাহেব পরে শ্রীযুক্ত বাবু রামকমল সেন তৎ পরে শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর নিযুক্ত হইয়া ঐ কালেজের নানা ঔন্নত্য ও সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন সে কর্ম্মে তাদৃশ ব্যক্তিকে নিযুক্ত না করিয়া ইতর লোক নিযুক্ত করিয়া কালেজের পূর্ব্বৌন্নত্য ও সম্মান হানি করাতে কমিটি সাহেবেরদের কি লাভ হে দর্পণ প্রকাশক মহাশয় ইহার অভিপ্রায় জানিতে প্রার্থনা করি...। কস্যচিৎ

## হিন্দু কলেজ

( ৮ জানুয়ারি ১৮৩১ । ২৫ পৌষ ১২৩৭ )

বর্ষফল। সেপ্তেম্বর, ৩ [ ১৮৩০ ]। হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষেরা এই আজ্ঞা প্রচার করেন যে কালেজের কোন ছাত্র ব্যক্তি যদি কোন ধর্ম্মসংক্রান্ত কি রাজসংক্রান্ত কোন সভাতে গমন করে তবে তাহাতে আমরা অত্যন্ত বিরক্ত হইব ইহা কহিয়া তাহারদের গমন রহিত করেন।

(৩ জুলাই ১৮৩০। ২০ আষাঢ় ১২৩৭)

হিন্দুকালেজ।—কলিকাতার সম্বাদপত্রেতে হিন্দুকালেজের আরম্ভের বিষয়ে কিয়ৎকালাবধি একটা বাদানুবাদ হইতেছে। সর এড্‌ওর্ড ইষ্ট সাহেবের যে প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন হইবে এবং শ্রীযুত ডাক্তর উইল্‌সন সাহেবের যে ছবি কালেজঘরে স্থাপন করা যাইবে এই উভয়বিষয়ক কথা উত্থাপন করণসময়ে ইণ্ডিয়া গেজেটের সম্পাদক তদ্বিষয়ে এই দোষার্পণ করিলেন যে শ্রীযুত হের সাহেব কালেজের আদিকল্পক এবং কালেজের যাহাতে উপকার হয় ইহাতে তিনি অত্যন্ত মনোভিনিবেশ করিয়াছেন কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দুই সাহেবের তুল্য সম্ভ্রান্ত নাহওয়াতে তাঁহার বিষয়ে সম্ভ্রামক উদ্যোগ কিছু করা যায় নাই এতদ্বিষয়ক বাদানুবাদেতে যে সকল লিপ্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে তদ্দ্বারা বোধ হয় যে শ্রীযুত হের সাহেব ঐ কালেজের প্রথমকল্পক এবং তিনি ঐ কালেজের বিষয়ে প্রথম এক পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন। আরো বোধ হয় যে শ্রীযুত সর এড্‌ওর্ড ইষ্ট সাহেব সেই ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক কলিকাতাস্থ ধনি ব্যক্তিরদিগকে সভাতে আহ্বান করিয়া স্বীয় মহাপদের প্রতাপেতে ঐ কালেজ স্থাপনের কল্পে অনেক ধনি হিন্দুলোকেরদিগকে প্রবৃত্তি জন্মাইলেন অতএব শ্রীযুত সর এড্‌ওর্ড ইষ্ট সাহেব ও শ্রীযুত হের সাহেব উভয়ই কালেজের মহোপকারক এবং শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবো এতদ্বিষয়ে নিত্য স্মরণীয় বটেন যেহেতুক তিনি এতদ্বিষয়ের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এবং তাহার উন্নতিতে তিনি নিত্য সচেষ্ট আছেন। অতএব শ্রীযুত হের সাহেবের তদ্বিষয়ের মহোপকারতা কোন এক বিশেষ চিহ্নদ্বারা হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরদের স্বীকার করা উচিত ইহা আমারদের বিবেচনা হয়।

এই প্রসঙ্গে একটি ভ্রান্ত মত আমাদের মধ্যে চলিতেছে। মেজর বামনদাস বসুই সর্ব্বপ্রথম এই মত প্রচার করেন। তিনি তাঁহার *Education in India Under E. I. Co.*, (p. 38) পুস্তকে লিখিয়াছেন যে রামমোহন রায়ই হিন্দুকলেজের আদিকল্পক (prime mover)। এই উক্তির সপক্ষে তিনি সুপ্রীম-কোর্টের বিচারপতি স্যর এডওয়ার্ড হাইড ঈষ্টের একখানি দীর্ঘ পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। পত্রখানি হিন্দুকলেজ স্থাপনার ইতিহাস-সম্পর্কীয়। এই পত্রের যে-অংশটি ঠিক-মত না-বুঝিবার ফলে তিনি এই অসতর্ক উক্তি করিয়াছেন তাহা এইরূপ :—

> ...About the beginning of May [1816], a Brahmin of Calcutta, whom I knew, and who is well known for his intelligence and active interference among the principal Native inhabitants, and also intimate with many of our own gentlemen of distinction, called upon me and informed me, that many of the leading Hindus were desirous of forming an establishment for the education of their children in a liberal manner...

এখানে "a Brahmin of Calcutta, whom I knew,..." কথাগুলি হাইড ঈষ্ট রামমোহনকে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন, মেজর বসু এইরূপ ধরিয়া লইয়া রামমোহন হিন্দুকলেজের আদিকল্পক—এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি "a Brahmin of Calcutta, whom I knew..." কথাগুলি সম্বন্ধে পাদটীকায় লিখিয়াছেন :—"This of course refers to Raja Ram Mohun Roy."

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে "a Brahmin of Calcutta,"—যাঁহার সহিত হাইড ঈষ্টের পরিচয় ছিল ("whom I knew") তিনি যে রামমোহন রায় হইতে পারেন না, তাহা হাইড ঈষ্টের পত্রের নিম্নাংশ পাঠ করিলেই জানা যাইবে ; এই অংশে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে রামমোহন রায়ের সহিত তখন পর্য্যন্ত তাঁহার আদৌ পরিচয় বা পত্র-ব্যবহার ছিল না। হাইড ঈষ্ট লিখিতেছেন :—

'I do not know', I observed, 'what Rammohun's religion is'...'not being acquainted or having had any communication with him ; ..'

হাইড ঈষ্টের পত্রের এই অংশটি মেজর বসু তাঁহার পুস্তকে উদ্ধৃত করা সঙ্গত মনে করেন নাই, যদিও ইহার ঠিক আগের ও পরের অংশ তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই অংশটির উপর বিশেষ দৃষ্টি পড়িলে তিনি কখনই রামমোহনকে হিন্দুকলেজের আদিকল্পক বলিয়া ধরিয়া লইতেন না।

এখন জিজ্ঞাস্য, হাইড ঈষ্টের "a Brahmin of Calcutta, whom I know..." তবে কে? এই কথাগুলি হাইড ঈষ্ট যে রামমোহন রায়ের আত্মীয়-সভার অন্যতম সভ্য রাজা বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে (হাইকোর্টের পরলোকগত বিচারপতি অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ) উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। শিবনাথ শাস্ত্রী হিন্দুকলেজ-প্রতিষ্ঠা-সম্পর্কে লিখিয়াছেন :—

"...আত্মীয় সভার অন্যতম সভ্য বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় এই প্রস্তাব তদানীন্তন সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার হাইড ঈষ্ট মহোদয়ের নিকট উপস্থিত করেন এবং তাঁহার উৎসাহ ও যত্নে হিন্দু কালেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।"—'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', পৃ. ৪৭।

প্যারীচাঁদ মিত্রও লিখিয়াছেন :—

".. Buddinath Mookerjee in those days used to visit the big officials. When he paid his respects to Sir Hyde East he was requested to ascertain, whether his countrymen were favourable to the establishment of a College for the education of the Hindu Youth, in English literature and science. He sounded the leading members of the Hindu society, and reported to Sir Hyde East that they were agreeable to the proposal."—*David Hare*, pp. 5-6.

এখন প্রশ্ন হইতে পারে তবে হিন্দুকলেজের আদিকল্পক কে? হিন্দুকলেজের আদিকল্পক—রামমোহন রায়ের বিশিষ্ট বন্ধু ডেভিড হেয়ার। এই উক্তির সপক্ষে প্রমাণের অভাব নাই। হেয়ার সাহেবের ছাত্র রাজনারায়ণ বসু, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি সকলেই ডেভিড হেয়ারকে হিন্দুকলেজের আদিকল্পক বলিয়াছেন।* এখানে কেবলমাত্র একটি প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি যেটির ব্যবহার এ-পর্য্যন্ত কেহই করেন নাই।

১৮৩০ সনে স্যর এডওয়ার্ড হাইড ঈষ্টের মর্ম্মর-মূর্ত্তি কলিকাতায় স্থাপিত হয়। এই মূর্ত্তির নিম্নে লেখা হইয়াছিল যে তিনিই হিন্দুকলেজের আদিকল্পক। কিন্তু তিনিই হিন্দুকলেজের আদিকল্পক, না ডেভিড হেয়ার, এই লইয়া সে-সময়ে সংবাদপত্রে তীব্র বাদানুবাদ হয়।† ইহার অল্পদিন পরেই ১৮৩২ সনের জুন মাসে *The Calcutta Christian Observer* নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়।

---

* "প্রথম ইংরাজী শিক্ষার বড় দুরবস্থা ছিল। পরে মহাত্মা হেয়ার সাহেব উদ্যোগী হইয়া সেই দুরবস্থা দূর করেন। তিনি হেয়ার স্কুল সংস্থাপন করেন এবং সর্ব্ব প্রথম হিন্দুকালেজ সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন এবং তৎ সংস্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। মহাত্মা হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণ করিলে আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতা-রস আপ্লুত হয়।"—'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত'—রাজনারায়ণ বসু, পৃ. ২০।

"The first move he [Hare] made was in attending, uninvited, a meeting called by Ram Mohun Roy and his friends for the purpose of establishing a society, calculated to subvert idolatry. Hare submitted that the establishment of an English school would materially serve their cause. They all acquiesced in the strength of Hare's position, but did not carry out his suggestion. Hare therefore waited on Sir Edward Hyde East, the chief justice of the Supreme Court.... *David Hare* by Peary Chand Mittra. p. 5.

† ১৯৩৪ সনের জানুয়ারি সংখ্যা 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রে প্রকাশিত "David Hare as a Promoter of Education in India" প্রবন্ধে শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র বাগল সংবাদপত্রের এই সকল বাদানুবাদের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের ২য় খণ্ডেও (পৃ. ৩০) এই বাদানুবাদের কথা আছে।

ইহার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যায় "A Sketch of the Origin, Rise, and Progress of the Hindoo College" নামে একটি সুলিখিত ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের প্রথম খণ্ড হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত করা হইল :—

...It is contended, on the one hand, by a Director of the Hindoo College, that on the [1] 4th of May, 1816, Sir Edward Hyde East first convened a meeting of Hindoos at his house, for the purpose of subscribing to, and forming an establishment for, the liberal education of their children. It was contended, on the other hand, by one of the teachers of the Hindoo College, the late Mr. Derozio, who, from his intimacy with Mr. Hare and the Native community, as well as from his knowledge of the proceedings of the College, certainly had good grounds for the assertion which he so resolutely maintained, that "previous to the aforesaid meeting being held, *a paper, the author and originator of which was Mr. Hare, and the purport of which was, a proposal for the establishment of a College, was handed to Sir Hyde East by a Native* for his countenance and support." The learned judge having made a few alterations in the plan, did give it his countenance and support by calling the aforesaid meeting. But giving support or sanction to a measure proposed by any one, is not the same thing with originating that measure. Now, if it be the fact, as seems warranted by good authority, that Mr. Hare did first conceive the plan in his mind, and then circulated it, in writing, amongst the Natives, by one of whom it was subsequently submitted to the learned judge, for his approval, the merit of *originating* the Hindoo College must in justice be ascribed to Mr. HARE. (June 1832, p. 17.)

এই অংশটি পাঠ করিয়াও, ডেভিড হেয়ার যে হিন্দুকলেজের আদিকল্পক সে-সম্বন্ধে কেহ কেহ একেবারে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই। এই কারণে হিন্দুকলেজ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের দ্বিতীয় খণ্ডে *The Christian Observer* লিখিলেন :—

It having been intimated to us, that some doubts still exist as to the accuracy of our account regarding the prime mover of the Hindoo College, or the particular circumstances which led to its formation, we feel a pleasure in meeting those doubts with a confident assurance, supported by the most unquestionable authority, that they are entirely without foundation. We have the evidence of some of the parties concerned, as well as of authentic documents, to substantiate what we have asserted. The following particulars, we therefore communicate, without fear of contradiction.

In 1815, a distinguished Native, not now in India, entertained a few friends at his house; in the course of conversation, a discussion arose as to the best means of improving the moral condition of the natives. It will readily occur to most of our readers, that the distinguished individual alluded to was Rammohun Roy, who, by his superior attainments in knowledge, and familiar intercourse with Europeans, became deeply imbued with a spirit of repugnance to the superstitious notions, and idolatrous practices of his countrymen. He was not only convinced of their errors, but animated with a fervent desire to correct them. For

this end he proposed the establishment of a Brumha Sobha, for the purpose of teaching the doctrines of religion according to the Vedanta system,—a system, strongly deprecating every thing of an idolatrous nature, and professing to inculcate the worship of one supreme, undivided, and eternal God.

Mr. Hare, who was one of the party, not coinciding in the views of Rammohun Roy, suggested as an amendment, *the establishment of a College.* He wisely judged that, the education of native youths in European literature and science would be a far better means of enlightening their understandings, and of preparing their minds for the reception of truth, than such an institution as the Brumha Sobha.

This proposition seemed to give general satisfaction, and Mr. H. himself soon after prepared a paper, containing proposals for the establishment of the College. Baboo Buddinath Mookerjya, the father of the present native Secretary, was deputed to collect subscriptions. The circular was after a time put into the hands of Sir E. H. East, who was very much pleased with the proposal, and after making a few corrections, offered his most cordial aid in the promotion of its objects. He soon after called a meeting at his house, and it was then resolved, "That an establishment be formed for the education of native youth."

Thus it appears, that Sir Hyde East, though he had not the merit of *originating* the College, is nevertheless entitled to great credit, for the very prompt and effective aid which he afforded. By his example, his high station, and extensive influence, especially among the Natives, many doubtless were induced to lend their assistance, who would otherwise have regarded the proposal with indifference.

Besides holding frequent meetings at his house, he, as well as Mr. Hare, contributed largely to the fund, and exerted himself in various ways towards the success of so useful an undertaking. (July, 1832.)

আশা করি ইহার পর ডেবিড হেয়ার যে হিন্দুকলেজের আদিকল্পক এই সত্য গ্রহণ করিতে কেহই কুণ্ঠিত হইবেন না। হয়ত হিন্দুকলেজ-প্রতিষ্ঠা-ব্যাপারে রামমোহনের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল—হয়ত তিনি হেয়ারকে তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে হিন্দুকলেজের আদিকল্পক বলিলে হেয়ারের প্রতি অবিচার করা হয়।

মেজর বসুর মত ঐতিহাসিকের গ্রন্থে কোন মারাত্মক ভুল থাকা বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়াই এই দীর্ঘ মন্তব্য করিতে হইল। তাঁহার এই মত আরও অনেককে ভ্রান্ত করিয়াছে। বর্ত্তমান লেখকও তাহাদের মধ্যে এক জন—এ কথা স্বীকার করিতে তাঁহার সঙ্কোচ নাই (*J.B.O.R.S.*, June 1930.)

( ৩০ এপ্রিল ১৮৩১। ১৮ বৈশাখ ১২৩৮ )

…কোম্পানিবাহাদুরের এবং তৎসম্পর্কীয় মহাশয়দিগের আনুকূল্যে বালক সকল নানা বিদ্যার অভ্যাস ও আলোচনাদ্বারা মনুষ্যত্ব ভাবাপন্ন হইবেক ইহা নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল নানা বিদ্যাদ্বারা রাজকীয় ও বাণিজ্য ইত্যাদি কর্ম্ম করিয়া ধন উপার্জ্জন করণপূর্ব্বক ধর্ম্ম কর্ম্ম করত সুখে কালযাপন করিতে পারিবেক ভরসা ছিল ভাগ্যহেতু ধন উপার্জ্জন করা দূরে গিয়া অধর্ম্মে প্রবৃত্ত

এবং নাস্তিক হইয়া উঠিল তাহারা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করা দূরে থাকুক এবং জীবৎ পিতা মাতাকে আহারাদি দেওয়া থাকুক মান্যও করে না কোম্পানি বাহাদুর তাহাতে মনোযোগ করেন না বরঞ্চ বুঝা যায় তাহাতে বাতাস আছে অতএব হিন্দুদিগের ভাগ্য অতি মন্দ বুঝিতেছি কি জানি ইহার পর আর বা কি হয় কেননা এক্ষণে শুনিতেছি কোম্পানি বাহাদুরের ইজারার মেয়াদ অত্যল্প কাল আছে ইহার পর ইহাঁরা আর পাইবেন না আমরা এখনি প্রায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ধরম্ রাখ্২ ডাক ছাড়িতেছি পরে কি হয় তাহা কে জানে এক্ষণে মা গঙ্গা কৃপা না করিলে আর নিস্তার নাই—

আমরা শুনিলাম হিন্দুকালেজের বিষয়ে সংপ্রতি প্রভাকর পত্রে যাহা প্রকাশ হইয়াছিল তজ্জন্য কালেজের সেক্রেটরি শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ন মুখোপাধ্যায় তত্প্রকাশককে যে চিটী লিখিয়াছেন তদ্দ্বারা এই বোধ হয় যে কালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ক্রোধিত হইয়া থাকিবেন যেহেতু সেক্রেটরী তাঁহারদিগের অনুমতি ব্যতিরেকে এমত পত্র লিখিতে পারেন না এ নিমিত্ত আমরা ঐ অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে কহিতেছি তাঁহারা সম্বাদপত্র প্রকাশকদিগের প্রতি কি কারণ রুষ্ট হন যদি এমত কহেন যে কালেজের অখ্যাতিদ্বারা ক্ষতির ইচ্ছা করেন উত্তর সেই লেখকের অভিপ্রায় বিবেচনা করিতে হইবেক তাহাতে এমত বুঝা যায় না যে কালেজের কিছু হানি হয় অভিপ্রায়ে এই বুঝায় যে দোষ স্পর্শিয়াছে তাহা মোচন হউক বরঞ্চ ইহাতে কালেজের উত্তর২ উন্নতি হইতে পারিবেক এমত অর্থও হইতে পারে যদি বলেন মিথ্যা দোষ প্রকাশ করিয়াছেন উত্তর। সেই সকল উক্ত বিষয় সপ্রমাণ করণার্থ কেন পত্র লিখিলেন না তাহাতে যদি প্রভাকর প্রকাশক অপারক হইতেন পরে ক্রোধ প্রকাশ করিলে ভাল হইত অপর অন্য প্রমাণ তাঁহারা কি অন্বেষণ করিবেন আমরা শুনিয়াছি ৪৫০। কিম্বা ৪৬০ জন বালক ঐ কালেজে পাঠার্থে আসিত এক্ষণে প্রায় দুইশত বালক কালেজ ত্যাগ করিয়াছে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলেই সকলি জানিতে পারিবেন পরিত্যাগি দুইশত বালকের মধ্যে প্রধান লোকের সন্তান অনেক আমরা সে সকল নামের বিশেষ তত্ত্ব করি নাই কিন্তু জনরব হইয়াছে যে শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু নবীনকৃষ্ণ সিংহ এবং শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবপ্রভৃতি অনেক প্রধান লোক বালকদিগকে কালেজে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন ইহা অধ্যক্ষ মহাশয়েরা বিশেষ জ্ঞাত আছেন অতএব তাঁহারা অকারণ গরিব সংবাদপত্র প্রকাশকের উপর ক্রোধ করেন যদি ক্রোধ করা উচিত হয় তবে উক্ত প্রধান লোকেরদিগের প্রতি করিলে ভাল হয় কি না সংবাদপ্রকাশকেরা সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী যাহাতে দেশের ভাল হয় তাহাই লেখেন মিথ্যা কলঙ্ক করিলে তাঁহারদিগের লজ্জা নাই—[ সমাচার চন্দ্রিকা, ২৬ এপ্রিল ১৮৩১ ]

( ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩২। ২৫ ভাদ্র ১২৩৯ )

হিন্দুকালেজ।—গত বৃহস্পতিবারের চন্দ্রিকায় হিন্দুকালেজের বিষয়ে কস্যচিৎ নগরবাসিন ইতিস্বাক্ষরিত এক পত্র প্রকাশ হইয়াছে পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবেক ঐ লেখক মহাশয় যাহা

লিখিয়াছেন অর্থাৎ হিন্দুকালেজের চাকর ও শিক্ষক ন্যূন করিলে কালেজ শ্রীভ্রষ্ট হইবেক। এ কথা সত্য বটে গবর্ণমেণ্টের উচিত সর্ব্বসাধারণের বিদ্যা উপার্জ্জনের প্রতি মনোযোগ করেন এ বিধায় করিতেছেন কিন্তু হিন্দুকালেজের প্রতি সংপ্রতি যে বিশেষ কৃপা প্রকাশ পাইতেছে না তাহার কারণ আমরা অনুমান করিয়াছি গবর্ণমেণ্ট শুনিয়াছেন হিন্দুকালেজের কএক জন ছাত্র নাস্তিক হইয়াছে কেহ২ খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছে কেহ২ কখন হিন্দু কখন মুসলমান কখন বা খ্রীষ্টীয়ান মতাবলম্বন করে ইহাতেই হিন্দু ভদ্র লোকমাত্র অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন হিন্দুকালেজের দ্বারা যে দেশের উপকার হইবেক তাহা প্রায় কেহ স্বীকার করেন না বরঞ্চ ধর্ম্মহানির সম্ভাবনা বুঝিয়া অনুপকারক জ্ঞান করিতেছেন এইহেতুক গবর্ণমেণ্ট হিন্দুকালেজের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিবেন না যদি ছাত্র-সকল শিষ্ট শান্তরূপে ভদ্রসন্তানের মত ব্যবহার করেন অর্থাৎ সনাতন ধর্ম্ম যাহা পূর্ব্বপুরুষের ব্যবহৃত তাহাই আচরণ করেন এবং তাহাতে কোন সন্দেহ উপস্থিত বা আপত্তি না করেন তবে ভদ্রলোক সকলেই গবর্ণমেণ্টনিকটে প্রার্থনা করিতে পারেন এবং গবর্ণমেণ্টও তাহাতে আপত্তি করিতে পারেন যদিও গবর্ণমেণ্ট নিজহইতে টাকা আর না দেন অর্থাৎ যে তিন হাজার টাকার অকুলান হইয়াছে ইহা দিতে অস্বীকৃত হন তথাচ এতদ্দেশীয় প্রধান লোকের দ্বারা ঐ টাকা চাঁদা করিয়াও আদায় করাইতে পারেন কিন্তু এক্ষণে তাহা হইতে পারিবেক না কেননা কতকগুলিন পাষণ্ড ছাত্রদ্বারা যে কলঙ্ক কালেজের হইয়াছে ইহা মোচন না হইলে কেহই কালেজের নামও কর্ণে শুনিবেন না। যদি বল যদি এমত অখ্যাতি হইয়াছে তবে কি কারণ ভদ্র লোকের সন্তানেরা অদ্যাপি কালেজে পাঠার্থ গমন করিতেছে। উত্তর অনেকেই কালেজ ত্যাগ করিয়াছে যাহারা আছে তাহারদিগের পিতা মাতা অত্যন্ত দমনে রাখিয়াছেন কোনপ্রকারে কিছুই করিতে পারে না কেহ২ আপন সন্তান দিগকে ঘরে সংস্কৃতাভ্যাস করাইতেছেন ইত্যাদি প্রকারে স্ব২ সাবধান থাকেন যদি ইঙ্গরেজী পড়াইবার আর এক উত্তম স্থান থাকিত তবে হিন্দু কালেজে সন্তান পাঠাইতে প্রায় অনেকে সম্মত হইতেন না। পরন্তু যে সকল মহাশয়েরা কালেজ স্থাপনার্থ অর্থ সামর্থ্যাদিদ্বারা বিশেষ যত্ন করিয়াছেন তাঁহারদিগের চেষ্টা হিন্দুকালেজ যাহাতে বজায় থাকে তাহা করেন কেনন বাঙ্গালির ইঙ্গরেজী শিক্ষিবার এমত উত্তম স্থান আর নাই অতএব আপন২ সন্তান উঠাইয়া লইলেই কালেজ ছিন্নভিন্ন হয় এ নিমিত্ত রাখিয়াছেন ইতি। (বাঙ্গলা সমাচার পত্রের মর্ম্ম।)

(১২ অক্টোবর ১৮৩৩। ২৭ আশ্বিন ১২৪০)

হিন্দুকালেজ।—...কালেজের ছাত্রেরদের বিদ্যাভ্যাসবিষয়ক পারিপাট্য করাতে পরম তুষ্টি হয় যেহেতুক আমার বুঝানুসারে মাথিমাটিক্স অর্থাৎ ক্ষেত্রপরিমাপক বিদ্যা ও ইতিহাস এবং অন্যান্য বিদ্যাতে অন্যান্য ছাত্র অপেক্ষা তাহারদের অধিক নৈপুণ্য এবং ঐ ছাত্রেরদের অধিক জ্ঞান প্রাপণের সম্ভাবনা বটে যেহেতুক লা ও পোলিটিকাল ইকোনোমিনামক বিদ্যাশিক্ষকের পদে সুপ্রিম কোর্টের এক কৌন্সেলী সাহেব শ্রীযুত সর জন পিটর গ্রাণ্ট গবর্ণমেণ্টকর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন এবং ছাত্রেরদের শিক্ষার্থ উক্ত সাহেবের উদ্যোগদ্বারা বোধ হয় যে তাঁহারা অল্পকালের মধ্যে লা অথবা

ন্যায় ও ধর্ম্মবিষয়ক বিদ্যায় পারগ হইবেন। অপর ক্ষেত্রমাপবিষয়ক কর্ম্মোপযোগি জ্ঞান ছাত্রেরদিগকে দেওনার্থ শ্রীযুত রো সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন। অতএব কালেজের ছাত্রগণ যদি সুস্থিররূপে বিদ্যাভ্যাস করে তবে সর্ব্বপ্রকারেই সম্ভবে যে সকলের নিকট বিশেষতঃ ইউরোপীয়েরদের নিকটে তাঁহারা মান প্রাপ্ত হইবেন।...কস্যচিৎ হিন্দোঃ। কলিকাতা ১৮৩৩। ৯ অক্তোবর।

( ১৯ মার্চ ১৮৩৪। ৭ চৈত্র ১২৪০ )

সংপ্রতি টৌনহালে হিন্দুকালেজের ছাত্রদিগের যে পরীক্ষা হইয়াছিল...এইক্ষণেও তদ্বিষয়ক প্রসঙ্গ লিখন অনুপযুক্ত হয় না।

অপর এতদ্দেশীয় তিন বা চারিশত যুবজন ইঙ্গরেজী ভাষা ও ইউরোপীয় বিদ্যাতে যেপর্য্যন্ত নৈপুণ্য হইয়াছেন তাহা ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের কর্ত্তারদের সম্মুখে এবং কলিকাতাস্থ তাবদ্ধনি মহাশয়েরদের সমক্ষে দর্শিতার্থ যে একত্র হন এ অতিসুচারুদর্শনীয় বটে। তদ্দর্শনেতে মনের অত্যন্তোল্লাস হয় এবং সুতরাং এতদ্রূপ বিবেচনা হয় যে এই বিদ্যাধ্যায়ি প্রতিযোগি ছাত্রেরা উত্তরকালে সরকারীকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আপনারদের প্রাপ্ত বিদ্যার দ্বারা স্বদেশীয় লোকেরদের নানা মহোপকার চেষ্টা করিতে পারিবেন। এবং যে ছাত্রেরা এতদ্রূপে ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের চক্ষুঃসন্নিকর্ষে ও তাঁহারদের বিশেষ প্রতিপোষকতার দ্বারা প্রাপ্তবিদ্য হইয়াছেন ইহাতে সুতরাং বিবেচনা হয় যে সংপ্রতি এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি যে সকল আদালত রেবিনিউসম্পর্কীয় কর্ম্ম মুক্ত হইয়াছে তাহার প্রকৃতাধিকারী তাঁহারাই। কিন্তু ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এইক্ষণে যে নিয়মানুসারে কার্য্য চালাইতেছেন তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলে ঐ হিতাভিলাষ একেবারে শূন্য হয়। যেহেতুক ইংগ্লণ্ডীয় ভাষাতে অতিনৈপুণ্য এবং ব্যবস্থা ও অন্যান্য নানা বিদ্যাতে অত্যন্ত পারগ হওয়াও সরকারীকার্য্যে নিযুক্তহওনের যোগ্যতার কারণ নহে। এবং এই যুবগণ যদ্যপি ইউরোপীয় বিদ্যাভ্যাসজাত মানসিক ভাব ও ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষা একপ্রকারে পরিত্যাগ করিয়া তিন চারি বৎসরপর্য্যন্ত পারস্য ভাষাভ্যাসে মনোযোগ না করেন তবে ইঙ্গলণ্ডীয় সাম্রাজ্যের অতিনীচ কর্ম্মও পাইতে পারিবেন না। ইউরোপীয় অতি গাঢ় বিদ্যাভ্যাসবিষয়ে যে ছাত্রগণ এইক্ষণে রত আছেন তাঁহারদের অপেক্ষা যে অতিমূর্খ ব্যক্তি গোলেস্তাঁর দুই এক বয়াৎ আবৃত্তি করিতে পারেন বরং তাঁহাকেই এই মহারাজ্যের রাজশাসনকার্য্য চালায়নের উপযুক্ত বোধ করা যাইবে এবং যে যুবজন সরকারী উচ্চতম কার্য্য নির্ব্বাহক্ষমহওনের প্রত্যাশায় কালেজের অত্যুৎসাহজনক বিদ্যাতে মনোভিনিবেশ করিতেছেন তাঁহার এক জন বিজ্ঞ মোল্লার সহিত সাক্ষাৎ হইলে ঐ মোল্লা সাহেব স্বীয় গুণাকর দাড়ি ঘুরাইয়া কহেন যে তুমি লাকো [ Locke ] ও বেকেনের গ্রন্থে মিথ্যা কালক্ষেপণ করিতেছ তাহাঅপেক্ষা বরং আক্লেপ বে পড়িলে ভাল হয় এবং এমনও হইতে পারে যে ঐ নিঃস্ব ছাত্র পাঠাভ্যাসের প্রকৃত সময় উক্ত বিদ্যাভ্যাসে ক্ষেপণ করিলে পরে দেখিবেন যে মোল্লা সাহেবের কথাই প্রমাণ হইল এবং তাঁহার নিতান্তই উপজীবিকার উপায়হীন হইতে হইল।

ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট যে উত্তম২ বিদ্যাধ্যয়নার্থ বালকেরদিগকে এমত মহাপ্রবোধ দেন এবং

পরে তাঁহারদিগকে অনাহারী করিয়া পরিত্যাগ করেন এবং যে আশা কথনই সফলা করিবেন না সেই আশা ভরসা দিয়া তুলিয়া আছাড় মারাতে কি তাঁহারদের গৌরবের হানি নাই। এমত কর্ম্মকরণাপেক্ষা বরং যেপর্য্যন্ত পারস্য ভাষার প্রাদুর্ভাব থাকা কি যাওয়ার বিষয় গবর্ণমেণ্ট কিছু স্থির না করেন সেপর্য্যন্ত কালেজের দ্বার একেবারে রুদ্ধ করিলেই সোজাসুজি হয় বরং ছাত্রেরদিগকে ইহা কহা উচিত যে আমরা যে সকল বিদ্যা অতিশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি সেই বিদ্যার প্রচুর পারিতোষিক ফল প্রদান করা যেপর্য্যন্ত স্থির না হইবে সেইপর্য্যন্ত তদ্বিদ্যাভ্যাসার্থ তোমারদিগকে প্ররোচনা করা যথার্থ বোধ হয় না। কেহ এমত না বুঝেন যে কেবল লাভের নিমিত্তই বিদ্যাভ্যাস করিতে হয় এমত আমারদের অভিপ্রায় তথাপি আমরা সুজ্ঞাত আছি যে অধিকাংশ ছাত্রেরা ধনহীন এবং পরিজনের ভরণ পোষণাদির নির্ভর কেবল তাঁহারদের উপরেই আছে অতএব ঐ বালকেরদের বিদ্যার দ্বারা জীবনোপায়ের ভরসাতেই পিত্রাদি বান্ধবেরা কালেজে বিদ্যাভ্যাসার্থ অর্পণ করিতেছেন। যদি জিজ্ঞাসা কর তবে কর্ত্তব্যই কি। কি পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে ইঙ্গরেজী সংস্থাপনের দ্বারা বর্ত্তমান তাবৎ রীতি উথাপন করা এবং সরকারী তাবৎ কার্য্য একেবারে গোলমালের মধ্যে নিক্ষেপ করাই কি উচিত এমত কদাচ আমারদের অভিপ্রায় নহে আমরা এইমাত্র প্রার্থনা করি যে ভারতবর্ষীয় কর্ত্তারা সর্ব্বত্র এমত ঘোষণা করেন যে এতদ্দেশীয় প্রচুর ব্যক্তি যখন ইঙ্গরেজী ভাষায় সরকারী কার্য্য নির্ব্বাহ ক্ষম হইবেন তখন পারস্য ভাষা রহিত করিতে আমরা স্থির করিয়াছি এতদ্রূপ বিজ্ঞাপন করাতে গবর্ণমেণ্ট এমত কোন প্রতিজ্ঞাতে বদ্ধ থাকিবেন না যে উত্তরকালে ঐ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতে কোন অনিষ্ট ঘটে যেহেতুক পারস্যের পরিবর্ত্তে ইঙ্গরেজী সংস্থাপনকরণের যে সময় উপযুক্ত তাহা গবর্ণমেণ্টের বিবেচনার অধীনই থাকিবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এই অভিপ্রায় আশু ব্যক্ত হইলে এই উপকার দর্শিবে যে এতদ্দেশীয় লোকেরা অতি সাহসপূর্ব্বকই স্ব২ বালকেরদিগকে ইঙ্গরেজী পাঠশালায় প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং আরো কহিতে পারি যে গবর্ণমেণ্টের যদ্যপি সরকারী দপ্তরে ইঙ্গরেজী ভাষার দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে মানস না থাকে তবে যথাসাধ্য এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষার্থ যে প্রবোধ দিতেছেন সে অনুচিত। ফলতঃ গবর্ণমেণ্ট যদি উক্তমত প্রতিজ্ঞা করেন এবং উত্তরকালে যে নানা জিলা কলিকাতারাজধানীর অধীনে থাকিবে যদি কেবল সেই২ জিলার মধ্যে এমত ঘোষণা করেন তবে দেশের মধ্যে শত২ ইঙ্গরেজী বিদ্যামন্দির তৎক্ষণাৎ দেদীপ্যমান হইবে।

আমারদের কেবল আর এক প্রস্তাবোপযুক্ত স্থান আছে সে এই যেপর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট এমত বিজ্ঞাপন না করিবেন সেপর্য্যন্ত ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপনার্থ যত উদ্যোগ করুন না কেন সকলই বিফল হইবে। পার্লিমেণ্ট যে টাকা বিদ্যাধ্যয়নার্থ নিযুক্ত করিয়াছেন তদধিক পাঁচ গুণ ব্যয় করিলেও মিথ্যা হইবে। কলিকাতার বাহিরে যে২ স্থানে ইঙ্গরেজী শিক্ষণার্থ গবর্ণমেণ্ট উদ্যোগ করিয়াছেন সে সকল স্থলেই একপ্রকারে বৈফল্য দেখা যাইতেছে। আগ্রাতে ইঙ্গরেজী ভাষাশিক্ষার্থ যত ছাত্র নিযুক্ত তদপেক্ষা দ্বিগুণ ছাত্রেরা পারস্যাভ্যাস করিতেছে।

আলাহাবাদের বিদ্যালয় দিন২ অতিক্ষীণ হইতেছে যেহেতুক সেইস্থানে এমত কথিত হইতেছে যে ইঙ্গরেজী বিদ্যাতে কিছু মাত্র লাভ নাই সম্ভ্রম ও উপায়ের বিদ্যাই পারস্য। বরিশাল ও ঢাকা ও রঙ্গপুরপ্রভৃতি যে২ স্থানে চাঁদার দ্বারা ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন হইয়াছে সর্ব্বত্রই উক্তরূপ অনর্থক হইতেছে।

## মেডিক্যাল কলেজ

( ১৯ মার্চ ১৮৩৬ । ৮ চৈত্র ১২৪২ )

নূতন চিকিৎসা শিক্ষালয়।—এতদ্দেশীয় লোকেরদের নিমিত্ত গত বৃহস্পতিবারে নূতন চিকিৎসা শিক্ষালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। তাহাতে শ্রীযুত ব্রামলি সাহেব যথোচিত বক্তৃতা করিলেন। ঐ শিক্ষালয়ে শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর ও শ্রীলশ্রীযুত সর চার্লস মেটকাফ সাহেব ও বহুতর বিশিষ্ট বরিষ্ঠ ব্যক্তি এবং চিকিৎসালয়ের সহকারি এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

( ৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ২৮ মাঘ ১২৪৫ )

চিকিৎসা শিক্ষালয়।—চিকিৎসা শিক্ষালয়ের সুশিক্ষিত ছাত্রেরদিগকে শ্রীযুত সর এড্বার্ড রয়ন সাহেব গত শনিবারে উপাধি প্রধান করিলেন এবং তথায় শ্রীযুত লার্ড বিসপ সাহেব ও কলিকাতাস্থ ইউরোপীয় অন্যান্য সম্ভ্রান্ত এবং এতদ্দেশীয় মান্য মহাশয়েরা উপস্থিত ছিলেন। কৃতবিদ্য ছাত্রেরদের নাম এই বিশেষতঃ শ্রীযুত উমাচরণ সেট শ্রীযুত দ্বারকানাথ গুপ্ত শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ দে শ্রীযুত নবীনচন্দ্র মৈত্র এবং শ্রীযুত শ্যামাচরণ দত্ত। ইহাঁরা তিন বৎসর-পর্য্যন্ত চিকিৎসা অভ্যাস করিয়া বিলক্ষণ সাবধানে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া কর্ম্মোপযুক্ত রূপে বিখ্যাত হইলেন অতএব শ্রীযুত সর এড্বার্ড রয়ন সাহেব শিক্ষালয়ের তাবৎ ছাত্রেরদের সমক্ষে তাঁহারদিগকে উপাধি প্রদান করিলেন। কলিকাতার মধ্যে যে সকল ব্যাপার হইয়াছে তন্মধ্যে প্রায় সর্ব্বাপেক্ষা এই ব্যাপার অতি সন্তোষজনক হইয়াছিল। অতএব ঐ শিক্ষালয়ের দ্বারা শ্রীযুক্ত লার্ড উলিয়ম বেন্টিঙ্ক সাহেব এতদ্দেশীয় লোকেরদের যে মহোপকার করিয়াছেন তন্নিমিত্ত তাঁহার নিকটে এতদ্দেশীয় তাবল্লোকের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে হয়।

( ১৬ মার্চ ১৮৩৯। ৪ চৈত্র ১২৪৫ )

আমরা শুনিলাম লার্ড অকলণ্ড সাহেব মিডিকেল কালেজের প্রধান ছাত্রেরা অতি পরিশ্রম দ্বারা যে সুখ্যাতি পত্র পাইয়াছেন তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহা প্রকাশ করিবার কারণ যে ৪ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়া কালেজ বহির্গত হইয়াছেন তাহার মধ্যে শ্রীযুত বাবু উমাচরণ সেটকে এক

স্বর্ণ নির্ম্মিত ঘড়ী পারিতোষিক দিয়াছেন এই বিষয় মেডিকেল কালেজের ছাত্রেরদের প্রতি ও ঐ কালেজের সকলের প্রতি বড় সুখদায়ক আর ইহাতে প্রকাশ হইয়াছে যে লার্ড সাহেব ঐ কালেজের বড় হিতকারী আর ছাত্রেরা এমন জ্ঞান করিতেছেন পরে আমরা উচ্চ পদস্থ হইব। [ জ্ঞানান্বেষণ ]

( ২২ জুন ১৮৩৯। ৯ আষাঢ় ১২৪৬ )

কলিকাতাস্থ চিকিৎসালয়।—কলিকাতা কুরিয়র পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে গবর্ণমেণ্টের নিকটে এমত প্রস্তাব করা গিয়াছে যে কলিকাতাস্থ চিকিৎসালয়ের ছাত্রেরদিগকে যে বেতন এইক্ষণে দেওয়া যাইতেছে তাহা ক্রমে২ শূন্য হইয়া পরিশেষে লোপ করা যায় তাহার কারণ এই যে ঐ চিকিৎসালয় এইক্ষণে এমত বদ্ধমূল হইয়াছে যে সরকারী বেতন দান রহিত হইলেও ছাত্রেরদের উপস্থিত হওনের ন্যূনতা হইবে না এমত বোধ হইয়াছে। কিন্তু আমারদের বোধ হয় যে এমত সময়ে ঐ বর্ত্তন লোপ করণ অতি অপরামর্শ হয়। ঐ কালেজে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিশেষ অনুরাগ জন্মিয়াছে বটে এবং উত্তমরূপে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষাজন্য যে মহোপকার তাহাও তাঁহারা অনুভব করিতেছেন তথাপি আমারদের ইচ্ছা যে ঐ বিদ্যালয় দেশের মধ্যে আরো কিঞ্চিৎ মূলবদ্ধ না হইলে তদীয় নিয়মের উপর হস্ত ক্ষেপণ করা উচিত হয় না অতএব এই বিষয়ে চূড়ান্ত আজ্ঞা দেওনের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট পুনর্ব্বার বিবেচনা করিবেন এমত আমারদের ভরসা হয়।

( ২ নভেম্বর ১৮৩৯। ১৭ কার্ত্তিক ১২৪৬ )

চিকিৎসা শিক্ষালয়।—আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে এতদ্দেশীয় ভাষায় ইঙ্গরেজী-মতে এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে চিকিৎসা শিক্ষার্থ আগামি মাসের প্রথমে কলিকাতাস্থ চিকিৎসা শিক্ষালয়ের সমীপে উপরি এক চিকিৎসা শিক্ষালয় স্থাপিত হইবে। ঐ শিক্ষালয়ের শিক্ষকতা পদে চিকিৎসা শিক্ষালয়ের প্রধান ছাত্র শ্রীযুত শিবচন্দ্র কর্ম্মকার নিযুক্ত হইবেন। এই ব্যক্তি শ্রীযুত ডাক্তর ওসাগ্ নেসি সাহেবের অবর্ত্তমানে কিমিয়া বিদ্যাতে ছাত্রেরদিগকে ইঙ্গরেজী ভাষায় শিক্ষা দিয়াছিলেন।

## কলিকাতার স্কুল

( ১১ জুলাই ১৮৩৫। ২৮ আষাঢ় ১২৪২ )

বিজ্ঞাপন।—সকল লোককে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সি লোপেস সাহেব অদ্যাবধি আমার শোভাবাজারের নম্বর ১৬৮ রুডিমেণ্টল একাডমিনামক বিদ্যালয়ের অংশিদার হইলেন।

কস্যচিৎ শ্রীকালাচাঁদ দত্তস্য

শ্রীকালাচাঁদ দত্ত এই সাবকাশে এতদ্দেশীয় মহাশয়সমূহের বিশেষতঃ যাঁহারা তাঁহাকে এ বিষয়ে পূর্ব্বে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহারদিগকে তাঁহার যথোচিত প্রণাম ও নমস্কারপুরঃসর নিবেদন এই যে তাঁহার আপন শারীরিক নিরন্তর শ্রমের দ্বারা ও কথিত সাহেবের পারগ আশ্রয় দ্বারা তিনি অবিলম্বে জনসমূহের সাহায্য পাত্র হইবেন। এবং তাঁহার শ্রম ও সাহেবের আশ্রয়ে যদ্যপি বালকেরদের কিঞ্চিৎ মনোযোগ থাকে তবে অতিত্বরায় ব্যুৎপত্তিহওনের সম্ভাবনা সুতরাং তাহারদিগের পিতা কিম্বা অভিভাবকেরদিগের আনন্দজনক হইবেক।

এই বিদ্যালয়ে কোন্২ বিদ্যা শিক্ষা করা যাইবেক এবং তাহার ব্যয়ই বা কি হইবেক তাহা পশ্চাৎ লিখিতেছি।

সাধারণ ইতিহাস, ব্যাকরণ, সামান্য অঙ্ক ও লীলাবতীকর্ত্তৃক অঙ্কবিদ্যার কবিতা ভূগোল ও খগোল ইত্যাদি।

ছাত্রদিগের ভাষান্তরকরণ, বক্তৃতা ও অঙ্কবিদ্যা বিশেষরূপে শিক্ষা করান যাইবেক।

যে২ বালক কিছু পাঠ করিয়াছে তাহারদিগের স্থানে যুগল তঙ্কার হিসাবে মাসে বেতন দিতে হইবে এবং যাহারা আরম্ভ করিবে এক তঙ্কামাত্র। ইহাভিন্ন যদি কেহ অন্য কোন ভাষা কিম্বা খাতা পত্র শিক্ষিতে বাঞ্ছা করে তবে এক তঙ্কার হিসাবে দুই তঙ্কা অতিরিক্ত বেতন দিতে হইবেক।

১ জুলাই ১৮৩৫ সাল। কস্যচিৎ শ্রীকালাচাঁদ দত্তস্য।

( ৩১ অক্টোবর ১৮৩৫। ১৫ কার্ত্তিক ১২৪২ )

আমরা অবগত হইয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম যে স্কটলণ্ডদেশীয় মণ্ডলীর জেনরল আসেমলি এই স্থির করিয়াছেন যে কলিকাতাস্থ স্কুল ও মিসনের নিমিত্ত উপযুক্ত এক বাটী প্রস্তুতকরণার্থ ৫০০০০ হাজার টাকা ব্যয় করা যায়। বোধ করি যে ভারতবর্ষস্থ নানা পাঠশালাপেক্ষা ঐ বিদ্যালয় বহুতর লোককর্ত্তৃক সহকারিতা প্রাপণের উপযুক্ত। অতএব ভরসা করি যে জেনরল আসেম্লি উক্ত মহাব্যাপার সম্পাদনার্থ যে টাকা খরচ করেন তাহা বৃদ্ধিকরণার্থ এতদ্দেশস্থ মহাশয়েরাও বদান্যতাপূর্ব্বক অনেক অর্থ প্রদান করিবেন। আমারদের সহযোগি কলিকাতাস্থ প্রিয় সাহেবেরা উক্ত বিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণতাপ্রযুক্ত অশেষ ক্লেশ পাইতেছেন।

( ৭ নভেম্বর ১৮৩৫। ২২ কার্ত্তিক ১২৪২ )

মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর।—ইঙ্গলিসমেন সম্বাদপত্রে লেখে যে শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর হিন্দু ফ্রি স্কুল সুপ্রতিপালনার্থ অপূর্ব্ব দানশৌণ্ডতা প্রকাশকরত সম্পূর্ণ পঞ্চ মুদ্রা চাঁদায় স্বাক্ষর করিয়া স্বদেশীয় লোকেরদের বিদ্যাভ্যাসের উন্নতিবিষয়ে স্বীয় অসীম বাঞ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

( ৮ এপ্রিল ১৮৩৭। ২৭ চৈত্র ১২৪৩ )

আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক পাঠকবর্গকে বলিতেছি হিন্দু ফ্রিস্কুলের ছাত্রেরদের পরীক্ষা যাহা টাকার অভাবে গত দুই বৎসর হয় নাই ঐ পরীক্ষা অদ্য দশ ঘণ্টাসময়ে হিন্দু-কালেজের হালেতে হইবে অতএব আমরা প্রার্থনা করি এতদ্দেশীয় বালকদিগের বিদ্যা-শিক্ষাবিষয়ে যাঁহারদিগের অনুরাগ আছে তাঁহারা ঐ কালীন উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা দর্শন করেন তাঁহারদিগের আগমনেতে দৃষ্টি সৌষ্ঠব আছে এবং শিক্ষক ছাত্রসকলেই বিদ্যা দান গ্রহণ বিষয়ে উৎসুক হইবেন বিশেষতঃ হিন্দু ফ্রিস্কুলেতে কি উপকার হইতেছে তাহা সাধারণের গোচর হইলে ঐ বিদ্যালয়ের ব্যয়বিষয়ে অধিক সাহায্য হইতে পারিবে।

পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকে জানেন প্রথমত হিন্দুকালেজের ছাত্রেরা এই বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং বেতনদানে অক্ষম লোকেরদের ন্যূনাধিক দুই শত বালক ঐ স্থানে বিদ্যাভ্যাস করিতেছে এই বিদ্যালয়ের খরচ এপর্য্যন্ত প্রজার দানেতেই চলিয়াছে কিন্তু শ্রীযুত বাবু ভুবনমোহন মিত্র যিনি অবিশ্রান্ত পরিশ্রমেতে নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন তাঁহার হস্তে এইক্ষণে টাকা অধিক নাই অতএব আমরা ভরসা করি এতদ্দেশীয় লোকেরদের শিক্ষার্থ এডুকেসন কমিটির হস্তে যে টাকা ন্যস্ত আছে প্রতিমাসে তাহার কিঞ্চিদংশ দিয়া এই বিদ্যালয় রক্ষা করিবেন এতদ্বিষয়ে এডুকেসন কমিটির নিকট প্রার্থনা করণেতে আমার-দিগের লজ্জা বোধ হয় কিন্তু হিন্দু ফ্রিস্কুলের সাহায্যকরণ যাঁহারদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য তাঁহারদিগের মনোযোগাভাবে অগত্যা প্রার্থনা করিতে হইয়াছে।—জ্ঞানান্বেষণ।

( ৩১ মার্চ ১৮৩৮। ১৯ চৈত্র ১২৪৪ )

হিন্দু ফ্রি স্কুল।—গত শনিবারে টৌনহালে হিন্দু ফ্রি স্কুলস্থ ছাত্রেরদের পরীক্ষা হইল। তাহার পরীক্ষক শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব ছিলেন। এই বিদ্যালয় ১৮৩৪ সালে শ্রীযুত গোবিন্দ চন্দ্র বসাক স্থাপন করেন। এইক্ষণে তৎকার্য্য শ্রীযুত চন্দ্রমোহন বসাকের দ্বারা সম্পাদন হইতেছে। এই বিদ্যালয়ে ন্যূনাধিক ১৩০ জন বালক ছয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত থাকিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হন। এই পরীক্ষা শিক্ষক ও শিক্ষিত উভয় পক্ষে অতিপ্রশংসনীয় হইয়াছে।

( ২৮ মে ১৮৩৬। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৩ )

অরিএণ্টল সিমিনেরির পরীক্ষা।—গত শুক্রবারে বধুবাজারে বেণেবোলেণ্ট ইনষ্টিটিউসনে ওরিএণ্টল সেমিনরি বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদের বার্ষিক পরীক্ষা হইয়াছিল কিন্তু খেদের বিষয় এই যে তৎকালীন আমরা ঐ স্থানে বহুক্ষণ থাকিতে পারিলাম না কুরিয়র সম্পাদক লেখেন ছাত্রবর্গ

পরীক্ষা দিয়া সকলকেই সন্তুষ্ট করিয়াছেন ভূগোল বৃত্তান্ত ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহারা যেরূপ উত্তর করিয়াছেন তাহাতে আপনারা যে শিক্ষিত পাঠ বুঝিয়া বিস্মৃত হন নাই তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন ঐ বালকেরা যে পঠিত বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়াছেন তাঁহারদিগের পাঠেতেই সে বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে ঐ সম্পাদক বলেন ইঙ্গরেজী গদ্য পদ্যের বিরাম স্থান ও দীর্ঘোচ্চারণ স্থানে যে প্রকার ধারা মত পাঠ করিয়াছেন তাহাতে অনেক ইঙ্গরেজ অপেক্ষাও ভাল জ্ঞান হইয়াছে আর উচ্চারণেতেও বিলাতীয় ছাত্রেরদের প্রায় তুল্য বটেন ঐ বিদ্যালয় প্রায় আট বৎসর হইল প্রথমত শ্রীযুত বাবু গৌরমোহন আঢ্য স্থাপিত করেন এইক্ষণে ঐ বাবু ও শ্রীযুত টরন্বুল সাহেব দুই জনের সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়া চলিতেছে ওরিএন্টল সেমিনরি বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা একাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া ন্যূনাধিক ২৫০ বালক শিক্ষা করেন তাঁহারদিগের মধ্যে অনেক ব্যক্তিই কলিকাতাস্থ ভাগ্যধর লোকের সন্তান ঐ বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিক্ষার আদিপুস্তক-অবধি ইতিহাস অঙ্ক বিদ্যা পদার্থবিদ্যা ক্ষেত্র পরিমাণ বিদ্যা আয় ব্যয় বিদ্যা ইঙ্গরেজী রচনা এইসকল শিক্ষা হয় এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে ঐ বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা টাকা দিয়া শিক্ষা করেন ইহাতেও তথায় শিক্ষা করণে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অনুরাগ আছে।—জ্ঞানান্বেষণ।

( ২৩ জুন ১৮৩৮। ১০ আষাঢ় ১২৪৫ )

হিন্দু চেরিটেবেল ইনষ্টিটিউসন।

টৌনহাল।

১৪ জুন। ১৮৩৮।

শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সভাপতি হইলেন।

এই স্কুলের সাম্বৎসরিক পরীক্ষা পূর্ব্বাহ্নে ১০ ঘণ্টার সময় আরম্ভ হয় তদুপলক্ষে অত্যল্প লোক দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

এই পাঠশালা অষ্ট সম্প্রদায় যুক্ত যথায় বিবিধ আলোচনীয় পুস্তক প্রত্যহ পাঠ হইতেছে এবঞ্চ ইহা প্রাতঃকালিক পাঠাগাররূপে স্থাপিত।... ...

কতিপয় ছাত্র সেকসপিয়র রচিত গ্রন্থধৃত নাট্যক্রীড়া সম্পাদনে শ্রীযুত রাজা বাহাদুর দর্শক মহোদয় এবং সমাগত মহাশয় চয় আহ্লাদিত হইলেন।... ...

শ্রীযুত ডি হেয়র সাহেব গাত্রোত্থান পুরঃসর পাঠশালার শিক্ষকদিগকে শিষ্টাচার আচার অন্তর বালক নিবহেরা তাঁহারদিগের বেতন অভাবে যে এতদ্রূপ শিক্ষা দানে প্রস্তুত হইয়াছে দেখিয়া আনন্দাতিশয় উপলব্ধে আর কাপ্তান পামর সাহেব যাহা স্কুলের স্রষ্টা শ্রীযুত বাবু গোপাললাল মিত্রজকে লিখিয়াছেন তন্মধ্যে শিক্ষা বিষয়ে অধিকতর বিশ্বাস করিয়া স্তুতিবাদ করিলেন ইহাতেও করধ্বনি হইল।

পারিতোষিক পুস্তক বিতরণ কার্য্য হেয়র সাহেব দ্বারা নিষ্পন্ন হইল। এবং বেলা প্রায় ১২ ঘণ্টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

## হুগলী কলেজ

( ২৩ জুলাই ১৮৩৬। ৯ শ্রাবণ ১২৪৩ )

হুগলির নূতন পাঠশালা।—কলিকাতার সম্বাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে হুগলির নূতন বিদ্যালয়ে ইঙ্গলণ্ডীয় ও এতদ্দেশীয় শিক্ষকেরা নিযুক্ত হইয়াছেন অতএব আগামি আগস্ত মাসের ১ তারিখে ঐ বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইবে। বিদ্যার্থি ছাত্রেরা ঐ পাঠশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুত ডাক্তর উয়াইস সাহেবের নিকটে জ্ঞাপন করিলেই ইষ্ট সিদ্ধ হইবে।

( ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ১ ফাল্গুন ১২৪৩ )

হুগলির কালেজ।—পাবলিক ইনষ্ট্রকসন কমিটি অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার্থ সমাজ-হইতে শ্রীযুত সর এড্‌বার্ড রয়ন শ্রীযুত সর বেঞ্জীমেন মালকিন শ্রীযুত সিক্সপিয়র শ্রীযুত ত্রিবিলয়ন এবং শ্রীযুত সদরলণ্ড সাহেব এই মহাশয়েরা শ্রীযুত হেম্বর সাহেব ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত ও শ্রীযুত কাপ্তান জনসন সাহেবপ্রভৃতিকে সমভিব্যাহারে লইয়া গত শনিবার হুগলির বিদ্যামন্দির দর্শনার্থ এবং তত্রস্থ ছাত্রেরদিগকে পারিতোষিক বণ্টনপূর্ব্বক প্রদানার্থ বাষ্পীয় জাহাজারোহণে তথায় গমন করিয়াছিলেন। পারিতোষিক বণ্টন সমাপনানন্তর তাঁহারা হুগলিতে গমন করত কিঞ্চিৎ কালপর্য্যন্ত ইমাম বাটী এবং তত্রস্থ কারাগারের নিকট দক্ষিণাংশে ঐ বাটীর যে ভূমি আছে তাহা দেখিলেন। ঐ ভূমিতে অত্যুত্তম এক বিদ্যালয় গ্রন্থনার্থ প্রস্তাবিত হইয়াছে এইক্ষণে তাহা নিশ্চিত হয় নাই। এক সময়ে এমত আন্দোলন হইয়াছিল যে শ্রীযুত জেনরল পেরেন সাহেবের যে বাটী এইক্ষণে মাসিক ১৪০ টাকাতে ভাড়া দেওয়া গিয়াছে সেই বাটী ক্রয় করা যায় কিন্তু ঐ বাটীর কর্ত্তা মনে করিলেন যে উক্ত কমিটি এমত আর অন্য কোন বাটী পাইতে পারিবেন না। অতএব পূর্ব্বে ঐ বাটী বিক্রয়ার্থ যে মূল্যে সম্মত ছিলেন এইক্ষণে তাহার দ্বিগুণ চাহিয়াছেন।

( ২ মার্চ ১৮৩৯। ২০ ফাল্গুন ১২৪৫ )

হুগলির কালেজ।—গত শনিবার সকালে সাধারণ বিদ্যাধ্যাপনীয় কমিটির কোন২ সাহেব লোকেরা হুগলি ও চুঁচুড়ার বিদ্যালয়স্থ ছাত্রেরদের পরীক্ষা লওনার্থ বাষ্পীয় জাহাজারোহণে তথায় গমন করিয়াছিলেন। উক্ত সাহেবলোকেরদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সর এড্বার্ড রায়ন সাহেব ও কৌন্সলের অন্তঃপাতি শ্রীযুত বর্ড সাহেব এবং ব্যবস্থাপক কমিশ্যনর শ্রীযুত কামরাণ সাহেব ও সদর বোর্ডের শ্রীযুত সি ডবলিউ স্মিথ সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর গ্রাণ্ট সাহেব ও শ্রীযুত জে সি সদর্লণ্ড সাহেব ও শ্রীযুত কাপ্তান বর্চ সাহেব ও শ্রীযুক্ত নওয়াব তহবর জঙ্গ বাহাদুর ও সেক্রেটরী শ্রীযুত ওয়াইজ সাহেব ইহাঁরদের সমভিব্যাহারে শ্রীযুক্ত হেলিডে সাহেব ও অন্য কতিপয় সাহেবেরা

গমন করিয়াছিলেন। এবং তৎসময়ে হুগলি ও ঐ অঞ্চলস্থ যে সাহেবেরা সমাগত হইয়াছিলেন তাঁহারা এই২। জজ শ্রীযুত বার্লো সাহেব ও কালেজের তত্ত্বাবধারক অথচ জিলার মাজিস্ট্রেট শ্রীযুত সামুয়েল্‌স্‌ সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর এজডেল সাহেব ও চন্দন নগরস্থ শ্রীযুক্ত সেন পরসেন সাহেব ও শ্রীযুত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অন্যান্য কএক জন এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা। ঐ শ্রীযুক্ত সাহেব লোকেরা এবং এতদ্দেশীয় দিদৃক্ষু মহাশয়েরা চুঁচুড়ার শ্রীযুত জেনরল পেরো সাহেবের বাটীতে উপস্থিত হইয়া এতদ্দেশীয় ও ইঙ্গরেজী ভাষায় নানা ছাত্রেরদের পরীক্ষা গ্রহণোত্তর পুস্তকালয়ে গমন করিলেন ঐ স্থানে পারিতোষিক পুস্তকসকল প্রস্তুত ছিল। পরে অধস্থ সম্প্রদায়ের কতিপয় ছাত্রেরদিগকে ডাকিয়া তাহারদের আবৃত্তি শ্রবণ করত সাহেবেরা পরম সন্তোষ জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে শ্রীযুত সদর্‌ও সাহেব শ্রীযুত আওলাদ হোসেন ও শ্রীযুত আকবর শাহের সম্প্রদায়ের প্রধান কএক ছাত্রেরদের জাবনিক শরা গ্রন্থের পরীক্ষা লইলেন এবং তাহারদের উত্তরে আপনার অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন।

তৎপরে এতদ্দেশীয় ছাত্রেরদের মধ্যে মুদ্রা পুরস্কার বিতরণ করা গেল। অনন্তর ইঙ্গলণ্ডীয় বিদ্যা শিক্ষিত ছাত্রেরদের অভিমনোযোগ পূর্ব্বক দেড়ঘণ্টা পর্য্যন্ত ইঙ্গলণ্ডীয় বিদ্যা ও পুরাবৃত্ত বিবরণ ও গণিত শাস্ত্রপ্রভৃতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন। পরে শ্রীযুত সর এড্‌ার্ড রায়ন সাহেব কহিলেন যে আমি ও অন্যান্য উপস্থিত সাহেবেরা এতদ্দেশীয় ও ইঙ্গলণ্ডীয় বিদ্যাতে ছাত্রেরা যে রূপ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহাতে পরম সন্তুষ্ট হইলাম এবং তাঁহারা যে রূপ সুশিক্ষিত হইয়াছেন তাহাতে বিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরদের অনেক প্রশংসা হয় ইত্যাদি ব্যাপার সমাপনের পর শ্রীযুক্ত সাহেবেরা ঐ বিদ্যালয়হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন।

পুস্তকালয়স্থ মেজের উপরে ছাত্রেরা দেশীয় নকশা ও অন্যান্য কএক প্রকার নকশা দর্শাইলেন। বিশেষত দেশীয় নকশার মধ্যে কোন২টা অত্যুত্তম রূপে প্রস্তুত হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রধান সম্প্রদায়ের অন্তঃপাতি শ্রীযুত রামরত্ন সথার কৃত নকশা অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছিল তন্নিমিত্ত তাঁহাকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদত্ত হইল। [ হরকরা ]

## মফস্বলের স্কুল

( ৯ জুলাই ১৮৩৬। ২৭ আষাঢ় ১২৪৩ )

হুগলির পাঠশালা।—শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু। আপনকার গত ২ তারিখের দর্পণ পাঠ করিয়া এই বিষয় আশ্চর্য্য বোধ হইল যে জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক মহাশয় হুগলিতে বহুকালাবধি শ্রীযুক্ত স্মিথ সাহেবকর্ত্তৃক যে এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ইহা জ্ঞাত নহেন…।

ঐ পাঠশালার কার্য্য গত ৫ আপ্রিল তারিখে আরম্ভ হয় তৎসময়ে কেবল ৫ জন ছাত্র ছিল এইক্ষণে ২৩ জনপর্য্যন্ত হইয়াছে এবং বোধ করি যদি তাহাতে টাকা না দিতে হইত ও

স্বাক্ষরকারিরদের স্থানে টাকা না পাওনের শঙ্কা না থাকিত তবে আরো অধিক বালক আসিত। অদ্যপর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় লোকেরা কিপর্য্যন্ত উৎসাহ হীন তাহা আপনি অবগত আছেন অতএব এইস্থানে দুইটা অবৈতনিক পাঠশালা থাকিতে যে তাঁহারা বেতন দিতে ইচ্ছুক হইবেন না ইহা সুতরাংই বোধ হইবে।

কিন্তু এক বিশেষ কারণে ঐ সকল লোক এই পাঠশালাতে পুত্রাদিকে বিদ্যাধ্যয়নার্থ বিমুখ হইয়াছেন সেই কারণ এই যে এই পাঠশালাতে কেবল এতদ্দেশীয় শিক্ষক শিক্ষা দেন। আপনি অবগত আছেন যে অস্মদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে বর্ণ ও জাতীয় ও পোশাক পরিচ্ছদাদি দেখিয়া নৈপুণ্য ও ক্ষমতা নির্ণয় করেন কিন্তু বিদ্যা দেখিয়া নহে অতএব সাধারণ্যে কহি যদি ইউরোপীয় বা ইষ্টইণ্ডিয়া ব্যক্তি কিঞ্চিৎ জানেন এমত কোন শিক্ষক থাকিতেন তবে তাঁহাকেই মহাবিজ্ঞ জ্ঞান করিয়া বালকেরদিগকে শিক্ষার্থ পাঠাইতেন কিন্তু বাঙ্গালি যদিও অতিনিপুণ বিজ্ঞ কৃতকর্ম্মা থাকেন তথাপি তাঁহাকে হেয় বোধ করেন।

হে সম্পাদক মহাশয় এ অতিমন্দ বিবেচনা অতএব যদ্যপি আপনি এতদ্বিষয়ে লেখনী ধারণ না করেন তবে এই ভ্রমাত্মক বিবেচনা বহুকালাবধিই চলিবে এবং তাহাতে এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিতেরদের মান হানি হইবে কেবল নহে এতদ্দেশীয় অনেক পাঠশালার মঙ্গল হানিও হইতে পারে। আপনি মনে করিলে পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিতে পারেন যে এইক্ষণে হিন্দুকালেজেও পাঁচ ছয় জন এতদ্দেশীয় শিক্ষক আছেন এবং পটল ডাঙ্গাতে হের সাহেবের পাঠশালাতেও বুঝি কেবল এতদ্দেশীয় শিক্ষকের দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে এবং এইস্থানে ইহাও মন্তব্য যে ঐ পটল ডাঙ্গার পাঠশালার এক জন শিক্ষকের কএক মাস হইল ছোট নাগপুরের কৃষাণপুর স্থানীয় পাঠশালার শিক্ষকতা নিমিত্ত একাধিপত্য ছিল এবং তিনি এতদ্রূপ কার্য্য সম্পাদন করেন যে তথাকার রেসিডেণ্ট সাহেব তাঁহার প্রতি অতিসন্তুষ্ট ছিলেন।

কিন্তু প্রকৃতবিষয় লিখি যে কলিকাতার জেনরল আসেম্‌লি অর্থাৎ পাদরি ডফ সাহেবের পাঠশালাধ্যক্ষেরা যেমন নিয়মানুসারে ছাত্রেরদিগকে শিক্ষা দেন তদনুসারে এই পাঠশালাতে শিক্ষা দেওয়া যাইতেছে অর্থাৎ তাবৎ বিদ্যা জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক শিক্ষাণ যায় এবং যে দুই জন সাহেব এই পাঠশালায় কার্য্যানুরক্ত তাঁহারা এই নিয়মে অতিসন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু নানা কারণপ্রযুক্ত ঐ সাহেবেরদের নাম ব্যক্ত করিতে পারিলাম না কিন্তু ঐ সাহেবলোকেরা এমত সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে ঐ নিয়মানুসারেই শিক্ষা দিতে তাঁহারদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন।···—এক্ষা। চুঁচুড়াহইতে এক ক্রোশ অন্তরিত।

( ১৭ নভেম্বর ১৮৩৮ । ৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৫ )

আমারদিগের পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিবেক যাহা আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম যে জেনেরল কমিটি আব পবলিক্ ইনিকষ্ট্রকসন্ শিশুগণকে বিদ্যাদানার্থ হুগলিতে এক বিদ্যালয়

স্থাপনার্থ কল্পনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে কালেজের অধ্যক্ষ যে ডাক্তর ওয়াইজ সাহেব তিনি এতদ্দেশীয় এক ব্যক্তির প্রতি ভারার্পণ করিয়াছেন যে তিনি ঐ অঞ্চলস্থ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যে মাষ্টর পরকিন সাহেব তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া এক্ষণে সংস্থাপিত হইবে যে বিদ্যালয় তাহাতে এক জন উপযুক্ত শিক্ষক নির্দ্ধার্য্য করেন। যে সময় পর্য্যন্ত হতভাগ্য অত্যাচারী যবনদিগের অধীনে এই রাজ্য ছিল তদবধি এতদ্দেশীয় শিশুদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থ কিছুই মনোযোগ করা যায় নাই। সম্প্রতি বর্ত্তমান শাসনাধিকারিরা এতদ্দেশীয়দিগের শিক্ষা করাইবার জন্য মনোযোগী হইতেছেন এবং ইহারদিগকে সভ্য করাইবার নিমিত্ত যত্ন পাইতেছেন ইহা আমারদিগের অতিশয় আহ্লাদের জন্যই হইয়াছে। আমরা ভরসা করি যে এক বর্ষ গতহইতে না হইতে আমরা প্রধান২ স্থানে অকর্ম্মণ্য পাঠশালার পরিবর্ত্তে বিদ্যালয় সন্দর্শন করিয়া আহ্লাদিত হইব। [ জ্ঞানান্বেষণ ]

( ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ২ ফাল্গুন ১২৪২ )

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—…আমারদিগের মানস এই যে চুঁচুড়ার ফ্রি স্কুলের বিদ্যাভ্যাসের কিঞ্চিল্লিপি সানুকূলপূর্ব্বক আপনকার দর্পণপ্রকাশক যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিলেই মহাশয়ের দর্পণপাঠক মহাশয়েরা আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইতে পারেন। কারণ আমারদিগের এই স্থানে বহুকালাবধি বাসপ্রযুক্ত আমরা উক্ত পাঠশালার পূর্ব্বের এবং এইক্ষণের সমুদয় বিষয় জ্ঞাত আছি কেন না পূর্ব্বের ছাত্রগণ যে সকল গ্রন্থ পাঠ করিত সে কেবল বিহঙ্গের ন্যায় কারণ তাহারদিগকে ভদ্র স্থানে প্রশ্ন করিলে তাহারা কোন অংশে উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিত না কিন্তু এইক্ষণে পূজনীয় শ্রীযুক্ত মণ্ডী সাহেবের অধিক যত্নপ্রযুক্ত এবং উপদেশ কর্ত্তা শ্রীযুক্ত ডিক্রুশ সাহেবের অতিশয় পরিশ্রমের দ্বারা ছাত্রগণ যে সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে ক্ষমতাপন্ন হইয়াছেন তাহাতে তাঁহারা উত্তমোত্তম সভাতে এবং এতদ্দেশীয় অন্যান্য মতের ছাত্রগণ ও কলিকাতানিবাসি ছাত্রগণের সহিত নানা বিষয়ে বাদানুবাদ করিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন। অতএব উক্ত পাঠশালার বালক সকল যদ্যপি মনোযোগপূর্ব্বক জ্ঞানোপার্জনে মনোর্পণ করিয়া বিদ্যাধ্যয়ন করেন তবে অনায়াসে সুশিক্ষিত ও জ্ঞানী হইতে পারেন।…মাষ্টর ডিক্রুশ মহাশয়ের অত্যন্ত যত্ন যে হিন্দুলোকসকলের ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস নিমিত্ত তিনি এক নিয়ম সপ্তাহের মধ্যে দুই দিবস সায়ংসময়ে অনুগ্রহপূর্ব্বক স্থির করিয়াছেন তদ্দ্বারা পাঠশালার ছাত্রগণ এবং অন্যান্য ব্যক্তি যাহারা কোন ছাত্রালয়ের ছাত্র নহেন তাঁহারা আসিয়া দুই তিন ঘণ্টা থাকিয়া অনেক প্রকার বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকেন ইহাতে মাষ্টর মহাশয়ের লাভালাভ নাই কেবল উপকারার্থে করিয়াছেন মাত্র ইতি নিবেদন। সন ১২৪২ সাল তারিখ ২৩ মাঘ।

( ৬ জুন ১৮৩৫। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২ )

চন্দননগরে বিদ্যালয়।—সংপ্রতি চন্দননগরে এক পাঠশালা স্থাপন হইয়াছে এবং তাহাতে

ফ্রান্সীয় ও ইঙ্গরেজী ভাষাতে শিক্ষা দেওনক্ষম এমত এক জন শিক্ষকের অত্যাবশ্যক আছে। এবং কলিকাতার সম্বাদ পত্রে ঐ কর্ম্মাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরদিগকে তদর্থ আবেদন করিতে বিজ্ঞাপন-দ্বারা আহ্বান করা গিয়াছে কিন্তু এইক্ষণপর্য্যন্ত কেহই তাহাতে অগ্রসর হন নাই। অপর কুরিয়র সম্বাদপত্রে লেখে যে ইতিমধ্যে ফ্রান্সীয় বা ইঙ্গলণ্ডীয় এমত কোন শিক্ষক প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় ভাষাতেই শিক্ষা দেওনের কল্প হইয়াছে। ফুডচেরির গবর্ণমেণ্ট ঐ পাঠশালার ব্যয়ার্থ কতক টাকা সংস্থান করিয়া দিয়াছেন তদতিরিক্ত সাধারণ ব্যক্তিরদের চাঁদার টাকাতে তাহার ব্যয় চলি:তছে। ছাত্রেরদের স্থানে বেতন লওয়া যায় না। পাঠশালার নিয়ম এই যে সর্ব্বজাতীয় বালকেরদিগকে জাতি ও ধর্ম্ম বিবেচনা ব্যতিরেকেই প্রবিষ্ট হইতে অনুমতি আছে এবং তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের কোন মান বিচারের হানি বা কোন উদ্বেগ না হয় এনিমিত্ত ঐ পাঠশালাতে ধর্ম্মবিষয়ক কোন উপদেশ দেওয়া যাইবে না। এই বিষয়ে হিন্দুকালেজের যেমন নিয়ম আছে তদনুসারে কার্য্য চলিবে। ঐ কমিটির মধ্যে শ্রীযুত রিসি সাহেব সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ এমত সকলের অপেক্ষা ছিল এবং তদ্রূপই বটেন।

( ২৬ জানুয়ারি ১৮৩৯। ১৪ মাঘ ১২৪৫ )

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—...কালীকিঙ্কর বাবুর সাহায্যে হুগলিহইতে এক ক্রোশ অন্তরে অমরপুর গ্রামে নিঃস্ব ছাত্রেরদের বিদ্যা শিক্ষার্থ যে বিনিবোলেণ্ট ইনষ্টিটিউসন স্থাপন হইয়াছে তাহার কিয়ৎ বিবরণ প্রেরণ করি।...এই পাঠশালা দেড় বৎসরাবধি স্থাপিত হইয়াছে এবং এই অল্প কালের মধ্যে বালকেরা নানা প্রকার বিদ্যাতে বিলক্ষণ সুশিক্ষিত হইয়াছে। এবং অরিএণ্টল সেমেনরি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু প্যারি মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রেরদিগকে নানা প্রকার বিদ্যা শিক্ষা দেওনার্থ উদ্যোগ করিতেছেন।...শেষোক্ত বিজ্ঞবর বাবুর অত্যন্ত মনোযোগ দ্বারা অত্যুত্তম পাঠশালার তুল্য এই পাঠশালা হইবে এবং শ্রীযুত বাবু কালীকিঙ্কর পালিত এই মহা ব্যাপারের বিষয়ে যে বিলক্ষণ মনোযোগ করিতেছেন ইহাতে অত্যন্ত প্রশংসা পাত্র হইয়াছেন। যদি এতদ্দেশীয় অন্যান্য ধনি মহাশয়রাও এতাদৃশ ব্যাপারে আসক্ত হইতেন তবে এই সভা ভারতবর্ষ রাজ্য আরো দেদীপ্যমান হইত। আরো শুনা গেল যে উক্ত বাবু হুগলিহইতে ধন্যাখালি পর্য্যন্ত যে রাস্তা হইতেছে তাহার ব্যয়ার্থ ৩০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

জে আর এম

( ১১ জুন ১৮৩৬। ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৩ )

...১৮১৭ সালের রাজা প্রতাপচন্দ্রের ৺ প্রাপ্ত পিতা মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর বর্দ্ধমানে যে কালেজ স্থাপন করেন আমি তাহার অধ্যক্ষ ছিলাম এবং বহুকালপর্য্যন্ত রাজা প্রতাপচন্দ্রের শিক্ষক ছিলাম অতএব ইদানীং ঐ রাজ্যার্থ উদিত যিনি তিনি প্রতাপচন্দ্র কি না ইহার সাক্ষ্য

দিতে আমি প্রস্তুত আছি…। চার্লস ডু বোর্ড্যু। [Charles Du Bordieux.] গয়া ৩১ মে ১৮৩৬।

( ২৪ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ১১ পৌষ ১২৪৩ )

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু।—সুখচরগ্রামীয় বৌণ্টীয়স সিমিনেরি নামক দাতব্য বিদ্যালয়ের স্থাপনা ও ছাত্রদিগের পরীক্ষার বিষয় জ্ঞাপন করিতেছি…। যদবধি ঐ ছাত্রদিগের পিতা ও রক্ষকেরা তাঁহারদের বালকেরদিগের বিদ্যাভ্যাসার্থ স্থানে২ ভ্রমণপূর্ব্বক কতকগুলিন বেতন গ্রাহক শিক্ষক অনুসন্ধান করিয়া স্বীয় বালকেরদিগকে অর্পণ করিয়াছিলেন পরে কিছু-কালানন্তর ঐ ছাত্রদিগের পরীক্ষা লওনেতে তাহারা বর্ণমালাও তখন শুদ্ধরূপে পাঠ করিতে পারে নাই। এইস্থানে পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন যে অন্ধ কখন অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না দেখাইলে উভয়ই কুপথগামী ও খাতমধ্যে পতিত হয়। এই বিবেচনায় তাহারা শ্রীযুত বাবু তারকনাথ সেনের নিকট ঐ অজ্ঞান তিমিরস্বরূপ বোঝাদ্বারা ভারগ্রস্ত ও ক্লান্ত হইয়া এমত উপায়ের নিমিত্ত জানাইল যাহাতে ঐ বালকেরা উক্ত ভারহইতে মুক্ত হয়। এতদর্থ উক্ত সেন বাবু এই দাতব্য চতুষ্পাঠী স্থাপিত করিয়াছেন যাহার ছাত্রদিগের পরীক্ষা গত রবিবার ১৮ দিসেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মজুমদার বাবুজীর আলয়ে হইয়াছিল ইহাতে ঐ সকল গ্রামের অতিশয় মঙ্গল ও ভরসা হইয়াছে। ঘোরান্ধকারজনক অজ্ঞান মেঘ যাহা বহুকালাবধি সুখচর ও তন্নিকটস্থ গ্রামসকল আচ্ছন্ন করিয়া অন্ধকার করিয়াছিল তাহা গ্রামোপকারক ও মান্য শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ সেনের নীতিশাস্ত্র শিক্ষা ও বিবিধ উপদেশস্বরূপ প্রবল বায়ু দ্বারা উড্ডীয়মান হইতেছে।…

( ১৩ আগষ্ট ১৮৩৬ । ৩০ শ্রাবণ ১২৪৩ )

টাকির পাঠশালা।—টাকির পাঠশালার শেষ পরীক্ষার বিবরণ আমরা পরমাহ্লাদ-পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি। ঐ পাঠশালা শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায়চৌধুরী ও শ্রীযুত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ রায়চৌধুরী স্বার্থ ব্যয়ের দ্বারা স্থাপিত করিয়া বহুকালাবধি সসম্পাদন করিতেছেন।

গত ২৬ জুলাই মঙ্গলবারে ইঙ্গরেজী পাঠকেরদের পরীক্ষা হইল। ঐ পাঠশালার নিয়ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি বাগুণ্ডীর শ্রীযুত টেম্পেলর সাহেব ও শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায়চৌধুরী ও শ্রীযুত ভবানীপ্রসাদ রায় এবং শ্রীযুত শ্রীকান্ত বাবুপ্রভৃতি ও টাকিবাসি অন্যান্য অনেক মহাশয়েরদের সমক্ষে শ্রীযুত ইয়র্ট সাহেব ছাত্রেরদের পরীক্ষা লইলেন। তাবৎ সংপ্রদায় ছাত্রেরা যে২ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন তাহাতে বিলক্ষণরূপই সুশিক্ষিত হইয়াছেন এমত বোধ হইল এবং যাঁহারা পাঠমাত্র করিয়াছিলেন তাঁহারাও অনায়াসে তাহার ভাষান্তর করিলেন এবং যেরূপে নানা সর্ব্বনাম ও ইঙ্গরেজী ধাতুর নানা পদ বঙ্গভাষাতে অনুবাদ করিতে পারিলেন তাহাতে বোধ হইল তাঁহারা যে কেবল তোতার ন্যায় আবৃত্তি করিয়াছেন এমত নহে। পঞ্চম

ও ষষ্ঠ সংপ্রদায়িকেরা ইঙ্গরেজী ভাষার মূল বিধান ও পাঠবিষয়ে অতিসুক্ষ্মরূপে পরীক্ষা দিলেন। চতুর্থ সংপ্রদায়িকেরা ইঙ্গরেজী পদ সাধন ও ভূগোলীয় বৃত্তান্তের আদিপর্ব্ব ও গণিত শাস্ত্রের মধ্যে সহজ বিদ্যা প্রকরণে উত্তমরূপে উত্তীর্ণ হইলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংপ্রদায়েরদের পরীক্ষা এইনিমিত্ত অতিশুশ্রূষণীয়া হইল যে তাঁহারা অনায়াসে ইঙ্গরেজী কথার মূলসূত্র ব্যাখ্যা করিতে এবং ব্যাক্যাবলি ধারা বিলক্ষণরূপে বুঝাইতে পারিলেন। তৃতীয় সংপ্রদায়িকেরা ইনস্ত্রাকটের বহীতে যে সকল ধর্ম্মবিষয়ক ইতিহাস ছিল তাহার মর্ম্ম ভালরূপে অবগত হইয়াছেন বোধ হইল। এবং সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থ দুই সংপ্রদায়েরা পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণের যে ভাগ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহা অত্যুত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন। এবং প্রথম দুই সংপ্রদায়িরা ক্ষেত্রমাপক বিদ্যাতেও কিঞ্চিৎ নিপুণ হইয়াছেন। দ্বিতীয় সংপ্রদায় ইউক্লিডের প্রথম গ্রন্থের আরম্ভে যে অতিকঠিন প্রস্তাব আছে তাহা অতিপরিপাট্যরূপে জ্ঞাত হইয়াছেন এবং প্রথম সংপ্রদায় ঐ গ্রন্থের প্রথম কাণ্ড ভদ্ররূপ মর্ম্মজ্ঞ হইয়া দ্বিতীয় কাণ্ডেরও কতক২ বুঝাইতে পারিলেন।

অপর পারস্য ও বঙ্গ অক্ষরেতে অতিসুচারু লিখিত কএক লিপি দর্শান গেল এবং তৎসঙ্গে ইঙ্গরেজী ভাষাতে তাহার অনুবাদ লিখিত ছিল। তৎপরে হিসাবের কতিপয় বহী দেখান গেল তাহাতে কতক গণিত ও অঙ্কের হিসাব উত্তমরূপে লিখিত ছিল। ফলতঃ তিন ঘণ্টাব্যাপিয়া এতদ্রূপ পরীক্ষা লওনের পর এই বোধ হইল যে ইঙ্গরেজী বিদ্যাতে টাকিস্থ ছাত্রেরদের সঙ্গে কলিকাতাস্থ ছাত্রেরদের ভদ্রমতেই তুলনা হইতে পারে। তাঁহারা যেরূপ ইঙ্গরেজী ভাষার প্রকৃত উচ্চারণ জ্ঞাত হইয়াছেন সে অতিসন্তোষক। ঐ স্থানে ইঙ্গরেজী পাঠশালাভিন্ন পারস্য ও বাঙ্গলা পাঠশালাও আছে। ইঙ্গরেজী বিদ্যার পরীক্ষা সমাপনানন্তর শ্রীযুত বাবু ভবানীপ্রসাদ রায়ের সহিত শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ রায়চৌধুরী স্বয়ং পারস্যের পরীক্ষা লইলেন ঐ বাবুর পারস্য ভাষাতে যেমন নৈপুণ্য তাহা প্রকাশকরণ অতিরিক্ত সর্ব্বত্রই সুপ্রকাশিত আছে। ছাত্রেরা পারস্য ভাষার গ্রন্থ পাঠ করিয়া হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে অনুবাদ করিলেন তাহাতে বাবুজী অত্যন্তাহ্লাদিত হইয়া কহিলেন যে প্রধান কএক জন ছাত্র পারস্য ভাষা উত্তম উচ্চারণ করিতে পারেন এবং তাহাতে বিলক্ষণ নিপুণ হইয়াছেন।

বাঙ্গালা পাঠশালাতে এইক্ষণে অতিশিশু ছাত্রেরা আছে তাহারদের মধ্যে কেহ২ বর্ণ শিক্ষা করিতেছে কেহ২ অতিরিক্ত লেখাপড়াও করিতেছে তাহারদেরও পরীক্ষা লওয়াতে সন্তোষ জন্মিল।

( ২১ জানুয়ারি ১৮৩২ । ৯ মাঘ ১২৩৮ )

মহামহিম শ্রীযুক্ত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় প্রবল প্রতাপেষু।—অশেষ গুণাকর সর্ব্বজনহিতৈষি দয়াসাগর এ জিলার জজ মাজিষ্ট্রেট শ্রীলশ্রীযুত নাথনিএল স্মিথ সাহেব এক

কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী স্থাপন করিলেন মনে করি চিরস্মরণীয়া হইবেক কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি অর্থাৎ উক্ত সাহেব এতদ্রাজধানীর তাবৎ জমীদারদিগকে পত্রদ্বারা আহ্বান করিয়া প্রথমতঃ সন ১৮৩১ সালের ৩ আগস্ত ও সন ১২৩৮ সালের ১৯ শ্রাবণ এক সভা স্থাপন করিয়া-ছিলেন তাহাতে কোচবেহারের শ্রীশ্রীযুত মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের দেওয়ান শ্রীযুত বাবু কালীচন্দ্র লাহিড়ি ও পরগনে মন্থনার জমীদার শ্রীযুত রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ও পরগনে কুণ্ডীর সরিক জমীদার শ্রীযুত রাজমোহন রায়চৌধুরীইত্যাদি নীচের লিখিত মহাশয়েরা সভাতে আগমন করিবাতে উক্ত সাহেব সকলকে সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া সভাতে অধিষ্ঠান করাইয়া এই আলাপারম্ভ করিলেন যে তাবৎ লোকের হিতার্থে এক ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত করার আমার মানস কিন্তু একা কোন কর্ম্ম সাধন হইতে পারে না মহাশয়েরা যদি কিঞ্চিৎ২ আনুকূল্য করেন তবে অনায় সে সমাপন হইতে পারে ইহাতে নীচের লিখিত তাবৎ মহাশয়েরা স্বীকৃত হইয়া বিদ্যালয়ের ব্যয়ার্থে যিনি যত টাকা স্বাক্ষর করিলেন তাহার বিবরণ।

| আসামী | | সালিয়ানা টাকা। |
|---|---|---|
| পরগণে বৈকুণ্ঠপুরের রাজা শ্রীযুত সর্ব্বদে রায়কত। | ... | ৩০০ |
| মোজে মুশাপোয়ালী ঘাটের জমিদার শ্রীপ্রাণকুঙার বর্ম্মণী। | ... | ৩০০ |
| পাঙ্গার রাজা শ্রীকালীপ্রসাদ ইশর। | ... | ২০০ |
| পরগণে কুণ্ডীর জমীদারান। | ... | ২০০ |
| শ্রীযুত ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীশ্রীনাথ চৌধুরী। | ... | ২০০ |
| শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুরইত্যাদি। | ... | ১৫০ |
| শ্রীযুত বাবু উমানন্দ ঠাকুর। | ... | ১৫০ |
| শ্রীযুত বাবু জয়রাম সেন। | ... | ১২০ |
| শ্রীযুত বাবু গোবিন্দপ্রসাদ বসু। | ... | ১২০ |
| শ্রীযুত বাবু কালীমোহন চৌধুরী। | ... | ১০০ |
| শ্রীযুত বাবু প্রতাপ সিংহ দগড়া। | ... | ১০০ |
| শ্রীযুত রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। | ... | ১০০ |
| জমীদারান পরগণে ভিতরবন্দ। | ... | ১০০ |
| শ্রীজমীরুদ্দীন চৌধুরী। | ... | ১০০ |
| শ্রীরাধাকৃষ্ণ লাহিড়ী। | ... | ১০০ |
| শ্রীকালীপ্রসাদ চৌধুরী। | . | ১০০ |

* * *

উপরের উক্ত লোকসকলের মধ্যে কেহ স্বয়ং কেহবা আপন২ কারপরদাজকে আদেশ করিয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীযুত মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর তাঁহার ধাপ মোকামের

এক দোতালা অত্যুত্তম দালান পাঠশালার নিমিত্ত প্রদান করিয়া তাহার মেরামত খরচ ২০০০ টাকা ও পাঠশালার আনুকূল্যার্থ এক কালে ২০০০ টাকা প্রদান করিলেন আর২ সকলেই যৎকিঞ্চিৎ মেরামতি খরচ দিয়াছেন।......

( ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬। ১০ আশ্বিন ১২৪৩ )

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।—...জিলা নবদ্বীপের মধ্যে শান্তিপুর গ্রাম প্রধান সমাজ এবং অধিক অন্যান্য জাতীয় ব্যতীত কায়স্থ বৈদ্য ব্রাহ্মণ জাতির ৫০০০ হাজার ঘর বসতি ইহার মধ্যে বিনা বেতনে বিদ্যাভ্যাস হওন বিদ্যালয় না থাকাতে অধিকাংশ বালক মূর্খ হয় বোধে গ্রামস্থ জমিদার এবং বিশিষ্ট শিষ্ট পরোপকারি শ্রীলশ্রীযুত বাবু মতিলাল রায় মহাশয় স্বয়ং খরচে ঐ গ্রামের মধ্যস্থলে উত্তম ইষ্টকনির্ম্মিত দোতালা বাটী ভাড়া লইয়া এক জন হিন্দু কালেজের ফাষ্ট ক্লাসের উত্তীর্ণ বিদ্বান ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাসকারককে নিযুক্ত করিয়াছেন অত্যল্পকাল অর্থাৎ ৫ মাস আন্দাজ হইবেক। ইহাতেই ১০০ শত বালকের অতিরিক্ত হইয়াছে ঐ কালেজের পাঠের দাঁড়াসকল দৃষ্ট করিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম। ফাষ্ট সেকাণ্ট থারড ফোর্থ ক্লাস করিয়াছেন৵ শারদীয় পূজার পর ঐ স্কুলের একজামিন হইবেক। অনুমান করি তাহাতে দেশস্থ ধনি ব্যক্তি সকল এবং জিলাস্থ শ্রীলশ্রীযুত হাকিম সাহেবেরা শান্তিপুরস্থ হইয়া বালকেরদিগের একজামিন করেন ইহা হইলে ভাল হয়। শ্রীযুত বাবুজি মহাশয় একজামিনে উত্তীর্ণ বালকেরদিগকে কেতাবপ্রভৃতি পারিতোষিক দিলেন। দর্পণ প্রকাশক মহাশয় অত্যল্পকালের মধ্যে এত বালক হইয়াছে পর২ অধিক হইয়া তিন চারি শত বালক হওন সম্ভাবনা। ইহাতে করিয়া এক জনে টিচরী কর্ম্ম সম্পন্ন হয় না। এবং বাঙ্গলা ও পারস্য বিদ্যাভ্যাস হইতেছে না। এমতে বিশিষ্ট শিষ্ট ধনি বাঙ্গালি এবং ইউরোপীয় এবং শ্রীলশ্রীযুত দেশাধিপতি মহাশয়েরা সকলে মনোযোগী হইয়া চাঁদার দ্বারা এমত স্থানের বিদ্যালয়ের উন্নতি করেন। ইহাতে দেশের মহোপকার ও অতিপুণ্য সঞ্চয়। ভরসা করি আমারদিগের নিবেদন পত্র দৃষ্টে সকলেই মনোযোগ করিবেন। এবং ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা মুদ্রাঙ্কণ সম্পাদক মহাশয়রা দেশের উপকারার্থে সর্ব্বসাধারণের কর্ণগোচরার্থে আপন২ সম্বাদ পত্রে প্রতিবিম্বিত করিয়া চিরবাধিত করিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীব্রজনাথ গোস্বামী শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র রায় শ্রীকৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য শ্রীদুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শ্রীঅখিলচন্দ্র সরকার শ্রীগোপীকিশোর সরকার শ্রীরামগোপাল সরকার শ্রীকালিদাস সেন কবিরাজ শ্রীরামধন চক্রবর্ত্তী শ্রীদুর্গাচরণ সরকার শ্রীজগন্মোহন কবিরাজ শ্রীজগচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীমধুসূদন গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীতারাচাঁদ মল্লিক শ্রীঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সর্ব্বসাকিম শান্তিপুর।

( ২৯ এপ্রিল ১৮৩৭ । ১৮ বৈশাখ ১২৪৪ )

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।—আমি অতিআহ্লাদপূর্ব্বক নিবেদিতেছি যে চেরেটী স্কুল শান্তিপুরে আমি স্থাপন করিয়াছি তাহাতে ৮৬ জন বালক হইয়াছে গত ২৪ চৈত্র বৃহস্পতিবার জিলা নবদ্বীপস্থ ধর্ম্মোপদেশক শ্রীযুত মেং ডবলিউ আই ডিয়ের সাহেব স্কুল ইষ্টার্থে আগমন করিয়া বালকদিগের পাঠের পরীক্ষা লইলেন তদ্দ্বারা ফাষ্ট ক্লাসের বালক শ্রীভগবান হালদার ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরামরত্ন চট্টোপাধ্যায় ওগয়রহ উত্তমপ্রকার ইস্পীচ এবং ভূগোলীয় যাবদীয় বৃত্তান্ত পরীক্ষা দেওয়া যায় এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ও চতুর্থ ও পঞ্চম ক্লাসের বালকসকল ইস্পীচ ও গ্রামার ওগয়রহ ও ইস্পেলিং প্রভৃতি নানাপ্রকার পরীক্ষা দেওয়া যায়। উক্ত সাহেব তদ্দৃষ্টে অতিসন্তুষ্ট হইয়া বালকদিগকে এবং ইস্কুল হেড মাষ্টর মেং এণ্ড্রু সেবিন্স সাহেবকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া স্কুলের বালকেরদিগের প্রকাশ্য একজামিনকরণ কর্ত্তব্য স্থির করিলেন এবং তৎকালীন যে যেমন উপযুক্ত তাহাকে তদ্রূপ প্রাইজ দেওয়া স্থির করিলেন এমতে তাহার উদ্যোগ হইতেছে ৺ ইচ্ছা ত্বরায় নির্ব্বাহ হইবেক এবং ভরসা করি তৎকালীন জিলাস্থ হাকিম সকল এবং দেশস্থ বঙ্গ ও ইউরোপীয় ধনাঢ্য মহাশয়েরা অবশ্যই আগমন করিয়া বালকদিগের পরীক্ষা লইয়া স্কুলসম্পাদকের প্রীতি জন্মাইবেন। তাহার এক মাস পূর্ব্বে জেনরল এডবরটাইজ করা যাইবেক।…শ্রীমতিলাল রায়স্য।

( ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ২ ফাল্গুন ১২৪২ )

মুরশিদাবাদে নিজামতের কালেজের বিবরণ।—মুরশিদাবাদে গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক শ্রীযুত নিজামের মদরসা ১৮২৪ সালে স্থাপিত হয় তাহার অভিপ্রায় নিজামের বংশ্যেরদের বিদ্যাভ্যাসার্থ নিজহইতে কোন ব্যয় না লাগে এবং তাঁহায়দের উত্তমরূপ বিদ্যাশিক্ষা হয়। ঐ পাঠশালার দ্বারা অন্যান্যের উপকারার্থ নওয়াবের বংশ্য ব্যতিরিক্ত আর২ ব্যক্তিরদিগকেও শিক্ষার্থ অনুমতি হইয়াছে। এবং যাঁহারা ৭ বৎসরব্যাপিয়া পারস্য ও আরবীয় শিক্ষা করিবেন এমত ভরসা ছিল এমত কএক ব্যক্তিরদিগকে ৬।৮।১০ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি দেওয়া গিয়াছে।…

১৮৩৩ সালে হিন্দু কালেজে অধীতবিদ্য দুই জন ছাত্র ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার্থ কলিকাতা-হইতে প্রেরিত হইয়া এক জন তথায় উত্তীর্ণহওনের কিঞ্চিৎ পরেই পরলোকগত হইলেন অন্য জন অধ্যাপনারম্ভ করিলেন। তিনি গুণগণাধর হইলেও কেবল হিন্দুত্বদোষে মোসলমানেরা তাঁহার প্রতি তাদৃশ অনুরাগী হইলেন না। কিন্তু ঐ মদরসা কেবল মোসলমানেরদের উপকারার্থ স্থাপিত হইয়াছে অতএব গত মে মাসে তিনি ঐ পাঠশালার শিক্ষকতা কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন।…

( ২৩ অক্টোবর ১৮৩৩। ৮ কার্ত্তিক ১২৪০ )

আমরা অবগত হইলাম যে বারাণসীর গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের শ্রীযুত কাপ্তান

ফোসবি [ Thoresby ] সাহেব শ্রীযুত কর্ণল কব সাহেবের অবর্ত্তমানতায় মুরশিদাবাদে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের এজেন্টী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুত কাপ্তান ফোসবি সাহেবের কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিতে কোন ব্যক্তির প্রতি হুকুমহওয়া না দেখিয়া বোধ হয় যে ঐ পদ শূন্য রাখিতে এবং ঐ বিদ্যালয় ক্রমে২ ক্ষীণ হইতে গবর্ণমেণ্টের মানস হইয়াছে। অতএব খরচের এই অত্যন্ত আঁটাআঁটি সময়ে জিজ্ঞাসা করা অনুচিত হয় না যে সংস্কৃত বিদ্যাধ্যাপনার্থ গবর্ণমেণ্ট এইক্ষণে যে ব্যয় করিতেছেন তাহা তদপেক্ষা অন্যান্য হিতজনক ব্যাপারে ব্যয় হইলে ভাল হয় কি না। এবং বিদ্যাধ্যাপনবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের এইক্ষণে যে সকল রীতি আছে তাহার অধিক সাফল্যকরণার্থ আরো উত্তম২ নিয়ম হইতে পারে কি না।

গবর্ণমেণ্ট যে নিজব্যয়েতে সংস্কৃত ও আরবীয় বিদ্যার কালেজ সংস্থাপন করেন তাহার দুই কারণ উপলব্ধি হয়। প্রথমতঃ তাঁহার প্রতি এতদ্দেশীয় প্রজারদের অনুরাগ জন্মে। দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত ও আরবীয় বিদ্যার ক্ষয় না হইতে পায়। কিন্তু অস্মদাদির বিবেচনায় ইহার সূক্ষ্মানুসন্ধান করিলে দৃষ্ট হইবে যে কেবল এই দুই কারণেতেই সরকারী ব্যয়ে গবর্ণমেণ্টের ঐ বিদ্যালয় রাখা পরামর্শ বোধ হয় না। কতকগুলিন ব্রাহ্মণ ও মৌলবীর বালকেরদিগকে বৃত্তি দিয়া সংস্কৃত ও আরবীয়বিদ্যা শিক্ষায়ণেতেই তাবদ্ভারতবর্ষীয় লোকের স্নেহপাত্র যে গবর্ণমেণ্ট হইবেন এই অনুভব নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। গবর্ণমেণ্টের ভদ্রতার দ্বারাই প্রজাগণ বদ্ধ থাকেন ঐ ভদ্রতা যথার্থবিচার ও দয়াপ্রকাশমূলকই হয়। এবং রাজস্ববন্ধনের পেঁচ কিঞ্চিৎ আলগা করিলে ভারতবর্ষীয় প্রজারা গবর্ণমেণ্টের প্রতি যেমন স্নেহ ও ধন্যবাদ করেন বেদ ও কোরাণের ভাষা শিক্ষাকরায়ণার্থ শত২ কালেজ সংস্থাপনেতেও তাঁহারদের তাদৃশ অনুরাগাদি জন্মে না।

পুনশ্চ সংস্কৃত ও আরবীয় বিদ্যার অক্ষয়ার্থই যে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ের আবশ্যক এই কথাও যুক্তিসহ নহে ঐ দুই বিদ্যা এতদ্দেশের মধ্যে যত কালপর্য্যন্ত বিরাজমান থাকিবে এবং ঐ বিদ্যাতে নৈপুণ্য জন্মিলে যত কাল মান ও ধন প্রাপ্ত হওয়া যাইবে তত কালপর্য্যন্ত ঐ বিদ্যাভ্যাসবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতিরেকেও বিদ্যার্থি লোকেরদের ব্যগ্রতা থাকিবে এইক্ষণে ঐ বিদ্যা লোকেরদের মধ্যে অতিপ্রসিদ্ধা এবং সহস্র২ ব্যক্তিও গবর্ণমেণ্টের কিছুমাত্র সাহায্য না পাইয়াও তদ্বিদ্যাভ্যাসে রত আছেন। অতএব যে কএকটি ছাত্রেরদের প্রতি গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দৃষ্ট হইতেছে তদুপলক্ষে তাহা অনাবশ্যকই বোধ হয়। যদি কহ যে সরকারের সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে ঐ সকল বিদ্যায় অত্যন্ত নৈপুণ্য জন্মে না তবে উত্তর এই যে গবর্ণমেণ্টের অবৃত্তিভোগি পূর্ব্ব২ পণ্ডিতেরদের অপেক্ষা এইক্ষণকার বৃত্তিভোগি কএক জন উত্তম পণ্ডিত পাওয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট এইক্ষণে যেপ্রকার সাহায্য করিতেছেন তাহাতে পণ্ডিতেরা অল্পায়াসেই স্বচ্ছন্দে উপজীবিকা প্রাপ্ত হইতেছেন। যে কঠিন পরিশ্রমব্যতিরেকে সুপাণ্ডিত্য হয় না গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্যেতে তত্তুল্য পরিশ্রম না হইয়া বরং কম হয়। আরো এতদ্বিষয়ে মন্তব্য যে এতদ্দেশীয় হিন্দুরদের মধ্যে যে সকল অতিপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি গ্রহণ করিতে কদাচ

স্বীকার করেন না বরং ধনি ব্যবহার্য্য জাতীয়েরদের স্থানে অনিয়মিত প্রাপ্তার্থের দ্বারাই আপনারদের ও ছাত্রেরদের জীবিকা নির্ব্বাহ করাও শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন যেহেতুক ঐ পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাঁহারদের যেমন প্রশংসা তেমনি তাঁহারদের সম্মান ও উপায়েরও বৃদ্ধি হয়। পুনশ্চ লিখি যে সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিতকরণ বিষয়ে এতদ্দেশীয় ধনি লোকেরদের সাহায্যেরও শৈথিল্য নাই। তাহার এক স্পষ্ট প্রমাণ এই যে আমারদের সহযোগি চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সংপ্রতি সটীক মনুসংহিতা মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন শুনা গিয়াছে যে তাহার ন্যূনাধিক দুই শত পুস্তক ১০ টাকা করিয়া দুই মহাশয় ধনিকর্তৃক একেবারে গৃহীত হইয়াছে। সে যে হউক উত্তরকালে তদ্রূপ বৃত্তি নিয়ত না দেওনের এক প্রধান কারণ এই যে কএক জন বৃত্তিভোগি ব্যতিরেকে অন্যান্য এতদ্দেশীয় লক্ষ২ লোকের তাহাতে কিছুমাত্র সন্তোষাদি নাই। কএক মাস হইল কলিকাতার সংস্কৃতকালেজের ছাত্রেরদের ইঙ্গরেজী অভ্যাসবিষয়ে চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় হিন্দুর স্বধর্ম্ম প্রতিপালনার্থ লেখেন যে ঐ কালেজের ছাত্রেরা হিন্দুধর্ম্মের কোন ক্রিয়া করিতে অনর্হ যেহেতুক বিজাতীয় ভাষাভ্যাসিরদের মন্ত্রাদি পাঠ সময়ে তদ্ভাষার কোন অংশ অবশ্য উপস্থিত হয় তাহাতেই তাবৎ ক্রিয়া পণ্ড অতএব এতদ্রূপ হিন্দুধর্ম্মনাশক অবদ্য বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্টের যত অল্প টাকা ব্যয় হয় ততই ভাল। তথাচ ঐ বিদ্যালয় যে একেবারে রহিত হয় এমত আমারদের কদাচ মানস নহে কিন্তু হিন্দুগণ বিনাবেতনে যে সকল বিদ্যাভ্যাস করিতে প্রস্তুত তাহাতে বেতন দিয়া গবর্ণমেণ্টের তাঁহারদিগকে নিযুক্তকরণ অনাবশ্যক এই এক যে মূল বিধান ইহা অবলম্বনপূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টের ক্রমে২ কার্য্য করিলে ভদ্রতা আছে।

ইত্যাদি প্রসঙ্গ দৃঢ়করণার্থ লিখি যে গবর্ণমেণ্ট যত টাকা ব্যয় করিতে ক্ষম আছেন তত টাকা উচ্চবিত্ত ব্যক্তিরদিগকে ইউরোপীয় নানা বিদ্যা ইঙ্গরেজী ভাষাতে শিক্ষয়ণার্থ এবং মধ্যবিত্ত ও নির্বিত্ত ব্যক্তিরদিগকে ঐ বিদ্যা নিজ ভাষা অর্থাৎ বঙ্গাদি ভাষাতে শিক্ষয়ণার্থ পাঠশালা স্থাপন করাতে ব্যয় করা আবশ্যক এবং অতিপরিমিতরূপে ব্যয় না করিলে ঐ কর্ম্মে যত টাকার আবশ্যক তাহা কুলাইবে না। অতএব বিদ্যা শিক্ষয়ণার্থ নিয়মে এইক্ষণে সরকারী যত ব্যয় হইতেছে ঐ সকল নিয়ম পুনঃসংশোধিত করিলে ভাল হয়।... অতএব গবর্ণমেণ্টের নিয়মসকল পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হিতজনক ও অধিক কর্ম্মণ্য হয় এতদর্থ এই অকিঞ্চনের বোধে এই দুই নিয়মের আবশ্যক। প্রথমতঃ কমিটির একই অভিপ্রায় হয় দ্বিতীয়তঃ অর্থ প্রদানবিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সতর্কতা হয়। দেখুন যখন সংস্কৃত বিদ্যা পটুতর সাহেব লোকেরদের পরামর্শ কমিটিতে অতিপ্রবল হয় তখন কমিটির অভিপ্রেত বিষয়ের মধ্যে অন্যান্য বিষয় ক্ষীণ করিয়া সংস্কৃত বিদ্যার পৌষ্টিকতা হইয়াছে এবং সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষয়ণার্থ মহাট্টালিকা ও চতুষ্পাঠীপ্রভৃতি নির্ম্মাণার্থ ভূরি২ মুদ্রা ব্যয় হয়। তৎপরে আরবীয় বিদ্যাবিষয়েও তত্তুল্য পৌষ্টিকতা হইতেছে এবং আরবীয় ও পারস্য নানা গ্রন্থ মুদ্রিতকরণে অতিবাহুল্যরূপে সরকারী টাকা ব্যয় হইতেছে। অথচ অল্প কালের মধ্যেই এতদ্দেশে ইঙ্গরেজী ভাষা প্রচলিত হইলে ঐ সকল গ্রন্থে কিছু উপযোগিতা থাকিবে না।

এতদ্রূপে কমিটির অন্তঃপাতি বিশেষ২ লোকেরদের ভাব কমিটির কার্য্যে দেদীপ্যমান হইতেছে এবং প্রকৃত হিতকরণবিষয় সকল এক প্রকার অন্ধকারাবৃতই থাকে এইপ্রযুক্ত ঐ কমিটির তাবন্নিয়মের সংশোধন করা উচিত। এবং অনেক বিবেচনানন্তর কার্য্য নির্ব্বাহকরণের একই প্রকার হিতজনক নিয়ম অবধারিত হইয়া কমিটির অন্তঃপাতি সাহেবেরা পরিবর্ত্তিত হইলেও ঐ নিয়ম বজায় থাকিলে ভাল হয়।

বিদ্যাধ্যাপনের বোর্ড সংস্থাপনবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের এই অভিপ্রায় ছিল যে সরকারী টাকা অতিপরিমিতরূপেই ব্যয় করা যায় এবং ঐ টাকা লইয়া যত সাধ্য তত কার্য্য সিদ্ধ করা যায় এবং কার্য্য নির্ব্বাহ বিষয়ে বোর্ডের সাহেবেরদেরও সেই অভিপ্রায় আছে। অতএব জিজ্ঞাসা করা উচিত যে সরকারী অন্যান্য তাবৎ কার্য্য যে নিয়মানুসারে চলিতেছে সেই নিয়মে এই বোর্ডের কার্য্য চলিলে ভাল হয় কি না। পরিমিতরূপে সরকারী টাকা ব্যয় হওনার্থ গবর্ণমেণ্ট নিয়ত প্রতিযোগিতারূপে তাবৎ কার্য্য সাধন করেন। অন্যান্য বোর্ডের জিনিসের আবশ্যক হইলে তাঁহারা তদ্বিষয়ে বিক্রেতারদিগকে আহ্বানার্থ ইশতেহার দেন। তাহাতে এক টুকরা লা কিম্বা এক গজ লাল ফিতাও বিক্রেতারদের প্রতিযোগিতাচরণ ব্যতিরেকে ক্রয় করেন না। কেবল বিদ্যাধ্যাপনার কমিটির কার্য্যই এতদ্রূপে চলিছে না এইপ্রযুক্ত প্রতিযোগিতার দ্বারা অল্প মূল্যে কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণের উদ্যোগ মাত্র না করিয়া সহস্র২ মুদ্রা পুস্তকাদি বিশেষতঃ পারস্য আরবীয় গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিতকরণার্থ ব্যয় হইতেছে। তবে ঐ বিদ্যাধ্যাপনার বোর্ডের সাহেবেরা যখন কোন গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন তখন তাঁহারা কি নিমিত্ত এমত ঘোষণা না করেন যে কলিকাতার মধ্যে যে কোন মুদ্রাযন্ত্রালয়ের অধ্যক্ষ ঐ গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিতে চাহিলে তাহার খরচ ও নমুনা দর্শায়নের প্রস্তাব করেন। তাহাতে যাঁহার প্রস্তাবেতে সর্ব্বপ্রকারে সরকারের উপকার বোধ হইবে তাহাই গ্রাহ্য করা যাইবে। দেখুন ইষ্টাম্প আপীস এতদ্রূপ প্রতিযোগিতারূপে কার্য্য করাতে পূর্ব্বে যে মূল্যে সরকারের নিমিত্ত কাগজ ক্রয় করিতেন এইক্ষণে তদপেক্ষা শতকরা ৩০ টাকা কম মূল্যে ক্রয় করিতেছেন। ইহার পূর্ব্বে যখন কলিকাতায় মুদ্রাযন্ত্রালয় কম ছিল এবং ছাপার কর্ম্মও অতিকদর্য্য ছিল তখন এমত প্রতিযোগিতারূপে কার্য্য না করণই তাহার একপ্রকার কারণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু দশ বৎসরাবধি ভারতবর্ষে মুদ্রাঙ্কনকার্য্যের অপূর্ব্বরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং কলিকাতানগরে ভূরি২ ঐ যন্ত্রালয় হইয়াছে তদধ্যক্ষেরা এইক্ষণে প্রতি-যোগিতারূপে এমত উদ্যোগ করিতেছেন যে কে কত উত্তমরূপ অথচ অল্পমূল্যে গ্রন্থাদি ছাপাইতে পারেন। অতএব এইক্ষণে কমিটির প্রাচীন নিয়মের পরিবর্ত্তনকরণ এবং ছাপার কর্ম্মের বৃদ্ধিহওনের দ্বারা সরকারের উপকারহওনের সময় উপস্থিত হইয়াছে এমত বোধ হয়। ইহাতে অবশ্যই সুফল দর্শিবে। আমরা কোন এক বিশেষ গ্রন্থ ছাপানের মূল ধরিয়া কহি না কিন্তু সাধারণ ও অতিনিঃসন্দিগ্ধ রীত্যনুসারে কহিতে পারি যে বিদ্যাধ্যাপনের কমিটির সাহেবেরা অন্যান্য তাবৎ বোর্ডের অনুযায়ি কার্য্য করিয়া যদি এই নির্দ্ধার্য্য করেন

যে প্রতিযোগিতারূপে পুস্তকাদি মুদ্রিতকরণবিষয়ে প্রস্তাব করিতে কলিকাতার তাবৎ মুদ্রাযন্ত্রালয়ের অধ্যক্ষেরদিগকে যদি আহ্বান করেন তবে অবশ্যই তাঁহারদের গ্রন্থ ছাপানের ব্যয়ের অত্যন্ত লাঘব হইবে।

## স্ত্রীশিক্ষা

( ২৩ জুলাই ১৮৩১। ৮ শ্রাবণ ১২৩৮ )

স্ত্রীবিদ্যাভ্যাস। চন্দ্রিকা ও প্রভাকর।—…বিশেষতঃ দর্পণপ্রকাশক মহাশয় লেখেন যে মনুষ্য হইয়া অর্দ্ধাঙ্গ স্ত্রীকে যে পশুভাবে রাখা এ কোন্ ধর্ম্ম। উত্তর ইহাই তাবদ্ বিশিষ্ট হিন্দু জাতির কুলধর্ম্ম তবে যে বিবাহিতা স্ত্রীকে পশুভাবহইতে মোচনকরা সে কেবল বীরভাবাপন্ন বাবুদিগের কর্ম্ম।

অপর লেখেন যে এখনকার রাণী ভবানী হঠী বিদ্যালঙ্কার শ্যামাসুন্দরী ব্রাহ্মণী ইহারাও দর্শন বিদ্যাতে অতিসুখ্যাতি পাইয়াছেন। উত্তর শ্রুতি স্মৃতি ও দর্শন অধ্যয়নে স্ত্রী জাতির আদৌ অধিকার নাই।…

…এবং কলিকাতার রাজবাটীর প্রায় সকলেই লেখা পড়া বিদিত আছেন। উত্তর উক্ত রাজবাটীর পুরুষ মাত্রেরি লেখা পড়া বিদিত আছে এ যথার্থ বটে রাণী ভবানী হঠী বিদ্যালঙ্কার শ্যামাসুন্দরীপ্রভৃতি উক্ত কএক জন বিপ্রকন্যার বিদ্যা বিষয়ের উপাখ্যান আমারদিগের কোন শাস্ত্রে লেখা নাই এবং তাঁহারা যৎকালে পৃথিবীতে জীবিতা ছিলেন তৎকালীন দর্পণসম্পাদক মহাশয় জম্বুদ্বীপে অবতীর্ণ হন নাই তবে কি শুদ্ধ স্কুলবুক সোসাইটীর গদ্য পদ্য রচিত পুস্তকের প্রমাণে হিন্দু বিশিষ্ট সন্তানেরা আপন কুলাঙ্গনাদিগের পাঠশালায় পাঠাইয়া যে বারাঙ্গনা করিবেন এমত যেন ভাইলোকেরা মনে করেন না যদি কোন২ বাবুরা আপন২ বিবিরদিগকে গুণবতী করণের নিমিত্তে গুরু মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন তথাপি সে সকল বাবুদিগেরও আমরা নিষেধ করি না বরঞ্চ আমরা এমত স্বীকার করি যে যে পাঠশালায় ঐ বিবিরা পাঠার্থে গমন করিবেন আমরাও রাত্রি কালে বৈকালে অবাধে প্রতিদিন বারেক দুইবার যাইয়া গুণবতীদিগের গুণের পরীক্ষা লইব।

পুনশ্চ শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় লেখেন যে এইক্ষণে সকল লোকের উচিত যে আপন২ পরিজনের প্রতি কৃপাবলোকন করিয়া কোন বিদ্যাবতী স্ত্রীকে নিজবাটীতে রাখিয়া তাহারদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করান এবং যাঁহারা নির্দ্ধন তাহারদিগকে যাবৎ বয়ঃস্থা না হয় তাবৎ পাঠশালায় পাঠান যেহেতুক বাল্যকালে কোন রূপে কোন বিষয়ে দোষ হইবার সম্ভাব নাই। উত্তর দর্পণসম্পাদক মহাশয়কে এ বিষয়ের জন্যে ব্যঙ্গ এবং অনুরোধ করিতে হইবেক না কারণ উক্ত বিষয়ের নিমিত্ত আমারদিগের কএক জন নির্লজ্জ বাবুরা যত্নবান হইয়াছেন। সং প্রং।

( ৫ জানুয়ারি ১৮৩৩। ২৩ পৌষ ১২৩৯ )

এদেশের শাস্ত্রের শাসন কেবল স্ত্রীলোক আর শূদ্রের উপরই অধিক চলে দেখ এই এক অশৌচ পালন যাহাতে শূদ্রের প্রতি এক মাস ক্লেশ ভোগ লিখিয়াছেন স্ত্রীলোকের প্রতিও তাহার বিধান প্রায় সমান যেহেতুক সন্তান হইলে ব্রাহ্মণ শূদ্র সাধারণ তাবৎ স্ত্রীলোকের প্রতিই অশৌচের বিধান সমান হইয়াছে পুত্র প্রসব করিয়াও তাঁহারা বহুদিনব্যতিরেকে দেব পিতৃকর্ম্মের কোন সামগ্রী স্পর্শ করিতে পারেন না এবং হিন্দুদের প্রধান শাস্ত্র বেদ তৎপাঠে একেবারে শূদ্রের অনধিকার যদি বা বেদের সারার্থ শ্রবণেও কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয়ের সম্ভব তাহাতেও শূদ্রেরদিগকে মহান্ ভয় দেখাইয়াছেন যেহেতুক বেদার্থ শ্রবণ করিলে শূদ্রের কর্ণ শুষ্কলী বদ্ধ করিয়া দিতে হয় স্ত্রীলোকের প্রতিও এতদ্বিষয়ে লিখিয়াছেন যে তাঁহারা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিবেন না যেহেতুক বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কর্ম্মকরণে স্ত্রীশূদ্রের সমানাধিকার ইহাতে কোন গ্রন্থকার এই লেখেন যদ্যপি ব্রাহ্মণের স্ত্রীলোকেরা শূদ্রতুল্যা হন তবে তাঁহারদের অন্নভোজনে ব্রাহ্মণের শূদ্রান্ন ভোজনের পাপ হউক এই আপত্তি দর্শাইয়া তাহার উত্তর লিখিয়াছেন যে কেবল যাগাদি কর্ম্মেই স্ত্রীলোকেরা শূদ্রতুল্যা কিন্তু পাকাদি কর্ম্মে নহেন অতএব তাঁহারা যে অন্ন পাক করিবেন তদ্ভোজনে শূদ্রান্ন ভোজনের পাপ হয় না। এই বিধিকারক মহাশয় কেমন দয়ালু দেখুন যাগাদি কর্ম্ম যদিও পৌত্তলিক হউক তথাপি তদর্থে বেদপাঠ করিয়া যে স্ত্রীলোকের কিঞ্চিৎ জ্ঞানযোগ হইতে পারে তাহাতে একেবারে নিষেধ করিয়া দিলেন কিন্তু গৃহাদি পরিষ্কার ও পাকশালাতে ধূমে চক্ষুর্জ্বালা হস্তদাহ-প্রভৃতি করিয়া রন্ধনাদি করিলে যে পুরুষেরা পরমসুখে ভোজন করিতে পারেন তাহারি বিধান লিখিলেন কি অন্যায় স্ত্রীলোকেরা কি এতই নীচ যে তাহারা অন্ধকারে থাকিয়া পুরুষের দাসীবৃত্তি করিবেক আর শূদ্রেরাই বা কি পাপ করিয়াছিলেন যে তাঁহারাই শাস্ত্র পড়িতে পারিবেন না কিন্তু কেবল ব্রাহ্মণাদি তিন জাতির দাসত্ব করিবেন ইহাই শাস্ত্রকারকেরা লেখেন এ সকল কথা তথাপি বিশ্বাসের যোগ্য হইতে পারে যদ্যপি হিন্দুরদের প্রধান শাস্ত্র বেদের কোন স্থলে স্ত্রী শূদ্রের প্রতি ঐরূপ লেখা থাকিত কিন্তু বেদের কোন স্থলেই তাহা নাই কেবল পুরাণাদি বক্তারা আপন২ পক্ষ টানিয়া স্ত্রী শূদ্রকে শাসনে রাখিয়াছেন যাহা হউক এইক্ষণে অনেকানেক ভদ্র শূদ্র সন্তানেরা অন্যান্য শাস্ত্রে সুবিদ্য হইয়া বোধ করিতেছেন যে পুরাণবক্তারা তাঁহারদের নিতান্ত বিপক্ষ ছিলেন এবং বেদপাঠে যে শূদ্রের অধিকার নাই ইহাও যুক্তিদ্বারা তাঁহারদের মিথ্যা বোধ হইতেছে কারণ মনুষ্য সকলই সমান এবং জ্ঞান পাওনের বাঞ্ছা সকলেরই আছে তবে যে জ্ঞানোপযোগি শাস্ত্রপাঠে শূদ্র জাতীয়ের অধিকার না থাকা ইহা সর্ব্বথা অসম্ভব অতএব অনুমান হয় অনেক ভব্য নব্য শূদ্রেরা বেদের অনুশীলন অবশ্য করিবেন সংপ্রতি যে চুপ করিয়া রহিয়াছেন তাহার কারণ এই যে যদিও ইহাঁরদের মনের মধ্যে পুরাণাদির লিখিত বহুতর বিষয়ে অবিশ্বাস হইয়াছে তথাপি সকলে হঠাৎ কোন কর্ম্ম করিতে পারিতেছেন না কেননা পূর্ব্বরীতিবিরুদ্ধ কোন বিষয়ের নাম লইতেই তাঁহারা স্বস্ব পরিবারস্থ প্রাচীন লোকের দ্বারা মহান্ বাধা পান এবং রাজার দ্বারাও এমত বিশেষ শক্তি পান নাই যে পরিবারের বা জ্ঞাতি কুটুম্বের বাধাকেও তুচ্ছ করিতে পারেন সুতরাং জানিয়া

শুনিয়াও তাঁহাদের জড়সড় হইয়া থাকিতে হইয়াছে কিন্তু সময় পাইলে যে তাঁহারা স্বস্ব মানস প্রকাশ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই সংপ্রতি এই যে এক রাজাজ্ঞা হইয়াছে যে কেহ পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও পৈতৃকবিষয়ে অনধিকারী হইবে না ইহা এক মহান্ মঙ্গলের চিহ্ন এইরূপ বিবাহের আদান প্রদানবিষয়ে যদ্যপি কোন এক সুপথ হয় তবেই কেহ কাহারও বাধা শুনিবেক না নতুবা অনেকেই ভীত আছেন যে যদ্যপি প্রকাশরূপে পূর্ব্বের ব্যবহারাতিরিক্ত আধুনিক ব্যবহার করেন তবে বিবাহ করিতে পারিবেন না অথবা কন্যা পুত্রের বিবাহদেওনে সজাতীয়ের ঘর পাওয়া ভার হইবেক যাহা হউক বুদ্ধিশালি পুরুষেরা আপন২ সুপথ চিন্তা অবশ্য করিবেন কিন্তু স্ত্রীলোকেরা যে অন্ধকারে রহিয়াছেন ইহা দূরহওনের কোন সুযোগ হঠাৎ দেখা যাইতেছে না কেননা পুরুষের ভয়ে তাঁহারা সর্ব্বদা অন্তঃপুরের ভিতরে গৃহ মার্জনাদি কর্ম্মে আবৃত থাকেন সুতরাং জ্ঞানি লোকের সহিত আলাপাদিও হয় না এবং বর্ণপরিচয়ও নাই যে শাস্ত্র পড়িয়া মনের অন্ধকার ঘুচাইতে পারেন যদি বা এই নগরের ও তৎপার্শ্বস্থ কএক গ্রামের স্ত্রীলোকেরা গঙ্গাস্নানের উপলক্ষে বাহির হন বটে কিন্তু সে বাহিরহওয়া তাঁহারদের কোন উপকারের নহে যেহেতুক ভাগ্যবন্ত লোকের স্ত্রীলোকেরা প্রায় রাত্রি থাকিতেই গঙ্গাস্নানে যান তাহাতে গঙ্গার ঘাটে বা রাস্তাতে অনেক জ্ঞানি পুরুষ থাকেন বটে কিন্তু তাঁহারদের সহিত কোন আলাপাদি হয় না এবং যাঁহারা দিবাভাগেও গঙ্গা-স্নানে যান তাঁহারাও কোন জ্ঞানির সহিত বিশেষালাপাদি করেন না কেবল ঘাটের এবং নৌকায় গমনশীল দেশ বিদেশীয় পুরুষেরদের সাক্ষাতে গঙ্গায় সর্ব্বাঙ্গ দেখাইয়া যান গঙ্গাস্নানে যে শত সহস্র পুরুষের সাক্ষাতে স্ত্রীলোকেরা দর্শনাবগাহন করেন তাহাতে এতদ্দেশীয় পুরুষেরদের কোন আপত্তি নাই কিন্তু বিদ্যাবতী হইতেই নানাপ্রকারে বিবাদী হন এই অবিবেচনীয় ব্যবহারে স্ত্রীলোকেরদের দুঃখ স্মরণ করিতে আমরা খেদিত হই ইতি।—জ্ঞানান্বেষণ।

( ১০ মে ১৮৩৪। ২৯ বৈশাখ ১২৪১ )

স্ত্রীর বিদ্যা শিক্ষা।—…এতদ্বিষয়ে দেশীয় লোকেরদের মনে অত্যন্ত ভ্রম চলিতেছে অদ্য-পর্য্যন্ত সেই ভ্রম ভ্রম হয় নাই বোধ করিয়া আপনকার সম্বাদপত্রের দ্বারা আমি সকল শাস্ত্রিরদিগকে এইক্ষণে কহিতেছি যাহাতে স্পষ্ট অথবা অর্থাপত্তিক্রমে স্ত্রীরদের লিখন পঠনকরণ নিষেধ ছিল এমত এক বচন তাঁহারা যদি সমর্থ হন তবে তাবদ্ধর্ম্ম শাস্ত্রের কোন গ্রন্থহইতে বাহির করুন। স্ত্রীর বিদ্যাভ্যাসনিষেধক এমত কোন প্রমাণই তাঁহারা দিতে পারিবেন না কিন্তু স্ত্রীর বিদ্যাধ্যয়নাদিবিষয়ক যে অনুমতি আছে তাহা আমি নীচে লিখিত কএক বিবরণের দ্বারা প্রমাণ দিতেছি।

১। মহাদেবের পত্নী পার্ব্বতী সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ কুমারসম্ভব।

২। নলরাজার স্ত্রী দময়ন্তী লিখন পঠন করিতে পারিতেন তাহার প্রমাণ নৈষধ গ্রন্থ।

৩। রুক্মিণী স্বীয় বিবাহার্থ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে স্বহস্তেই পত্র লিখিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ঐ পত্রেতে তাঁহার বুদ্ধি ও স্ত্রীস্বভাব লজ্জার বিষয় অতিপ্রশংস্য বোধ হয় যদ্যপি তিনি লেখা পড়া না জানিতেন তবে কি প্রকারে পত্র লিখিতেন তাহার প্রমান শ্রীমদ্ভাগবত।

৪। ভবভূতি লিখিয়াছেন যে বাল্মীকি আত্রেয়ী স্ত্রীকে এবং রামের পুত্রকে বেদান্ত অধ্যাপন করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ রামায়ন।

পুরাণহইতে এমত অসংখ্যক প্রমাণ আমি দিতে পারি কিন্তু তাহা না দিয়া আধুনিক কএক প্রমাণ দিতেছি।

শাস্ত্রিরদের মধ্যে অনেকেই শীলা ও বীজা ও বীচিকা ও মরিকা কাব্য অবগত থাকিবেন। তদ্বিষয়ে আধুনিক এক ব্যক্তি কবি লিখিয়াছেন যে শীলা ও বীজা ও বীচিকা ও মরিকা এবং অন্যান্য স্ত্রীরাও উত্তম কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। জ্যোতির্জ্ঞ মাত্রই ভাস্করাচার্য্যের কন্যা লীলাবতীকে অবগত আছেন। তৎকর্তৃক রচিত মহাগ্রন্থের মধ্যে যত প্রশ্ন আছে সে সকলই লীলাবতীর প্রতি হয় এবং ধারাবাহিক এমত জনশ্রুতি আছে যে ঐ বিদ্যাবতী লীলাবতী কন্যা পিতৃকর্তৃক গণিত গ্রন্থ রচনা সময়ে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন।

অস্মৎকালেও সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে যে অতিমান্য শিষ্ট বিশিষ্ট স্ত্রীগণও সংস্কৃত লিখন পঠনাদি বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন এবং যদ্যপি এমত স্ত্রী লোকের সংখ্যা অল্প হয় তথাপি তাহাতে এমত প্রমাণ হইতেছে যে স্ত্রী লোকের মনেতেও বিদ্যা বুদ্ধির বৃদ্ধি হইতে পারে এবং বিদ্যাভ্যাস করিলে যে নির্ল্লজ্জা হইবে এমত নহে বরং তাহাতে সাত্বিকী ও সাধ্বী হইতে পারে। এবং উপরিউক্ত যে সকল প্রমাণ দর্শিত হইল তাহাতে শাস্ত্রের কোন স্থানেই স্ত্রী লোকের বিদ্যা শিক্ষাতে নিষেধ নাই দেখা যাইতেছে। কস্যচিৎ হিন্দোঃ। দক্ষিণ দেশ ৬ আপ্রিল।

( ২৬ মে ১৮৩৮। ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৫ )

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক সমীপেষু।—আপনকার ১১৮১ সংখ্যক দর্পণে কস্যচিৎ চুঁচুড়া নিবাসি গুপ্ত নামধারি ব্রাহ্মণস্য ইতিস্বাক্ষরিত এক অদ্ভুত পত্র প্রকাশ হইয়াছে কিন্তু কার্য্যান্তরে স্থানান্তরে থাকাতে তাহা পাঠ করিতে বিলম্ব হইয়াছিল এইক্ষণে দৃষ্ট মাত্রই লেখকের ভ্রান্তি শান্ত্যর্থে যৎকিঞ্চিৎ লিখিলাম সুধীর মহাশয়রা বিবেচনা করিবেন। লেখক মহাশয় স্ত্রীগণের বিদ্যাভ্যাস না হওয়াতে আন্তরিক খেদিত আছেন। সম্পাদক মহাশয়গো লেখক মহাশয় নারীগণের বিদ্যাভ্যাস নাহওয়াতে দেশীয় সৌষ্ঠবের বিলম্ব হইতেছে লিখিয়াছেন। হায় কি অপূর্ব্ব কথা অঙ্গনারা বিদ্যাশিক্ষা করিলে দেশের যে কিসে উপকার দর্শিত তাহা আমার বোধগম্য হয় না যেহেতুক স্ত্রীলোককে সর্ব্বশাস্ত্রেই অবিশ্বাসী ও খল কহিয়াছেন তাহার এক প্রমাণ। বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ। ইহাতে লেখক মহাশয় এইক্ষণে দেশের সৌষ্ঠব হওনে স্ত্রীরদিগের বিদ্যাভ্যাসের উপরই নির্ভর করিয়াছেন ইহা কেবল তাঁহার অপূর্ব্ব বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা মাত্র তিনি কি আশ্চর্য্য দেশহিতৈষী যে দেশের মঙ্গলার্থ স্ত্রীগণের বিদ্যাভ্যাস অসম্ভবও সম্ভবজ্ঞান করিয়াছেন। আর লেখেন স্ত্রীলোকেরা মূর্খ

প্রযুক্তই ঘরেপরে বিবাদ জন্মাইয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত বিচ্ছেদ ঘটায়।...আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি অনেক জমীদারের ঘরে স্ত্রীরা অতি বিদুষী ও বিজ্ঞা আছেন কিন্তু এইক্ষণে সেই সকল ঘরেই অধিকন্তু স্ত্রী বিবাদ উপস্থিতে সহোদর ভ্রাতা ইত্যাদি বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে বিচ্ছেদ জন্মাইয়া নানা স্থানী করিতেছে। লেখক আরো লেখেন যে স্ত্রীরা বিদ্যা বুদ্ধিহীন প্রযুক্ত পুরুষেরা তাঁহারদের সংসর্গে সভ্যতা প্রাপ্ত হইতে পারেন না। হায় লেখক কি গূঢ় কথা প্রকাশ করিয়াছেন তিনি কি ইহা জানেন না যে স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী শাস্ত্রে কহে। অপর স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাসে বরং মন্দ-ফল জন্মে। যথা গুণ হইয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়। এপক্ষে আরো অনেক২ প্রমাণ আছে বিশেষতঃ স্ত্রীগণের বিদ্যাভ্যাসে যে অনিষ্ট স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে তাহা লিখিতেছি। উত্তম মধ্যম অধম সর্ব্বপ্রকার লোকেরই সম্ভ্রম স্ত্রীর ব্যবহারানুসারে সর্ব্ব লোকই বালিকারদিগকে স্নানে গমন ইত্যাদি আবশ্যক কর্ম্মে কখন একা ঘরহইতে বাহিরে যাইতে দেন না সর্ব্বদা সংগোপনে সাবধানে রাখেন। এ অবস্থাতে তাহারা কিরূপে নানা লোকের সহিত পদব্রজে পাঠশালায় গিয়া পাঠ করিবে এবং স্ত্রীরা বাহিরে গেলেই তদৃষ্টে অশিষ্ট দুষ্ট পুরুষেরদের লোভ জন্মিয়া থাকে এবং সময়ানুসারে কোন কৌশলে ছলে কৌতুকীয় নানা কুবচনও বলিয়া থাকে। অতএব অঙ্কে স্থিতাপি যুবতিঃ পরিরক্ষণীয়া। ইহাতে কি প্রকারে তাহারদিগকে পাঠশালায় পাঠাইয়া সুস্থির থাকিবেন। যদি ধনি ব্যক্তিরা যানবাহনে স্বচ্ছন্দে পাঠাইতে পারেন তাহাতে বক্তব্য যে এসকল কেবল ধনবান মহাশয়েরদের পক্ষেই সম্ভব কিন্তু পাঠশালায় শিক্ষক পুরুষব্যতিরেকে স্ত্রী নিযুক্তা হয় না যেহেতু এতদ্দেশে স্ত্রী সুপণ্ডিতা প্রায় নাই এবং পুরুষেরা অতি ধার্ম্মিক হইলেও বল-বানিন্দ্রিয় গ্রামো বিদ্বাংসমপিকর্ষতি এবং ঘৃতকুম্ভ সমানারী তপ্তাঙ্গার সমঃ পুমান্ ইত্যাদি প্রমাণে এবং লৌকিক ব্যবহারে পরস্ত্রী পর পুরুষের একত্র অবস্থান দূরে থাকুক মনুর বচন গুরুপত্নী প্রভৃতি যুবতি হইলে শিষ্য তাঁহার পাদস্পর্শ করিবে না এবং মাতা ভগিনী কন্যা যুবতি হইলে একত্র নির্জনে তাঁহাদের সঙ্গে অবস্থান করিবে না। পুরুষের মন অতিমত্ত এবং স্ত্রীরও তাদৃশ যথা সুবেশং পুরুষং দৃষ্টা ভ্রাতরং যদিবা সুতং ইত্যাদি প্রমাণ আছে। অতএব পুরুষের নিকটে স্ত্রীর বিদ্যাভ্যাস সর্ব্বপ্রকারেই অসম্ভব।

কৈলাসচন্দ্র সেন মুর্শিদাবাদ

( ১৬ জুন ১৮৩৮। ৩ আষাঢ় ১২৪৫ )

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু।—...অস্মদ্দেশীয় অনেকানেক বিশিষ্ট শিষ্ট মহামহিম মহাশয়েরা যাহারা স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে দোষ অভাবেও দোষাবধারণ করিয়া স্ব২ পরিবারদিগকে শিক্ষা না দিয়া তাহারদিগের ঐ মনুষ্যদেহে স্বচ্ছন্দে পশুত্ব প্রদান করিতেছেন আমি অকুতোভয়ে কহিতেছি যে তাঁহারা অত্যন্তানভিনিবেশবশতঃ বা বিশেষ তথ্যানুসন্ধান বিরহে শুদ্ধ সন্দেহ পাশে বদ্ধ হইয়া মাত্র তাহারদিগকে শিক্ষা না দিয়া যাবজ্জীবন জন্য দুঃখিনী করিতেছেন যেহেতুক অজ্ঞানতাবশতই স্ত্রীগণ অনুক্ষণ দুষ্কর্ম্মে

রতা হইয়া দুঃখ পায় অতএব অবিদ্যাই তাহারদিগের দুঃখের প্রতি কারণ। বিচক্ষণ পত্রপ্রেরক [ কৈলাসচন্দ্র সেন ] লেখেন যে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যোপার্জনে বরং মন্দফলই জন্মে যথা গুণ হয়ে দোষ হলো বিদ্যার বিদ্যায়। উত্তর শাস্ত্র বিদ্যা যে অসৎ ফলার্পিকা ইহা এক নূতন বার্ত্তা কেন না বিদ্যা যে জ্ঞান ইহা কখন অজ্ঞান জনিকা বা মন্দ ফলার্পিকা নহেন যথা বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াৎ যাতি পাত্রতাং পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মং ততঃ সুখং। অতএব বিদ্যোপার্জনে এই সকল অর্জ্জন হয় বিদ্যার অভাবে ইহারদিগের অভাব হইলে সুতরাং নানা মন্দ ফল দর্শে বিদ্যাবতী বিদ্যার বিদ্যা গুণ হইয়া যে দোষ হইয়াছিল হইয়া অস্বীকর্ত্তব্য দুষ ধাতুর গুণ হইয়াই দোষ হইয়াছে তবে উক্তস্থলে ইহা প্রয়োগের কারণ কেবল রচনার শোভার্থে বস্তুতঃ এক প্রকার অনন্বয় ইহাই স্বীকার করিলে এস্থলে বিবাদ বিরহ কেন না বিদ্যা সুন্দরের ইতিহাস দ্রষ্টা বিচক্ষণ পাঠক মহাশয়েরা যদি ঐ উভয়ের সংমেলনের প্রতি সূক্ষ্ম বিবেচনা করেন তবে বিদ্যার বিদ্যায় যে গুণ হইয়া দোষ হইয়াছিল কদাচ এমত বোধ হইবেক না তবে অপবাদ প্রভৃতি দেবীর লীলার কারণ মাত্র অতএব বিদ্যার দ্বারা অর্জিত গুণ কদাপি অগুণ কারক নহে। দর্পণ সম্পাদক মহাশয় স্ত্রী লোকদিগের বিদ্যাধ্যয়নে শাস্ত্রে কোন নিষেধ নাই বরং নীতি শাস্ত্রে স্পষ্ট অনুমতি আছে যথা কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়েতি যত্নত ইত্যাদি অর্থাৎ কন্যাকে পুত্রের ন্যায় পালন ও শিক্ষা করাইবেক। আর যদি স্ত্রী লোকদিগের বিদ্যাধ্যয়নে কস্মিংশ্চিন্মতে কোন দোষাল্লেখ থাকিত তবে পূর্ব্বকার সাধ্বী স্ত্রীরা কদাচ অধ্যয়ন করিতেন না দেখুন মৈত্রেয়ী শকুন্তলা অনুসূয়া বাহুবটকন্যা দ্রৌপদী রুক্মিণী চিত্রলেখা লীলাবতী মালতী কর্ণাট রাজাঙ্গনা খনা এবং লক্ষ্মণসেনের স্ত্রী প্রভৃতি নানা শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া তত্তচ্ছাস্ত্রের পারদর্শিতা রূপে বিখ্যাতা ছিলেন অতএব আমি পত্রপ্রেরককে জিজ্ঞাসা করি যে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া কি তাঁহারদের ধর্ম্ম নষ্ট না অখ্যাতি হইয়াছিল বরং তাঁহারদের সুখ্যাতিই চির জীবিনী হইয়াছে সম্পাদক মহাশয় উক্ত স্ত্রীদিগের প্রত্যেকের অপূর্ব্বানির্ব্বচনীয়া বিদ্যা বুদ্ধির প্রমাণ সমূহ দেদীপ্যমান আছে আবশ্যক হইলে প্রকাশ হইবেক যদি পত্রপ্রেরক ঐ স্ত্রীরা দেবাংশে জাতা বলিয়া আপত্তির উৎপত্তি করেন তবে আমি এই কহিতেছি যে একালে রাণীভবানী হঠী বিদ্যালঙ্কার ও শ্যামাসুন্দরী ব্রাহ্মণী প্রভৃতি অনেক স্ত্রীরা বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং অনেকেই করিতেছেন তাহাতে তাহারদের প্রতি কি দোষ স্পর্শিয়াছে বা স্পর্শিতেছে অতএব পূর্ব্বাবধি এপর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদিগের যে বিদ্যাধ্যয়ন প্রথা প্রচলিতা আছে এবং তাহাতে দোষাভাব ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যাহাহউক পত্রপ্রেরক সন্দেহ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া তদনন্তর লেখেন যে উত্তম মধ্যম অধম সর্ব্বপ্রকার লোকেরই সম্ভ্রম স্ত্রীগণের ব্যবহারানুসারে তেষাং তাবল্লোকেই স্ব২ বালিকারদিগকে ও আবশ্যক কর্ম্মার্থে বহির্গমন করিতে দেন না এতাবতা এতদবস্থায় তাহারা কিরূপে পদব্রজে পাঠশালায় গিয়া শিক্ষা করিবেক যদ্ধেতুক তদ্দৃষ্টে অশিষ্ট অর্থাৎ পারস্ত্রৈণেয় জনগণ তত্তল্লোলুপ হইয়া বিদ্রূপাদি করিবেক। উত্তর ভদ্র লোকের এক পক্ষে মান সম্ভ্রম স্ত্রীদিগের ব্যবহারানুসারে এ কথা মান্য বটে কিন্তু এই ভদ্র কর্ম্মের উপষ্টম্ভ হইলেই যে ভদ্র লোকের বালিকারা পাঠশালায় গিয়া পাঠ করিবেন

যদি পত্রপ্রেরক এমত ভাবিয়া থাকেন তবে অবশ্যই তাঁহার বুদ্ধির চাঞ্চল্য স্বীকার করিতে হইবেক তবে যেমতে তাঁহারদের শিক্ষা দেওয়া উচিত তাহা অস্মদ্বিবেচনায় এই বোধ হইতেছে প্রথমতঃ স্থানে২ পাঠশালা স্থাপন করত তাহাতে এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত শিক্ষকদিগকে নিযুক্ত করিয়া এই অনুমতি করা যায় যে তাহাতে কেবল এতদ্দেশীয় সামান্য লোকের বালিকারা অর্থাৎ যাহারা স্বচ্ছন্দে বাহিরে গমনাগমন করিয়া থাকে তাহারদিগকে মাত্র শিক্ষা দেওয়া যায় ইহার তত্ত্বাবধারণার্থে কেবল ইংলণ্ডীয় বিবিরা নিযুক্তা থাকেন ঐ বালিকারা যাবৎ বয়স্থা না হয় তাবৎ-পর্য্যন্ত তাহারদিগকে ঐ বিদ্যালয়ে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া যায় যেহেতুক বাল্যকালে কোন রূপে কোন বিষয়ে দোষ হইবার সম্ভাবনা নহে বরং জ্ঞান প্রাপ্তির অপেক্ষা বটে যথা বাল্যে শিক্ষিত বিদ্যানাং সংস্কারঃ সুদৃঢ়ো ভবেৎ যদি পত্রপ্রেরক আরো কহেন যে স্ত্রীজাতির বিদ্যা হইবার সম্ভাবনা কি উত্তর অসম্ভবনাভাব যেহেতুক নীতিশাস্ত্রে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রী বুদ্ধি অধিক জ্ঞাপন করিয়াছেন যথা আহারো দ্বিগুণশ্চৈব বুদ্ধিস্তাসাং চতুর্গুণা ইত্যাদি। অতএব আমি বলি পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোক অধিক শ্রম ও অল্পে বিদ্যোপার্জন করিতে পারেন যাহাহউক কিয়ৎ কালপর্য্যন্ত ঐ বালিকারা এইপ্রকারে সুশিক্ষিতা হইলে তাহারাই ভদ্রলোকের বাটীতে গিয়া তাঁহারদিগের পরিজনকে শিক্ষা দিতে সমর্থা হইবেক তাহাতে প্রত্যেক বাটীর মধ্যে যদি একজন স্ত্রীলোক নানাপ্রকার পুস্তকাদি দর্শনে ও পরস্পর আলোচনা কারণ বিদ্যাবতী হন তবে বোধ করি যে তত্তদ্বাটীর তাবদজ্ঞ নারীরাই তৎ কর্ত্তৃক শিক্ষিতা হইতে পারিবেন তাহাতে কিছুকাল এই রূপ হইলে বহু-সংখ্যক স্ত্রীলোক সুশিক্ষিতা হইয়া ক্রমশঃ অন্যান্য অজ্ঞানরূপ ঘোর তিমিরাচ্ছন্না অবলারা প্রবোধচন্দ্রোদয়ে জ্ঞানালোকে প্রাপ্ত হইতে পারিবেক ইহা আপনকার পত্রপ্রেরক যদি একবার ভ্রম সিন্ধুহইতে মাথা তুলিয়া বিবেচনা করেন তবেই বুঝিতে পারিবেন এত ভাবনার বিষয় কি… ইতি। লিপিরিয়ং জ্যৈষ্ঠস্য উন বিংশতি দিনজা হুগলি।

বঙ্গবালাহিতৈষি কেষাংচিৎ হুগলি নিবাসিনাং।

পুং নিং। মহাশয় ২১ ফালগুণের ১১৮১ সংখ্যার দর্পণে প্রতিবাসি চুঁচুড়া নিবাসি ব্রাহ্মণ পত্রপ্রেরক মহাশয়ের মতের স্থূলার্থের সহিত আমি নিতান্ত ঐক্য ফলতঃ এই স্ত্রী শিক্ষা যেরূপে দেওন কর্ত্তব্য তাহাতে তিনি যে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে আমি নিতান্ত অসম্মত যেহেতুক তাঁহার মানস যে প্রকাশ্য স্থানে স্থাপিতা পাঠশালায় আসিয়া ভদ্রলোকের বালিকারা শিক্ষা করেন কিন্তু ইহা অসম্ভব যেহেতুক যাহারা বাহিরে গমন দূরে থাকুক বরং পরপুরুষাননাবলোকনাশঙ্কায় সতত পটাবগুণ্ঠন পূর্ব্বক অন্তঃপুরে বাস করেন তাঁহারা কিমতে ঐ পাঠশালায় আসিয়া পাঠ করিবেন আমি বোধ করি এরূপে স্ত্রীশিক্ষার চেষ্টা পাইলে ইহার উপষ্টম্ভ হওয়া সুদূরে দূর হউক বরং অনেকেই আশু ঐ আশাকে হৃদয়ে যে বাসা দিয়াছেন তাহাও চঞ্চল-চিত্তে চূর্ণায়মানা করিবেক…ইতি।

## পুস্তকালয়

( ১৪ নভেম্বর ১৮৩৫ । ২৯ কার্ত্তিক ১২৪২ )

কলিকাতার সাধারণ পুস্তকালয়।—গত শনিবারে কলিকাতার টৌনহালে নূতন পুস্তকালয় পক্ষীয় মহাশয়েরা সভাস্থ হইলেন। তাহাতে ঐ পুস্তকালয় সুনিয়মপূর্ব্বকই স্থাপিত হয় এবং পূর্ব্বকার প্রবিসনল কমিটির পরিবর্ত্তে ৭ জন কিউরেটর অর্থাৎ অধ্যক্ষ মনোনীত হইলে পুস্তকালয় স্থাপন ও তৎকার্য্য নির্ব্বাহ বিষয়ক ধারা নিরূপণকরণের ভার সাত জনের হস্তে অর্পিত হয়। এবং আমরা অবগত হইয়া আহ্লাদিত হইলাম যে উক্ত পুস্তকালয়ের ৬০ জন অধ্যক্ষ স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং বোধ হয় যে আর দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে ঐ পুস্তকালয়ের কার্য্যারম্ভ হইলে তাহার তাবৎ বিষয়ই সুধারামত চলিবে। শেষ বৈঠকে গ্রাহ্য যে সকল প্রস্তাব কলিকাতার সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমরা পাঠক মহাশয়েরদের গোচরার্থ প্রকাশ করিলাম।

১৮৩৫ সালের ৭ নবেম্বর শনিবারে টৌনহালে সাধারণ সভাতে যে প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল তাহা এই।

প্রথম। নিশ্চয় হইল যে গত ৩১ আগস্ত তারিখে যে সভা হয় সেই সভাতে মনোনীত প্রস্তাবানুসারে সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপন করা উচিত যেহেতুক তদ্বিষয়ে সর্ব্বসাধারণেরই অনুরাগ জন্মিয়াছে।

দ্বিতীয়। নিশ্চয় করা গেল যে প্রথমে কমিটিকর্তৃক উপযুক্ত বেতনেতে এক জন নায়েব পুস্তকরক্ষক নিযুক্ত হন এবং আবশ্যক হইলে আরো এক জনকে নিযুক্ত করণের ক্ষমতা তাঁহারদের থাকে।

তৃতীয়। প্রবিসনল কমিটির রিপোর্টের যে সকল পরামর্শ এইক্ষণে পাঠ হইল তাহা এবং উক্ত সংশোধিত নিয়ম এই বৈঠকে গ্রাহ্য হয়।

চতুর্থ। এই পুস্তকালয়ের কার্য্য সকল ৭ জন কিউরেটর অর্থাৎ অধ্যক্ষেরদের হস্তে অর্পণ করা যায় এবং তাঁহারা অংশিরদের এবং যে প্রথম শ্রেণির স্বাক্ষরকারিরা এক বৎসরঅবধি স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারদের দ্বারা প্রতি বৎসরে ফেব্রুআরি মাসের বার্ষিক বৈঠকে মনোনীত হইবেন। এবং যাঁহারা অধ্যক্ষ হইবেন তাঁহারা ইশতেহারের দ্বারা বৈঠকে অংশিদিগকে আগমনার্থ আহ্বান করিবেন।

পঞ্চম। ঐ অধ্যক্ষ সাহেবেরা যেমত উচিত বুঝেন সেইমত পুস্তক সংগ্রহ ও বিতরণ করিতে এবং পুস্তকালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যবিষয়ে নিয়ম করিবেন এবং এই বৈঠকে যে মূল বিধান স্থির হইয়াছে তদনুসারে ঐ পুস্তকালয় সংস্থাপন করিবেন। এবং আগামি ফেব্রুআরি মাসের সাধারণ বৈঠকের পূর্ব্বে সর্ব্বসাধারণ লোকের বিজ্ঞাপনার্থ ঐ বিধান প্রকাশ করিবেন। এবং তাঁহারা গ্রন্থরক্ষক এক জন নিযুক্ত করিবেন ও যাহাতে ঐ পুস্তকালয়ের কার্য্য আগামি ১ দিসেম্বর তারিখে আরম্ভ হয় এমত উচিত ব্যক্তিরদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন।

ষষ্ঠ। ঐ পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষেরা এককালে এই সোসৈটির হাজার টাকার অধিক ব্যয় করিতে চাহিলে তাহার বিবরণ এক সপ্তাহপর্য্যন্ত মেজের উপরি রাখণের পর তাহা ব্যয় করিতে পারেন।

সপ্তম। অধ্যক্ষেরদের কার্য্যসকল এক গ্রন্থের মধ্যে লেখা যাইবে এবং ঐ গ্রন্থ অংশি ও স্বাক্ষরকারিরদের দর্শনার্থ মেজের উপরি নিত্যই থাকিবে।

অষ্টম। এইক্ষণে যে নিয়ম প্রকাশ হইল তাহা এই সমাজের মূলবিধানের ন্যায় গণ্য হইবে এবং কেবল বার্ষিক সাধারণ বৈঠকে তাহার মতান্তর হইতে পারিবে অথবা তাহা মতান্তর-করণার্থ সাত দিন পূর্ব্বে কলিকাতার এক বা তদধিক দৈনিক সম্বাদপত্রের দ্বারা ইশ্‌তেহার দেওয়া গেলে এবং ঐ ইশ্‌তেহারে প্রস্তাবিত মতান্তরের ভাব প্রকাশ হইলে পর কোন মতান্তরকরণ সিদ্ধ হইতে পারিবে।

নবম। অধ্যক্ষ সাহেবেরা উচিত যে কোন সময়ে অষ্টম ধারাতে যে বিজ্ঞাপনের বিষয় লিখিত আছে সেইমত বিজ্ঞাপনকরণের পর এক বিশেষ বৈঠক করিতে পারেন এবং যদ্যপি কোন পাঁচ জন অংশী অথবা কোন দশ জন অংশী এবং এক বৎসরপর্য্যন্ত প্রথম সংপ্রদায়ের স্বাক্ষর-কারিরদের মধ্যে দশ জন আজ্ঞা করিলে এক মাসের মধ্যে ঐ অধ্যক্ষ সাহেবেরা এক বিশেষ বৈঠক করিবেন এবং ঐ আজ্ঞাপত্রের দ্বারা ঐ বৈঠককরণের তাৎপর্য্য লিখিতে হইবে এবং ঐ আজ্ঞা প্রাপণের পর যদ্যপি দুই সপ্তাহের মধ্যে অধ্যক্ষেরা বৈঠকহওনবিষয়ে এত্তেলা না দেন তবে কোন তিন জন অংশী ঐ সাত দিবসের এত্তেলা দিলে পর তদ্রূপ এক বৈঠক আপনারাই করিতে পারেন।

দশম। নীচে লিখিতব্য সাহেব লোকেরা প্রথম সাধারণ বৈঠকপর্য্যন্ত অধ্যক্ষতা কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন।

শ্রীযুত সর এড্‌বার্ড রয়ন সাহেব।
শ্রীযুত চার্ল্‌স কামরণ সাহেব।
শ্রীযুত ডিকিন্স সাহেব।
শ্রীযুত পার্কর সাহেব।
শ্রীযুত গ্রাণ্ট সাহেব।
শ্রীযুত মার্স্‌মন সাহেব।
শ্রীযুত কলবিন সাহেব।

একাদশ। আগামি সাধারণ বৈঠকপর্য্যন্ত শ্রীযুত ষ্টকলর সাহেব সংপ্রতি এই সমাজের সম্ভ্রান্ত সেক্রেটরীর কর্ম্ম গ্রহণ করিবেন।

দ্বাদশ। বঙ্গদেশের শ্রীলশ্রীযুত গবর্‌নর্‌ সাহেব অতিবদান্যতাপূর্ব্বক ফোর্ট উলিয়ম কালেজের গ্রন্থসকল এই সমাজে অর্পণ করিয়াছেন তন্নিমিত্ত অধ্যক্ষ সাহেবেরা ঐ শ্রীলশ্রীযুত সাহেবের নিকটে সামাজিক তাবল্লোকের অতিবাধ্যতা স্বীকার করিবেন।

ত্রয়োদশ। যে সাধারণ ব্যক্তিরা পুস্তক দানের দ্বারা অথবা অন্য কোনপ্রকারে এই পুস্তকালয়ের উপকার করিয়াছেন তাঁহারদের নিকটে এই বৈঠকে বাধ্যতা স্বীকার করা যাইবে।

চতুর্দ্দশ। প্রবিজনল কমিটির সাহেবেরা রিপোর্ট প্রস্তুতকরণে এবং এই সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপনার্থ পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুতকরণে যে উদ্যোগ ও বিজ্ঞতা ও বিবেচনা প্রকাশ করিয়াছেন তন্নিমিত্ত এই বৈঠকে তাঁহারদের নিকটে বাধ্যতা স্বীকর্ত্তব্য।

জে পি গ্রাণ্ট সভাপতি। কলিকাতা ১০ নবেম্বর।

( ১৫ অক্টোবর ১৮৩৬। ৩১ আশ্বিন ১২৪৩ )

মেটকাফ পুস্তকালয়।—কলিকাতা শহরে মেটকাফনামক পুস্তকালয়ের অট্টালিকা গ্রন্থনার্থ নক্সা প্রস্তুত করিতে ও তাহার বরাওর্দের ফর্দ দিতে মিস্ত্রিরদিগকে আহ্বান করা গিয়াছে ঐ অট্টালিকা একতালা হইবেক এবং তাহা বারিকের নিজ সম্মুখে লাল দীঘির ধারে গ্রথিত হইবেক। ঐ বরাওর্দের ফর্দ্দ এমত করিতে হইবেক যে তাহাতে ১৫০০০ টাকার অধিক ব্যয় না হয়।

( ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ৬ ফাল্গুন ১২৪৫ )

কলিকাতাস্থ পুস্তকালয়।—সম্বাদ পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে কলিকাতাস্থ কতিপয় বিশিষ্ট ধনি মহাশয়েরা স্বদেশীয় লোকেরদের উপকারার্থ সাধারণ এক পুস্তকালয় স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন তন্নিমিত্ত সহস্র গ্রন্থ সংগ্রহ হইয়াছে এইক্ষণে ঐ অভিপ্রেত বিষয় সম্পাদনার্থ ইমারৎ করণের উপযুক্ত স্থান মনোনীত করণের অপেক্ষা মাত্র আছে।

( ৯ মার্চ ১৮৩৯। ২৭ ফাল্গুন ১২৪৫ )

কলিকাতা মহানগরী মধ্যে বঙ্গ দেশীয় জনপদ সন্নিধি এতদ্দেশীয় মনুষ্যের উপকারার্থে ইতিমধ্যে এক সাধারণ পুস্তকালয় সংস্থাপন হইবেক এতৎ শ্রবণে পাঠকবর্গ সন্তোষযুক্ত হইবেন এইক্ষণে আমরা ঐ পুস্তকালয়ের পরসপেকটর প্রকাশ করিতেছি কেননা আমারদিগের দেশস্থ যে সমস্ত লোকেরা এ বিষয়ের ব্যওরা জ্ঞাত নহেন তাহারদিগের জ্ঞাতকারণ লিখিতেছি। পরন্তু ঐ পুস্তকালয় সংস্থাপনের বন্ধু ও কর্ত্তাসকল তাহারা সদ্বিবেচনা নিমিত্ত এক সভা করেন আমরা তাহারদিগের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি তাহার কারণ ঐ যে কোন বিদ্যালয় অথবা পুস্তকালয় সাধারণের সাহায্য ব্যতিরেকে কদাপি চিরস্থায়ি হয় এমত বোধ নহে। জ্ঞানান্বেষণ।

( ২৯ জুন ১৮৩৯। ১৬ আষাঢ় ১২৪৬ )

আমারদিগের এতদ্দেশীয় সাধারণের ব্যবহার করণার্থ যে এক পুস্তকালয় সংস্থাপিত হইয়াছে তাহা পাঠকবর্গরা শ্রবণ করিয়া থাকিবেন কিন্তু আমরা তাঁহারদিগকে অবগত করণার্থ বাঞ্ছা করিয়া বলি যে এইক্ষণে ঐ পুস্তকালয়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে এবং তদ্বিষয়ে অনেক চাঁদা হইয়া

অনেক আপাতত দান ও বার্ষিক মাসেং দান করণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এই পুস্তকালয়ে এইক্ষণে ১৮০০ সংখ্যক পুস্তক আছে এবং যে মুদ্রা সংস্থাপিত হইয়াছে তদ্দারা ক্রমশ ইহার পুস্তকাদি বৃদ্ধি হইবে প্রাতঃকালিক বিদ্যালয় তাহারদিগের ইচ্ছায় প্রথম সংস্থাপিত হয় অতএব ইহা আমারদিগের পাঠকবর্গের আহ্লাদার্থ হইবে এবং উত্তম সময়ের লক্ষণ বটে কারণ এতদ্দেশীয়দিগের পুস্তকালয় সংস্থাপন দ্বারা সুধারা করণের যে ইচ্ছা তাহা এইক্ষণে হইয়াছে ১৮৩৩ সালে এই প্রকার এক পুস্তকালয় সংস্থাপনের উদ্যোগ হইয়াছিল কিন্তু তৎ সময়ে দ্বাদশ জনও সাহায্য করেন নাই। এইক্ষণে এতদ্বিষয়ে অধিক সাহায্য সংদর্শনে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি অনুমান করি বিজ্ঞ সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা এতদ্বিষয়ে উৎসাহী হইবেন।…জ্ঞানাং

## পণ্ডিতদের কথা

( ২৫ ডিসেম্বর ১৮৩০। ১১ পৌষ ১২৩৭ )

…ত্রিবেণীনিবাসি ৺জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য এবং ধর্ম্মদবহির্গাছি নিবাসি নবদ্বীপের রাজগুরু ভট্টাচার্য্য ৺রঘুমণি বিদ্যাভূষণ ও গুপ্তপল্লীনিবাসি ৺বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার চতুর্ভুজন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যের পিতামহ কলিকাতানিবাসি ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য ইঁহারদিগকে পূর্ব্বের গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরেরা বিলক্ষণরূপে সুপণ্ডিত বিবেচক জানিয়া মহামান্য করিতেন সেই সকল এবং তত্তুল্য বা ন্যূনাধিক তাবৎ পণ্ডিত পুরুষানুক্রমে কুলীনকে কন্যাদান করিয়াছেন এবং অদ্যাবধি তৎসন্তানেরা করিতেছেন যদি কুলীনের কোন দোষ থাকিত তবে তাঁহারাই যথাশাস্ত্র লিখিয়া রহিতের প্রার্থনা করিতেন…। [ সমাচার চন্দ্রিকা ]

( ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২৬ ভাদ্র ১২৩৮ )

শুনা গেল যে মোকাম আহিরিটোলার ৺ কাশীনাথ তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্যের…।

( ১৭ মার্চ ১৮৩২। ৬ চৈত্র ১২৩৮ )

প্রেরিতপত্র।—…যশোহর জিলার বিষয়ে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি কারণ তথাকার পণ্ডিত শ্রীযুত শ্রীরাম তর্কালঙ্কার মহাশয়ের তুল্য বুদ্ধিজীবি ও কৃতি মনুষ্য প্রায় পাওয়া দুর্লভ। সে ব্যক্তি ঋণগ্রস্থবিষয়ে ঐ কর্ম্ম [ প্রধান সদর আমীনী ] প্রাপ্ত হইল না। এ কি চমৎকার ব্যাপার। ঐ পণ্ডিত মহাশয় বিংশতি বৎসরের অধিককালাবধি ঐ আদালতের কর্ম্ম সুচারু বিচারমতে নির্ব্বাহ করেন। তেঁহ অদ্যাপি দেনদার ইহাতে কি নিমিত্ত বিবেচনা না হইল যে ঐ মহাশয় অবৈহিত ধন ও উৎকোচ গ্রহণের স্পৃহা কখন করেন নাই যৎকর্তৃক ঋণগ্রস্থহওনের কারণ। আর যদিস্যাৎ ঋণ হইলে রাজকর্ম্মে অযোগ্য হয় তবে কিপ্রকার মহাং ঋণী ইঙ্গলণ্ডীয় মহাশয়রা স্থানেং প্রধানং আদালতের কর্ম্ম সুখ্যাতিরূপে নিষ্পন্ন করিতেছেন।

( ২৩ এপ্রিল ১৮৩৬ । ১২ বৈশাখ ১২৪৩ )

... কোন্নগরবাসি প্রধানাধ্যাপক শ্রীযুত রাজচন্দ্র ন্যায় পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য... । ... নৈহাটীর শ্রীযুত রামকমল ন্যায়রত্ন... ।

( ৮ জুন ১৮৩৯ । ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৬ )

...পরম্পরা শুনিতেছি যে সুখসাগরের মুন্সেফ শ্রীযুত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য লোভ ও পক্ষপাত ও হিংসা দ্বেষ ও মাৎসর্য্য শূন্য হইয়া ধর্ম্মতঃ প্রজাবর্গের বিবাদ ভঞ্জন দ্বারা তাহারদিগের সন্তোষ জন্মাইতেছেন তাহাতে তদ্দেশবাসি আপামর সাধারণ লোক উক্ত ব্যক্তির প্রতি প্রীত আছে ঐ মুন্সেফ ২০ বৎসরপর্য্যন্ত স্কুল ও স্কুলবুক সোসাইটির সপ্রেণ্টণ্ডেন্টী কার্য্য নিরপরাধে সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিয়া তদুভয় সভায় সেক্রেটরি ও মেম্বর ও প্রসিডেণ্ট প্রভৃতি অনেক মহামহিম সাহেব লোকের সুখ্যাতি পত্র পাইয়াছেন সংপ্রতিও তাদৃশ প্রজা রঞ্জন ও শুদ্ধ লিখনাদি দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন অতএব এব্যক্তির যথার্থ বিবরণ আমারদিগের লিখা আবশ্যক কারণ প্রথমতঃ সকলেই উক্ত মুন্সেফের সচ্চরিত্র জ্ঞাত হইয়া তদনুরূপ কার্য্য করিবেন ইহাতে দেশের হিত হইবার সম্ভাবনা দ্বিতীয় দেশাধিপতি ইহা জ্ঞাত হইলে এদেশীয় প্রাড্‌বিবাক-বর্গের প্রতি বিশ্বাস করিবেন ।

১৮৩২-৩৩ সনে কলিকাতা-স্কুল-সোসাইটির অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইলে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারকে বিদায় দিবার প্রস্তাব হয়। গৌরমোহনের কৃতিত্ব ও পাণ্ডিত্যের কথা স্মরণ করিয়া সোসাইটির কর্ত্তৃপক্ষের কেহ কেহ এরূপ মতও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে পণ্ডিতের প্রতি কমিটির একটা কর্ত্তব্য আছে; বিদায় দিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে যেন অন্যত্র একটি চাকরি সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হয়। বোধ হয় এইরূপ প্রস্তাবের ফলেই গৌরমোহন কিছু দিন পরে সুখসাগরের মুন্সেফ নিযুক্ত হন।

গৌরমোহন 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' (১৮২২ সন) ও 'কবিতামৃতকূপ' ( ১৮২৬ সন ) পুস্তিকাদ্বয়ের রচয়িতা। প্রথমখানির সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ১৩৪১ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয় পুস্তকখানি "সৎপদ্যরত্নাকর হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত"। ইহার এক খণ্ড রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে দেখিয়াছি।

কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির ৫ম রিপোর্টে গৌরমোহনের আর একখানি পুস্তক যন্ত্রস্থ হইবার সংবাদ আছে ("Gourmohan's Shunscrit Grammer in Bengali, in the Press.")

( ২৬ নভেম্বর ১৮৩১ । ১২ অগ্রহায়ণ ১২৩৮ )

পাদরি পিয়েরসন।—আমরা অতিশয় খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে চুঁচড়ার পাদরি জি ডি পিয়েরসন সাহেব ৮ নবেম্বর মঙ্গলবার প্রাতঃকালে পরলোক গমন করিয়াছেন সেই দিবসের বৈকালেই তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইয়াছে তিনি কিছু দিন পূর্ব্বে ইঙ্গলণ্ডে গমন করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন এবং অত্যল্প দিনে যাইবেন এই মত কল্প ছিল পিয়েরসন সাহেবের মৃত্যুতে তাঁহার আত্মীয়েরা যৎপরোনাস্তি খেদ করিতেছেন এতদ্দেশীয় বালকেরদের বিদ্যার বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য তিনি নিতান্ত চেষ্টিত ছিলেন এবং বালকেরদের পাঠজন্য তাঁহারকর্তৃক নানা পুস্তক রচিত হইয়াছে এতদ্ভিন্ন তাঁহার অধ্যক্ষতাতে চুঁচড়ার স্কুলে বিশেষ উপকার দর্শিতেছে। সং কৌং

( ২৮ জুন ১৮৩৪ । ১৫ আষাঢ় ১২৪১ )

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েষু।—সংপ্রতি পরলোকান্তরিত ৺ ডাক্তর কেরি সাহেবকে অসামান্য গুণবান্ করিয়া সামান্যরূপে সকলেই জ্ঞাত আছেন কিন্তু তাহার বিশেষ অনেকে জ্ঞাত নহেন তৎপ্রযুক্ত তাঁহারদের বিশেষ জ্ঞাপনার্থ কিঞ্চিদ্বিবরণ লিখিতেছি।...

৺ ডাক্তর কেরি সাহেবের পরলোকগমনে অস্মদাদির মনে যে খেদ জন্মিয়াছে তন্নিবারণার্থ কোন উপায় দেখি না যেহেতুক তৎসমান কোন লোক এমত দৃষ্ট হয় না যে তদ্দৃষ্টে সে শোকাপনোদন করিতে পারি। ডাক্তর কেরি সাহেবের দয়াদাক্ষিণ্য সৌজন্যাদি গুণ কত লিখিব তাঁহার বিদ্যাবিষয়ে যে অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাহা কিঞ্চিৎ লিখিতে পারিলেও আপনাকে শ্লাঘ্য বোধ করি। তাঁহার সংস্কৃতবিদ্যা সর্ব্বাপেক্ষায় চমৎকারিণী তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া অধিক বয়ঃসময়ে আরম্ভ করিয়াও অল্পদিনে অতিসুকঠিন সংস্কৃতশাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন অন্য২ লোকের বাল্য-কালে আরম্ভ করিয়াও এত শীঘ্র সংস্কৃতবিদ্যা হওয়া দুর্ঘট তিনি কিছুকাল এতদ্দেশীয় অনেক পণ্ডিত সন্নিধানে রাখিয়া কোন সংস্কৃত রচনাদি করিতেন কিন্তু ইদানীং তিনি পরাপেক্ষা না করিয়াই ইঙ্গরেজীহইতে সংস্কৃত অনুবাদ অর্থাৎ তর্জ্জমা করিতেন এবং সংস্কৃতহইতে ইঙ্গরেজী অথবা বঙ্গভাষা অনুবাদ করিতেন ইহাতে তাঁহার বিন্দুবিসর্গেরও ব্যত্যয় হইত না। অপর তিনি শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের অনুমতিতে সংস্কৃত বাল্মীকি রামায়ণের কতক অংশ আপনি ইঙ্গরেজীতে অনুবাদ করিয়া উভয় ভাষায় গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন এবং খ্রীষ্টীয়ান্ ধর্ম্মপুস্তক অর্থাৎ বাইবেল হিন্দুস্থানীয় নানা ভাষায় অর্থাৎ মহারাষ্ট্রীয় ও পাঞ্জাবী ও ত্রৈলিঙ্গ ও কার্ণাটী ও ঔৎকলী-প্রভৃতি উনচত্বারিংশৎ ভাষায় তর্জমা করাইয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন যদ্যপি তত্তদ্দেশীয় এক২ জন বেতনভুক্ পণ্ডিত স্বীয়২ ভাষায় তর্জ্জমা করিতেন বটে তথাপি ঐ সাহেব সে সকল ভাষার শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনাপূর্ব্বক মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন ইহাতে হিন্দুস্থানীয় তত্তদ্ভাষায় স্বীয় ভাষাবৎ তাঁহার উত্তম নৈপুণ্য হইয়াছিল। এবং কার্ণাটী ও পাঞ্জাবী ও মহারাষ্ট্রীয় ও ত্রৈলিঙ্গী ভাষার এক২ ব্যাকরণ ইঙ্গরেজীর সহিত সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে ইউরোপীয় লোক তত্তদ্ব্যাকরণদৃষ্টে তত্তদ্ভাষায় অনায়াসে প্রবেশ করিতেছেন এবং বঙ্গভাষার মূলসংস্থাপক একপ্রকার তাঁহাকে বলা যায় যেহেতুক তিনি বঙ্গভাষার এক ব্যাকরণ সৃষ্টি করিয়া ইউরোপীয় লোকেরদের বঙ্গভাষা শিক্ষিবার অত্যন্ত সুগম সোপান করিয়াছেন। অপর পরস্পর পত্রাদি লিখন পঠনব্যতিরেকে ইতিহাস কি প্রাচীন কোন বৃত্তান্ত বঙ্গভাষায় গদ্য রচনা করিয়া কোন গ্রন্থ করা এতদ্দেশীয় লোকের প্রথা ছিল না কিন্তু ডাক্তর কেরি সাহেব ফোর্ট উলিয়ম কালেজের অধ্যাপকতাপদ প্রাপ্ত হইয়া আপনার অধীন পণ্ডিতেরদের প্রতি উপদেশদ্বারা হিতোপদেশ ও বত্রিশসিংহাসন ও রাজাবলি ও পুরুষপরীক্ষা-প্রভৃতি নানা পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছেন ইদানীং তদ্দৃষ্টে শত২ লোক স্বীয়২ জীবিকার নিমিত্ত শত২ পুস্তক প্রস্তুত করিয়া নির্ব্বৃতি করিতেছে এবং তদবধি বঙ্গভাষায় নানা অনুপ্রাস ও শ্লেষোক্তি ও ব্যঙ্গোক্তি ও পদপদার্থের উত্তমতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিষ্ণু হইতেছে। এবং তিনি অকারাদিক্রমে এতদ্দেশীয় সংস্কৃতপ্রভৃতি নানা শব্দ সংগ্রহ ও ইঙ্গরেজীতে তদর্থ সঙ্কলনপূর্ব্বক এক মহাকোষ

নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহাতে তিনি অনেক আয়ুঃক্ষয় ও ধন ব্যয় করিয়াছেন ইত্যাদি প্রকার বিবিধ বিদ্যার বীজ রোপণ করিতে আয়ুঃশেষপর্য্যন্ত তিনি ত্রুটি করেন নাই। অতএব এই অল্প আয়ুর মধ্যে ডাক্তর কেরি সাহেব এতাবৎ পরোপকারঘটিত সুকীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন যদি পরমেশ্বর ইহাঁকে অধিক আয়ুষ্মান্ করিতেন তবে ইহাঁহইতে কত সৎকর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহা অনিরূপণীয় ইত্যলং বিস্তরেণ। কস্যচিৎ দর্পণপাঠক বিপ্রস্য।

( ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬। ৩ আশ্বিন ১২৪৩ )

…মোং খড়দহনিবাসি শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইনি অনেক কুলীন ব্রাহ্মণের গুরু এবং ইহাঁর পুরুষানুক্রমে অধ্যয়ন অধ্যাপন ব্যবসায় অতএব অতিশয় মান্য ঐ ব্যক্তি এইক্ষণে কোম্পানিস্থাপিত সংস্কৃত পাঠশালাতে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন ব্যাকরণ এবং সাহিত্যশাস্ত্রে ঐ জনের উত্তম সংস্কার হইয়াছে এবং কবিতাশক্তিও আছে এমত উত্তম হইয়া কালপ্রযুক্ত কিম্বা সংসর্গপ্রযুক্ত ঐ পাঠশালাতে ইঙ্গরেজী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন… ।

( ৩১ মার্চ ১৮৩৮। ১৯ চৈত্র ১২৪৪ )

অত্যুত্তম জ্ঞানী সর্ব্বসাধারণে সুজ্ঞাত ও সুখ্যাত সতত এতদ্দেশীয় জনসমূহের সভ্যতা সংপ্রাপ্ত্যর্থ সংচেষ্টিত এবং আসিএটিক্ সোসাইটির সিক্রেটর ছিলেন যে অতিমান্য শ্রীলশ্রীযুক্ত ডাক্তর উলিসন সাহেব তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়া আসিএটিক্ সোসাইটিতে সংপ্রেষিত হইয়াছে কিন্তু আমারদিগের ক্ষোভের বিষয় এই যে যথার্থ সূক্ষ্মরূপে তাঁহার স্বরূপাবয়ব সংপ্রকাশিত হয় নাই কিন্তু এতদ্দেশীয় অধ্যক্ষবর্গীয়ানুমত্যনুসারে শ্রীযুক্ত মেষ্টর বীচি সাহেব কর্তৃক যে ঐ সুধীর সুবিখ্যাত মহাশয়ের যথার্থ স্বরূপ সমরূপ প্রতিবম্বিত হইয়া হিন্দু কালেজে সংস্থাপিত আছে তদ্দর্শনে আমারদিগের বোধ হয় যে সেই সুধীর সুভব্য শাহেবসহ সাক্ষাৎ সংকথনাদি হইতেছে উক্ত সুধীর সমূহের মানস সরোরুহ সুপ্রকাশ সূর্য্য সম যে উক্ত সাহেব অপরিহার্য্য অনিবার্য্য স্বীয় গুণ সমূহ সংঘোষণা সমূহ সংস্থাপন করিয়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিলাত গমন করিয়াছেন তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি সন্দর্শন আমারদিগের অতিশয় আহ্লাদজনক এবং শ্রীযুত মেষ্টর চেল্‌ট্রি [ Chantry ] দ্বারা যে সকল অতি চমৎকৃত প্রতিমূর্ত্তি ক্ষোদিতা হইয়াছে তাহা অতি গৌরব করণার্হ বটে কিন্তু উক্ত সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি অতি চমৎকৃত হইয়াও তদপেক্ষা হেয় বোধ হইতেছে আর তিনি যে সকল বিদ্যালয়ের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত করিয়াছেন তাহাতে কবিতাকারক যদ্রূপ বলিয়াছেন আমরাও তদ্রূপ বলি যথা। বিচিত্র চিত্রিতরূপ সুওষ্ঠবদন। দৃশ্যমাত্র হয় নয় যথার্থ কথন। শিল্পকারি গুণ গণে এই জ্ঞান হয়। সাক্ষাতেতে এই মুখে যেন কথা কয়।—জ্ঞানান্বেষণ।

## শিক্ষা সম্বন্ধে নানা কথা

( ১ মে ১৮৩০ । ২০ বৈশাখ ১২৩৭ )

কালা বোবার বিদ্যাভ্যাস।—বধির ও মূক ব্যক্তিরদিগকে বিদ্যা শিক্ষাওণ বিষয়ে শ্রীযুত নিকল্‌স সাহেব যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা আমরা দর্পণের একাংশে স্থান দান করিলাম তাহাতে আমাদের এই প্রার্থনা যে পাঠকবর্গ বিশেষ মনোযোগ করেন। যাহারা জন্মকালাবধি বোবা ও বধির তাহারদিগকে বিদ্যাভ্যাসকরণার্থে ইংগ্লণ্ডদেশে ও ফ্রান্সদেশে মহোদ্যোগ হইতেছে এবং তাহাতে যেরূপ সকলেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। এরূপ দুরবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা এমত সুশিক্ষিত হইয়াছে যে অবিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা যদ্রূপ আপনার জীবনোপায় কর্ম্মক্ষম হইয়া কালক্ষেপণ করিতেছে তদ্রূপ ঐ ব্যক্তিরাও আপন২ জীবনোপায়ী হইতেছে। লণ্ডন নগরের সন্নিহিত এক পাঠশালায় প্রায় দুই শত মূক ও বধির ত্রিশ বৎসরাবধি বিদ্যাপ্রাপ্ত হইতেছে এবং যাহারা সেই স্থানে প্রাপ্তবিদ্য হইয়াছে তাহারদের মধ্যে অনেকেই দপ্তরখানায় মুহরির কর্ম্ম করিতেছে। ইউরোপে এমত ব্যক্তিরদিগকে বিদ্যাদানের যে উপায় সৃষ্টি হইয়াছে তদুপায়জ্ঞ কেবল নিকল্‌স সাহেবব্যতিরেকে ভারতবর্ষের মধ্যে অন্য কেহ নাই এবং বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্তে যদি কোন ইউরোপীয় কি এতদ্দেশীয় লোকেরা বালকেরদিগকে তাঁহার নিকটে নিযুক্ত করেন তবে তাহারদের উত্তম বিদ্যাপ্রাপ্তিতে তাঁহারা অত্যন্ত তুষ্ট ও আশ্চর্য্য বোধ করিবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

( ৭ আগষ্ট ১৮৩০ । ২৪ শ্রাবণ ১২৩৭ )

যদিও পূর্ব্ব২ রাজ্যাধিকারে অর্থাৎ কি হিন্দুরদের রাজ্যসময়ে কি মুসলমানেরদের প্রভুত্ব-কালে বিদ্যার চর্চ্চা এবং অনুশীলন না ছিল এমত নহে কিন্তু ব্রিটিস রাজ্যকালীন সর্ব্বসাধারণ উপকারার্থে বিদ্যা বৃদ্ধি নিমিত্ত যেরূপ আয়োজন ও উদ্যোগ হইতেছে এতাদৃক না কোন গ্রন্থেই দৃশ্য হয় না কোন ইতিহাসেই শুনা যায় আমারদের দেশের পূর্ব্বাবস্থা আর বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যার আলোচনা উপলব্ধি করিলে আকাশ পাতালের ন্যায় প্রভেদ জ্ঞান করা উচিত হয় অপর কলিকাতা রাজধানী এবং তদন্তঃপাতি স্থানে যে সকল ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন তাঁহারদের সংখ্যা দশ সহস্র হইতেও অধিক হইবেক আর তাঁহারদের পাঠের জন্য যাঁহারা প্রবৃত্ত আছেন তাঁহারা তদ্‌বৃদ্ধিজন্য নানাবিধ গ্রন্থদ্বারা পাঠের দিন২ সুলভ করিতেছেন ইহাও তদ্‌বৃদ্ধির এক বিশেষ কারণ হয় বিদ্যাদান সর্ব্বাপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ হয় যেহেতুক বিদ্যা না দস্যুকর্তৃক অপহৃত হইতে পারে না ব্যয়েই ক্ষয় হয় না অন্য কোন উপাধিদ্বারাই অপচয় হইবার সম্ভাবনা আছে বরং বিদ্যা শিক্ষাজন্য জ্ঞানোৎপত্তি এবং তদ্ধেতু লোকের মোক্ষপদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং অন্য২ নানাবিধ বিদ্যা উপার্জন হেতু বিষয় এবং অর্থ লাভের আশা ও তদ্দারা পরিবারাদির ভরণাদি ও নানামতে দানাদি ক্রিয়া সমাপনের বিলক্ষণ উপায় হইয়া থাকে

অতএব যখন এক বিদ্যার অন্তঃপাতি এতাবৎ লাভের এবং উপকারের সম্ভাবনা রহিয়াছে তখন বিদ্যাপেক্ষা যে অন্যান্য দানের শ্রেষ্ঠত্ব আছে এমত স্বীকার কদাপি করা যাইতে পারে না সুতরাং তদ্দাতা কিপর্য্যন্ত যশস্বী হইবে তাহা কথন প্রয়োজনাভাব ইত্যাদিস্থচক যে পত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল রক্ষকের অসাবধানতাহেতুক উক্ত পত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না সুতরাং লেখক পুনরায় প্রেরণ করিলে প্রচার করা যাইবেক। সং কৌং

( ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ । ২৩ ভাদ্র ১২৪০ )

ভারতবর্ষের মধ্যে বিস্তীর্ণরূপে বিদ্যা প্রচারের নিমিত্তে সমাচার পত্রসম্পাদকেরা যতই লিখেন বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট তাহাতে শ্রুতিপাতই করেন না কেন না তিনি শ্রুতিপাত করিলে এতদিনে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ বিদ্যার ভাণ্ডার হইতে পারিত কিন্তু তাহা না হওয়াতেই ভারতবর্ষের মধ্যে ইউরোপীয় রাজার অধিকারের প্রায়াংশ অরণ্যময় রহিয়াছে আমরা এমত কহিতে পারি না যে গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে এতদ্দেশীয় লোকের বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রতি বৎসর কিছু না দিতেছেন যেহেতুক এডুকেশন সোসৈটীই তাহার প্রমাণ রহিয়াছেন কিন্তু আমারদিগের উপর গবর্ণমেণ্ট এমত কোন আজ্ঞা দেন নাই যে প্রতি বৎসর লক্ষ টাকা কি কর্ম্মে ব্যয় হইতেছে তাহার জিজ্ঞাসা করিতে পারি অতএব সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সোসৈটির বিবেচনাতে যে বিদ্যায় খরচ করা উচিত বুঝেন্ তদর্থেই খরচ করিতেছেন কিন্তু এইমাত্র কহিতে পারি ঐ খরচের দ্বারা ভারতবর্ষের সর্ব্বসাধারণের কি উপকার দর্শিতেছে আমরা এ পর্য্যন্ত তাহার কিছু জানিতে পারি নাই ঐ কমিটির দ্বারা এতদ্দেশের কতক বিদ্যালয় চলিতেছে ইহা আমরা অস্বীকার করি না কিন্তু তাহাতে শহরসম্পর্কীয় কতক লোকেরই উপকার দর্শে এবং এখনও পল্লীগ্রামের দুর্ভাগ্য প্রজারা যেরূপান্ধকারে ছিলেন সেইরূপই রহিয়াছেন আর সংস্কৃত বিদ্যালয়েতে গবর্ণমেণ্টের খরচ সত্য বটে কিন্তু তদ্দারা সর্ব্বসাধারণের বিশেষ উপকার নাই কেননা সেখানে কেবল ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির বিদ্যাভ্যাস হয় না যখন গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত না করিয়াছিলেন তখনও স্থানে২ চতুষ্পাঠী ছিল এবং তাহাতেই ব্রাহ্মণ সন্তানের বিদ্যাভ্যাস নির্ব্বাহ হইত আর এখনও দেশে২ সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসের চতুষ্পাঠী আছে অতএব গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্যব্যতিরেকেও সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসের বড় ক্ষতি হয় না এবং সে বিদ্যার দ্বারা কেবল ব্যবস্থাদি দানভিন্ন শাসনাদি কর্ম্মেরও কোন উপকার নাই অতএব যে বিদ্যা শিক্ষাতে লোকের অন্ধকার দূর হইয়া রাজশাসনাদিতে নৈপুণ্য জন্মে তাবদ্দেশ ব্যাপিয়া সেই বিদ্যার বীজ রোপণ করাই ধার্ম্মিক দয়ালু রাজার উচিত কর্ম্ম কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অধিকারভিন্ন কোন অন্য দেশীয় লোক যদ্যপি আমারদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে তোমারদের রাজা দেশে২ গ্রামে২ নানাবিধ বিদ্যা সংস্থাপিত করিয়াছেন কি না তাহার উত্তরে লজ্জায় অধোমুখ হইয়া আমারদিগকে অবশ্যই কহিতে হইবেক যে না, অতএব আমারদিগের রাজার এই অখ্যাতি দূর করা অত্যাবশ্যক কিন্তু গ্রামে২ বিদ্যালয় স্থাপিত না করিলেও তাহা দূর হইবেক না যদি কহেন তাবদধিকারের গ্রামে২ বিদ্যালয় স্থাপিত করা অনেক

ব্যয় সাধ্য তাহা সুসিদ্ধ হওয়া কঠিন তবে তাহার এই এক উপায় আমরা দেখিতেছি বোধ হয় এরূপে গবর্ণমেণ্টের অল্প খরচেই তাহা সুসিদ্ধ হইতে পারিবেক তাহা এই যে গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার অধিকারের প্রতিগ্রামের প্রজারদের উপর যোত্রানুসারে এক২ চাঁদার আজ্ঞা করেন তবে তাঁহার আজ্ঞারোধ কোনপ্রকারে হইবেক না সুতরাং যাঁহার যেমত সাধ্য তদনুসারে ঐ চাঁদাতে অবশ্যই দিবেন এবং তাহাতে দুই আনা, চারি আনা, এক আনা-পর্য্যন্তও থাকে পরে ঐ চাঁদার দ্বারা গ্রামে২ ইঙ্গরেজী বিদ্যালয়ের যত সাহায্য হয় তাহার অবশিষ্ট খরচ এডুকেশন কমিটিহইতে দিলেই স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র বিদ্যালয় চলিতে পারিবেক এবং তাহাতে এডুকেশন কমিটিরও অনেক ভার সহিতে হইবেক না নতুবা আমরা যে দেখিব কেবল গবর্ণমেণ্টের খরচে প্রতিগ্রামে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া লোকের অন্ধকার দূর হইতেছে এখনও সে কাল কালের মধ্যে গণিত হয় নাই ইতি।—সুধাকর।

( ২৫ এপ্রিল ১৮৩৫ । ১৩ বৈশাখ ১২৪২ )

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।—...যুবারদের উপদেশ থাকিলে পরিবারের ও রাজ্যের মধ্যে যেমন উপশান্তি ও সুখের সম্ভাবনা করা যায় এই প্রযুক্ত এতদ্দেশে ইঙ্গলণ্ডাধিপতির অধিকার হওয়াতে প্রজারদের সুখ জন্য নানা চতুষ্পাঠ্যাদি স্থাপন করিয়া তাহারদের বিদ্যাদান করিতেছেন ভূরি২ সিবিলসম্পর্কীয় মহাশয়েরা নিয়ত অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ সকল বিদ্যালয়ে সাহায্য করিতে মনোযোগ করিতেছেন এবং নিয়মানিয়ম এমন সৃজন করিতেছেন যাহাতে করিয়া ত্বরায় প্রচুর বিদ্যা হয় এবং কল্পনা করিতেছেন কি প্রকারে তাহারদের শীঘ্র অভীষ্টলাভ হয় এই অনুভব করিয়া বিদ্যালয়ে ভিন্ন২ পাঠস্থান করিয়াছেন এবং সময়ে২ ছাত্রেরদের গুণানুযায়ি পাঠের বৃদ্ধি ও হ্রাস করিতেছেন এবং পরীক্ষা লইয়া বৎসরে২ পুরস্কার করিতেছেন। ইহাতে করিয়া যুবারদের মনে এমন ঈর্ষা জন্মিয়াছে যে তাঁহারা পরস্পর বড় হইবার চেষ্টা সর্ব্বদা করিতেছেন। এবং বার্ষিক পুরস্কার গ্রন্থ পাইবার জন্যে অন্তঃকরণের সহিত উদ্যোগ করিতেছেন। কেন না তাঁহারা তাহা মর্য্যাদা স্বরূপ জ্ঞান করেন। এই সকল মহাশয়েরদের মানস প্রায় পূর্ণ হইয়াছে কেননা ঐ সকল ছাত্রেরা অতুল্য অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা শিল্প বিদ্যাতেও নিপুণ এবং গদ্য ও কবিতা এমত লেখেন বোধ হয় যে তাঁহারদের স্বদেশীয় ভাষাতে তাঁহারদের হস্তহইতে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ পাইতেছে। তাহা দৃষ্টি করিলে বোধ হইতে পারিবেক তত্রাপি গবর্ণমেণ্টহইতে কৃপণীয় মনোনীত হইয়া তাঁহারদের গুণাগুণের পুরস্কার হয় না। কালেজ আরম্ভাবধি অদ্যপর্য্যন্ত অনেক ধীর যুবা প্রশংসা পত্রের সহিত কালেজহইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন। এবং অন্য২ ভারি২ ক্লাশহইতে বহির্গত হইয়াছেন। তাঁহারদের মধ্যে অত্যল্প উচ্চপদ ধারণ করিয়া উচ্চবেতন গ্রহণ করিয়া শ্রমের ফল প্রাপ্ত হইতেছেন আমি জ্ঞাত আছি যে কালেজের ছাত্রের মধ্যে কেবল তিন জন যোগ্য পদ ধারণ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট এতদ্বিষয়ে কিছু সহকারিতা করেন নাই কেবল তাঁহারদের পিতা ও বন্ধুগণের দ্বারা

হইয়াছে যাহাহউক আমি তাঁহারদের নাম ও পদ লিখিতে বাঞ্ছা করি বিশেষতঃ বাবু হরিমোহন সেন মিণ্টের বুলিয়ন রক্ষক বাবু হরচন্দ্র ঘোষ জঙ্গল মহলের সদর আমীন এবং বাবু নীলমণি মতিলাল সরিফ আপীসের দেওয়ান এতদ্ভিন্ন অনেকে কোং আপীসে অত্যল্প বেতন এবং সামান্য কেরাণিরদের সহিত তুল্য পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ সকল কেরাণিরা কেবল কএক মাস লেখার অভ্যাস করিয়াছে মাত্র দপ্তর মনিবেরা অনায়াসে ইহা জ্ঞাত হইতে পারেন যদ্যপি কিঞ্চিৎ পরিশ্রম লইয়া তাহারদের পরীক্ষা করেন তবে তাহারদিগকে কোন কর্ম্মে উপযুক্ত দেখিবেন না বরং হিংসাদি দ্বেষ করিতেই দীনহীন কালেজের ছাত্রসব স্বভাবের প্রয়োজনাভাবে এই নীচ কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন। হায় তাঁহারদের মধ্যে অনেকও কর্ম্মচ্যুত আছেন।

এতন্নিমিত্ত আমি মহাশয়ের নির্ম্মল দর্পণ দ্বারা শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের কর্ণগোচর করিতে প্রার্থনা করি যে ঐ সকল ছাত্রেরা বহুকালাবধি কালেজে অধ্যয়ন করিয়া ইঙ্গরেজী বাঙ্গলা এবং পারস্য ভাষাতে নিপুণ হইয়াও ন্যায় পারিতোষিক না পাইয়া সামান্য কেরাণির সমপদী হইলেন। জুদিসিয়াল ও রেবিনিউসম্পর্কীয় যে সকল উচ্চ পদ প্রকাশ পাইয়াছে তত্রাপি ঐ সকল ছাত্রেরা অর্থ ও বন্ধু বিরহজন্য ঐ সকল পদশূন্য হইয়াছেন যদ্যপি শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কালেজের ছাত্রেরদের পক্ষে সহকারিতা করিয়া ঐ পদাভিষিক্ত করেন যেহেতু তাঁহার সহকারিতা ব্যতিরেকে এই পদ পাওনের তাহারদের কোন সম্ভাবনা নাই তবেই তাঁহারদের পরিশ্রম ও গুণের যথার্থ পুরষ্কার হয়। আমি মনে করি তাঁহারা এই সকল কর্ম্মে হস্তার্পণ করিলে প্রজাদের কিছু অসুখ না হইয়া বরং সুখজনক হইবেক কেননা তাঁহারদের সুখ বিবেচনা ও স্মরণ ও যথার্থতা আছে। ইতি ৬ বৈশাখ।

কলিকাতা ১৮ আপ্রিল ১৮৩৫। কালেজিনাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণঃ।

( ৯ মে ১৮৩৫ । ২৭ বৈশাখ ১২৪২ )

পাঠক মহাশয়েরা শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইবেন যে কলিকাতাস্থ বিদ্যাধ্যাপনের সাধারণ কমিটির সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষাবিষয়ে লোকসকলের উদ্যোগদৃষ্টে তাহার পৌষ্টিকতা করিতে ইচ্ছুক হইয়া ইঙ্গরেজী ও দেশীয় ভাষাতে বিদ্যা প্রদানের নিমিত্ত পাটনা ঢাকা হাজারিবাগ গুয়াহাটি এবং অন্যান্য যে স্থানে বিদ্যা শিক্ষার কোন উপায় নাই সেই সকল স্থানে পাঠশালা স্থাপন করিতে স্থির করিয়াছেন।

( ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬ । ৩ আশ্বিন ১২৪৩ )

রাজশাহী।—কিয়ৎকালাবধি শ্রীযুত ডবলিউ আদম সাহেব গবর্ণমেণ্টকর্তৃক মফঃসলনিবাসি এতদ্দেশীয় লোকেরদের শিক্ষাবস্থার তত্ত্বাবধারণ কার্য্যে নিযুক্ত হওয়াতে তাঁহার কৃতকার্য্যতাবিষয়ে দ্বিতীয় রিপোর্ট সংপ্রতি প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে জিলা রাজশাহীর বিশেষতঃ নাটুর পরগণার তাবদ্বিবরণ লিখিত আছে।...

হিন্দু চতুষ্পাঠী অর্থাৎ যাহাতে সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যয়ন হয় তাহা অধিক। নাটুরে অন্যূন ৩৮ চতুষ্পাঠী আছে তাহাতে ৩৯৭ জন ছাত্র অধ্যয়ন করেন। নাটুরের থানার শামিলে সংস্কৃত বিদ্যালয়ের যে এতদ্রূপ প্রাচুর্য্য আছে তাহার কারণ এই যে ৫০ বৎসর হইল ঐ স্থানে ৺ প্রাপ্তা রাণী ভবানীর দরবার ছিল। ঐ রাণী অশেষ ধনশালিনী এবং সংস্কৃত বিদ্যাবিষয়ে অধিক প্রতিপোষিণী ছিলেন কিন্তু শ্রীযুত আদম সাহেব লেখেন যে এইক্ষণে ঐ তাবৎ জিলাতেই বিদ্যার হ্রাস হইতেছে অতএব ঐ সকল লোকের অজ্ঞানতার আর বৃদ্ধি না হয় তদর্থ গবর্ণমেণ্টের কোন প্রতিকার অবশ্য কর্ত্তব্য।...

নাটুরের থানার শামিলে বালিকারদের নিমিত্ত পাঠশালামাত্র নাই অতএব কহা যাইতে পারে তাহারা নিতান্তই অবিদ্যার মধ্যে। ঐ জিলায় প্রায় ৫০।৬০ ঘর ভারি২ জমিদার আছেন তাঁহারদের মধ্যেও অধিকাংশ স্ত্রীও বিধবা কথিত আছে যে তাঁহারদের মধ্যে দুই জন অর্থাৎ শ্রীমতী রাণী সূর্য্যমণি ও শ্রীমতী কমলমণি দাসীর বাঙ্গালা লেখাপড়া ও হিসাবকিতাবে বিলক্ষণ নিপুণতা আছে অবশিষ্টারদের মধ্যে কেহ২ অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ২ জানেন আর সকল কেবল অজ্ঞানা অতএব ঐ জিলার লোকেরা কি দুর্দ্দশাজনক অজ্ঞানান্ধকারে অন্ধ দৃষ্ট হইতেছে।

( ১৮ মার্চ ১৮৩৭ । ৬ চৈত্র ১২৪৩ )

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।—সংপ্রতি অনেক দিবসের পর ঘোর অচৈতন্যতা-হইতে এতদ্দেশীয় লোকেরা মন উত্থাপন করিতেছেন ও শোধনার্থে বহুকালাবধি চলিত কোন আচার ব্যবহারের ব্যাবৃত্তি করিলে তৎকর্ম্মে পূর্ব্ববৎ কুৎসা ও ঘৃণা এই মহানগরের মধ্যে প্রায় কেহই করেন না এবং সভ্যতা ক্রমে প্রায় তাবৎ লোকের উত্তর২ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। অতএব এমত বিশিষ্টকালে কস্মিন্‌চিৎ আলোক নাই বিষয়ে পাঠকবর্গের মনোযোগ অর্পণ করাইতে অহংযু অপবাদ বিনা মহাশয়কে অনুরোধ করিতে পারি। বৈদ্যশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ কপিরাজের চিকিৎসাতে যে কত সংখ্যক লোকনষ্ট হইয়াছে তাহা এইক্ষণে পরি ভাষায় উক্ত হইয়া থাকে আর আমারদিগের মধ্যে যাঁহারা কিঞ্চিৎ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা জর ও অন্যান্য সামান্য রোগে ইউরোপীয়ানের-দিগের চিকিৎসার গুণ অল্প২ বুঝিতেছেন অতএব কেবল কালের গতির দ্বারা মূর্খ কপিরাজের-দিগের ব্যবসায় শেষ হইতে পারে। কিন্তু প্রসবানন্তর স্ত্রীলোকেরদের ও তদ্‌গর্ভজাত সন্তান-গণের চিকিৎসাশোধন সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত কোন অনুরাগ দেখা যায় নাই এবম্ভূত অসুস্থতাসময়ে অনভিজ্ঞ কপিরাজেরও চেষ্টা কেহ করেন না সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ এই স্ত্রৈণ পীড়া উপস্থিত হইলে সকলে কেবল দুই এক জন নির্বোধ নারীকে কর্ম্ম সমর্পণে পারগা জ্ঞান করেন। আমি বৈদ্য শাস্ত্রের বও জানি না এবং এই নিমিত্তে শাস্ত্র সিদ্ধ কোন উক্তি করিবার যোগ্য নহি বটে কিন্তু তথাপি প্রসূতিকা ও প্রসূতির চিকিৎসা এতাবৎ নির্দ্দয়া ও অসঙ্গত্যন্বিতা যে অনেক মতে অনিষ্টজনক বলিয়া তাহার নিন্দা করিতে আমার সংকোচ নাই ভূরি২ নারী ঐ কালের কর্ম্মকর্ত্রীর মৌঢ্যতাতে নষ্ট হইয়াছে অনেক২ নিরাশ্রয় শিশুও ঐ কারণ দুই তিন দিন মাত্র ইহ জগতে বাঁচিয়া লোকান্তর প্রাপ্ত

হইয়াছে আর এতদ্দেশে সভ্যতার বৃদ্ধি হইলে যখন আমারদিগের গৃহিণীরা রন্ধনাদি হেয় কর্ম্মের পরিশ্রম ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মতর কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন ইহাতে সুতরাং যখন তাহারদের সর্ব্বদা কষ্ট সহ্য অভ্যাস অভাবে শরীর কিঞ্চিৎ সুখী হইবেক তখন ঐ রূপ মূর্খ চিকিৎসাতে আরো অনেকের মৃত্যু হইবেক। কি আশ্চর্য্য যে অনেক জ্ঞানবান লোকেও বলিয়া থাকেন যে প্রজলিত অগ্নির উত্তাপ ও রসুন তৈল ও কৃষ্ণ বর্ণদ ধূম ও উষ্ণ মসালা ও তীব্র রৌদ্র এসকল আমারদিগের শরীরের হিতকারক কেন না আমরা কেবল শাক মৎস্য খাইয়া থাকি ইউরোপীয়ানদিগের চিকিৎসার বিষয়ে ইহাঁরা স্বীকার করেন বটে যে দ্রাক্ষারস ও মাংসভুক শরীরে ঐ সকল উষ্ণ-দ্রব্যের অভাব হইলে হানি নাই এবং ইউরোপীয়ান স্ত্রীবিষয়ে ইউরোপীয়ান চিকিৎসাতে ইহাঁরদের কোন অসম্মতি নাই কিন্তু মানব দেহের প্রকৃতিতে ঐক্যতাপ্রযুক্ত সকলের শারীরিক ধর্ম্ম যদ্যপি স্বভাবতঃ সমান হয় তবে আহারে কিঞ্চিৎ ভেদহেতুক শারীরিক ধর্ম্মে এমত বৈলক্ষণ্য কখন হইতে পারে না যে যাহাতে এক জনের মৃত্যু হইতে পারে তাহাই অন্যের জীবনের মূল্য হইবেক এতন্নিমিত্ত আমারদিগের স্বদেশীয় চিকিৎসাতে আপত্তি না করিয়া ইউরোপীয় চিকিৎসাতে সম্মত হওনে যুক্তি নাই।

আর কেবল তর্কদ্বারাতেই যে আমি স্বদেশীয় চিকিৎসাতে আপত্তি করিতেছি এমত নহে অনেকে যে মীমাংসা সিদ্ধান্ত বাক্যে নিতান্ত বিশ্বাস করেন না তাহা আমি জানি এবং আমারদিগের নারীরদের প্রসবসময়ে ঝাল ও তাপের বারণে কোন হানি হইতে পারে কি না এবিষয়ে আপনি স্বয়ং অনেকবার মনে সন্দেহ করিতাম কিন্তু নিজ পরিবারে প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ দ্বারা যে এবিষয় সপ্রমাণ করিতে পারিতেছি ইহাতে আনন্দিত আছি। অতএব মহাশয়ের এতদ্দেশীয় পাঠকগণকে তাঁহারদের নিজ পরিবারের ভদ্রতার জন্য বিনীতি করি যে তাঁহারা আমার বাক্য শ্রবণ করুন আমারদিগের কোন স্ত্রী লোকের সম্বন্ধে ইউরোপীয় চিকিৎসা কখন শুনি নাই বটে তথাপি কএক দিবস হইল আমার ভার্য্যার অপত্য প্রসব কাল প্রাপ্তে কি কর্ত্তব্য ইহাতে আমার কোন সন্দেহ জন্মে নাই ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা যথার্থ শাস্ত্রী ও তাঁহারা যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিম্বা যথার্থ নৈয়ায়িক বিচার বিনা কোন মত স্থাপন করেন না ইহা জানিতাম আর বহুকালের রচিত গ্রন্থের বচন দ্বারা এতদ্দেশীয়েরা যে অন্ধবৎ চালিত হইয়া প্রাচীনেরদের সর্ব্বজ্ঞত্ব বিষয়ে প্রশংসা করিলে মহাপাপ জ্ঞান করেন ইহাও জানতাম। অতএব যাহা কেবল প্রাচীন গ্রন্থ কর্ত্তারদের আখ্যাত বুদ্ধি সিদ্ধ বচনমাত্র তদপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধমত যে সত্য হইবেক ইহা আমার সম্ভব্য বোধ হইল এপ্রযুক্ত ঐ উক্ত বিষয়ে প্রসব পীড়া উপস্থিত হইলে আমি ডাং মাকষ্টন সাহেবের পরামর্শানুযায়ি হইতে মনস্থির করিলাম ইহার কএক মাস পূর্ব্বে আপনার জর সময়ে এই ডাক্তরের চিকিৎসাতে আরোগ্য প্রাপ্তে তাঁহার প্রতি আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল আর প্রসব পীড়ার কয় দণ্ড পরে সন্তানের জন্ম হইবেক এবিষয়ে তাঁহার বাক্য সত্য হওনে তাঁহার পরামর্শ পালনে আমি আরো সাহস প্রাপ্ত হইলাম সামান্যরূপে অস্মদীয় স্ত্রীগণের যে চিকিৎসা হইয়া থাকে তদপেক্ষা এই চিকিৎসা সূক্ষ্মতাতে ও অক্লেশদতাতে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ প্রসূতিকা ও প্রসূতি বহিস্থিত বায়ুর হিম

হইতে আবৃত হইলে দগ্ধকরণার্থ আর কোন অগ্নিকুণ্ড করা যায় নাই উত্তপ্তকরণার্থ তাপ কি উষ্ণ করণার্থ মসালা কৃষ্ণ বর্ণদ ধূম কি শরীর দুস্পৃশ্য ও দুর্ব্রেয়করণার্থ রসুন তৈল এসকলের কোন ব্যবস্থা হয় নাই দেহের প্রকৃতিপ্রযুক্ত সভাবতো যাহা ভবিতব্য তাহাতেই ডাং সাহেবের সম্মতি ছিল কেবল যাহাতে কচিত হানি হইতে পারিত না অথচ কোন২ প্রকারে ভালহইতে পারিত এমত ঔষধের প্রলেপ হইয়াছিল এইরূপে দশ দিনের মধ্যে প্রসূতিকা ও প্রসূতি সুস্থ হইয়াছিল এবং যে২ অনিষ্টকারক ঔষধের ব্যবহার চলিত আছে তদ্ব্যতিরেকে এই ঘোর ভয়ঙ্কর অবস্থার উত্তরণ হইয়াছিল।

সম্পাদক মহাশয় ডাং মাকষ্টন সাহেবের চিকিৎসাতে ইউরোপীয় বৈদ্যশাস্ত্রহইতে আমার পরিবারের যে হীত হইয়াছে তাহাতে আমার এমত চমৎকার বোধ হইয়াছে যে স্বদেশিরদিগকে তাহা জ্ঞাপন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না ইহাতে আমার বাসনা এই যে ইঁহারা উক্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া ভরসান্বিত হুন এবং রোগ উপস্থিত হইলে যথার্থাভিজ্ঞ লোককে আমন্ত্রণ করেন দরিদ্রেরা অর্থাভাবে ইহা করিতে পারে না কিন্তু ভাগ্যবান ও মধ্যবীত লোকেরা যাঁহারদের অনটন নাই তাঁহারা অল্প ব্যয়ে প্রাপ্তব্য অভিজ্ঞ ডাক্তর থাকাতেও যদ্যপি মূর্খ কপিরাজেরদের হস্তে আপনারদিগের নিজ পরিবারের জীবন সমর্পণ করেন তবে তাঁহারদের দোষের কোন মার্জ্জন নাই যাবৎ ইঁহারা মূর্খ কপিরাজের আদর করেন তাবৎ বিদ্যার পক্ষে অনেক হানি হইতেছে সুতরাং মনুষ্যেরদের অনিষ্ট হইতেছে এবং যদ্যপি ধনীরা যাহা কর্ত্তব্য তাহা করেন তবে দরিদ্রেরও ভাল হইবেক কেন না যখন তাহারা বারম্বার ডাক্তরের আদর করিবেন তখন ইহারা বিনা বেতনে দরিদ্রের প্রতি মনোযোগ করিতে পারিবেন।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

( ২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭। ১৮ ভাদ্র ১২৪৪ )

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।—আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক নীচে লিখিত কএক পংক্তি দর্পণৈকপার্শ্বে স্থানদান করিয়া বাধিত করিবেন।

দেশের নানা স্থানে গবর্ণমেণ্ট বালকেরদের বিদ্যাভ্যাসার্থ যে নানা পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে বালকেরদের অত্যুত্তম রীতি ও বিদ্যা ও আচার ব্যবহার হইতেছে এবং তাঁহারদের বিদ্যার উন্নতি দেখিয়া আমারদের আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে ফলতঃ ছাত্রেরদের মধ্যে অনেকে ইঙ্গরেজী বিদ্যাতে সম্পূর্ণরূপ পারদর্শী হইয়াছেন কিন্তু আমারদের খেদের বিষয় এই যে বঙ্গভাষার অনুশীলনবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ নাই ঐ ভাষা এইক্ষণে প্রায় লোপ পাইল। হুগলিপ্রভৃতি নানা স্থানে গবর্ণমেণ্ট বহুতর পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে আমারদের মহোপকার হইতেছে বটে কিন্তু যদ্যপি এতদ্দেশীয় বালকেরদের নিমিত্ত কতিপয় বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করেন তবে আরো উত্তম হয়। বালকেরদের নিয়ত ইঙ্গরেজী পুস্তক পাঠ করাতে প্রায় বঙ্গভাষাভ্যাসবিষয়ে অনুরাগ গত হইয়াছে বঙ্গভাষা কিছুমাত্র